সাধে-বাদ।

(উপন্যাস)

"সাধের প্রেমে না—পূরিল সাধ"
গান।

---

১১ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, সুলভ পুস্তকালয় হইতে
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

PRINTED BY P. S. SAHA,
AT THE
NEW CULCATTA PRESS,
2, Hari Mohun Basu's Lane, Calcutta.

1893.

দ্বিতীয়বারের বক্তব্য।

সাধে-বাদ ধর্ম্মপ্রধান উপন্যাস, ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট গল্পের বহি বঙ্গসাহিত্যে খুব কম, আমরাও প্রথম সাধে-বাদ প্রকাশের সময় ইহার আদর হইবে না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনেই প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইয়াছে, সত্বর যে দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইল ইহাই এ উপন্যাসের আদরের কারণ, সন্দেহ নাই। ইতি ৩০শে সেপ্টেম্বর।

প্রকাশক।

সাধে—বাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—

প্রণয়ে আবদ্ধ।

নীলিমায় দুইটী তারকা উঠিয়াছে, সরস্বতী উপকূলে শরৎ ও শান্তা দুই জনায় বসিয়া আছে, আকাশে এবং ধরায় দুইটী করিয়া ফুল যেন এক বৃন্তে ফুটিয়াছে। কিন্তু আকাশে যে ফুল ফুটিয়াছে প্রভাতে তাহা থাকে না, সরস্বতীর উপকূলে যাহা ফুটিয়াছে তাহা নিত্যই বিভাষিত।

শরৎ কহিল এস, শান্তা তোমায় গলায় মালা পরাইয়া দিই।

শরতের হস্তে বকুলের মালা ছিল, সে শান্তার গলায় পরাইয়া দিল। সন্ধ্যা সমীরণে মালা ছড়াটী দুলিতে লাগিল, সুগন্ধে নদী কূল আকুল হইয়া উঠিল। শান্তা গলা হইতে মালা ছড়াটী খুলিতে যাইল, কিন্তু মালা যে কণ্ঠে বাস করিতেছে সেই সুচারু কমনীয় কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া সহজে কে আসিতে চায়? বাতাস মালার মনোভাব জানিতে পারিয়া বাধা দিতে আরম্ভ করিল। শান্তা বাতাসের বাধা উপেক্ষা করিয়া মালা ছড়াটী খুলিয়া কহিল, এ আমায় ভাল দেখাইতেছে না; শরৎ তুমি পর, তাহা হইলে সকল শোভা হইবে।

শান্তা শরতের গলায় মালা পরাইয়া দিল। শুভ সময় বুঝিয়া সন্ধ্যার শাঁক অমনি ভোঁ ভোঁ শব্দে বাজিয়া উঠিল। গোপনে অজানিত ভাবে পরস্পর মালা বদল হইল; এক্ষণে এ বিবাহে কে সাক্ষ্য দিবে? আমরা বলি কেন ঐ নীলিমায় তারকাব্বয় এবং এই ক্ষীণস্রোতা সরস্বতী ইহারাই এ বিবাহে সাক্ষ্য দিবে। শরৎ ও নিজ কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া কহিল, প্রখরে মধুরে, কঠিনে কোমলে, তেমন সাজে না। মালা তোমার গলায় যেমন সাজিয়াছিল আমার গলায় তেমন সাজিল না।

শান্তা। পদ্মিনী অপেক্ষা কোমল কি আছে? অথচ সে প্রখর সূর্য্য ছাড়া এক দণ্ড বাঁচে না তবে তোমার গলায় ভাল না দেখাইবে কেন?

তোমায় ভাল দেখায় আমায় ভাল দেখায় না, এইরূপ উত্তরে কিছুক্ষণ দ্বন্দ্ব চলিল। পরিশেষে শান্তা হাসিয়া কহিল, আমায় ভাল দেখায়, তোমায় ভাল দেখায় না ইহার প্রমাণ কি?

শরৎ। প্রমাণ আমার চক্ষু। তোমার কেশ হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত সুন্দর বোধ হয়, শান্তা, তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না।

শান্তা আত্ম সুখ্যাতি শুনিতে ভালবাসে না। শরতের কথা শেষ হইতে না হইতে সে নদীগর্ভে নামিয়া কর্দ্দম তুলিয়া নিজমুখে মাখাইয়া, শরৎকে কহিল, এখন কেমন দেখিতে হইয়াছে।

শরৎ। ছি, ছি, তুমি কি করিলে, এই সন্ধ্যার সময় তুমি বৃথা কাদা মাখিলে কেন?

শান্তা। তুমি আমার মিছামিছি সুখ্যাতি করিলে কেন?

শরৎ। পূর্ণিমার চাঁদ কাহার না আদরের বস্তু? কেবল আমি বলিয়া নয়, সকলেই তোমার সুখ্যাতি করিয়া থাকে।

শান্তা। যাহারা আমার সুখ্যাতি করে তাহারা সৌন্দর্য্য কি জানে না। পুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্য্য অতি অকিঞ্চিৎকর। এই কথা বলিয়া শান্তা তখন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। শরৎ শান্তাকে যাইতে দেখিয়া পথ রোধ করিল এবং কহিল, যদি সুখ্যাতি না ভাল বাস, সুখ্যাতি করিব না—বস। শান্তার যাইতে ইচ্ছা ছিল না, আর কেমন করিয়াই বা যাইবে প্রাণে প্রাণে যার বাঁধা সে কি যাইতে পারে? যেন সে শরতের কথা ঠেলিতে পারিল না, যে স্থানে বসিয়াছিল সেই স্থানেই বসিল শরৎ নদী হইতে জল আনিয়া তাহার কাদা মাখা মুখখানি ধুয়াইয়া মুছাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে নয়নে নয়নে উভয়ের রূপরস পানে মত্ত হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল নির্জ্জন নদীকূল ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্তা পুনরায় দাঁড়াইয়া শরতের নিকট বিদায় চাহিল।

শরৎ। যদি এত শীঘ্র যাইবে তবে আসিলে কেন?

শান্তা। আসিলাম কেন! আসিলাম তোমার নিকট বিদায় লইতে। কাল আমরা পুরুষোত্তমে যাইব, শুনিয়াছি সে দেশের পথ অতি দুর্গম। কি জানি, না ফিরিলেও ফিরিতে পারি, এই ভাবিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।

শরৎ বিস্ময়াপন্ন নেত্রে শান্তার মুখপানে চাহিয়া রহিল। শান্তাও নীরবে মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ বিলম্বে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি বাটীর সকলেই যাইবে?

শান্তা। হাঁ।

শরৎ শান্তার হস্ত ধরিয়া পুনরায় বসিতে বলিল। শান্ত। অগত্যা পুনরায় বসিল।

শরৎ। দেখ শান্তা! এত দিন হইল তোমার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শান্তা। আমার এমন কি ভাব আছে যাহা তোমার বুঝা আবশ্যক। আর তোমার সহিত যখনই দেখা হয়, তখনই এই কথা বলিয়া থাক।

শরৎ। দেখ শান্তা! আমার সংশয়ই আমার বিশ্বাসের শত্রু। যদি সংশয় না থাকিত তবে আর এ কথা বলিতাম না।

শান্তা। আদেখা অবস্থাই সংশয় আসে, দেখায় আসে না; হয়ত তুমি আমাতে এমন কিছু দেখিতে চাও, অথচ দেখিতে পাওনা তাই তোমার সংশয় হয়।

শরৎ। না শান্তা! আমি তোমার সকল অংশই দেখিয়াছি তথাপি কেন যে সংশয় আসে জানি নাই। মরিয়াও যেন বাঁচিয়া আছি, এ অবস্থা বড় ভাল নয়। হয় জয়, না হয় পরাজয়, দুয়ের একটা যাহা হউক হইলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহা এখনও হইতেছে না। এই নিমিত্তই সংশয় আসে।

শান্তা যতক্ষণ না মীমাংসা হয় আমার বোধ হয় ততক্ষণই ভাল; তবু আশায় প্রাণ বাঁচে। শান্তা এই কথা বলিয়া, শরতের মুখ পানে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। শরৎ তাহার হাসির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। শান্তা তাহার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—দেখ শরৎ! অনেক সময় দাদা মহাশয় বলিয়া থাকেন যে মিলন হইলে বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাই মনকে বুঝা-

ইয়াছি, যে বিচ্ছেদের জ্বালা যখন সহিতে হইবেই হইবে, তখন দর্শন আর অদর্শন উভয়েই সমান। যদি কখনও এ ব্যবধান ঘুচিয়া যায় তবেই দুঃখ ঘুচিবে, নচেৎ কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিয়াই যাইব, দৈঁত্তর হাসি হাসিয়াই কি লাভ।

শরৎ শান্তার কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, তবে কি তোমার দাদা মহাশয় আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে অসম্মত?

শান্তা এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং কপট ভাবে কহিল, আমি এ সব কথায় কিছুই উত্তর দিতে পারিব না। দাদা মহাশয় যাহার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিবেন তাহার সহিতই দিবেন; আমি তাহার কিছুই জানি না। তুমি যখন তখন এই বিবাহের কথা উত্থাপন কর; আমার ইহা ভাল লাগে না। পুতুল খেলার মত, মানুষের সহিত মানুষের বিবাহ দেখিয়া হাসি পায়; ইচ্ছা হয় এরূপ বিবাহের পূর্ব্বে যেন মৃত্যু হয়।

যখন শান্তা অলকাগুচ্ছে পরস্পর আঘাত করিতে করিতে এই সব কথা বলিতে ছিল, শরৎ তখন অবাক হইয়া, তাহার মুখ পানে চাহিয়াছিল। সে যদি শান্তার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিত তাহা হইলে বিবাহের প্রশ্ন তুলিত না, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারে নাই, এবং বুঝিবারও তাহার শক্তি ছিলনা, কারণ একজন মনুষ্য দুইকাজ করিতে পারে না। সে শান্তার মুখমাধুরীতে মুগ্ধ হইবে, না তাহার কথার ভাবার্থ বুঝিবে সুতরাং সে মধ্যে মধ্যে এক একটা বাঁধন হীন আলগা কথা বলিয়া ফেলিতেছিল।

শান্তা। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে আর তোমার সহিত এখানে থাকা লোকতঃ ভাল দেখায় না। এই বলিয়া শান্তা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সে অধিক দূর যাইতে পারিল না। পদে যেন শৃঙ্খল বাঁধা, পুনরায় শরতের নিকট আসিয়া কহিল, সন্ধ্যা হইয়াছে তুমিও চল।

শরৎ। আমি এখন যাইব না আর একটু বসিব।

এইরূপ উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে শান্তা শান্তা বলিয়া কে ডাকিল। শান্তা বুঝিতে পারিল, তাহার মাতামহী তাহাকে ডাকিতেছেন। সে আর তিলেক দাঁড়াইল না। গৃহাভিমুখে চলিল। শান্তাদের গৃহ নদীর উপকূলেই ছিল, সুতরাং অবিলম্বেই সে নিজগৃহে প্রবেশ করিল। শরৎও তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যখন আর শান্তাকে দেখিতে পাইল না, অগত্যা সে নিজ আলয়ে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

তীর্থযাত্রা।

অদ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য পুরুষোত্তম যাত্রা করিবেন "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই মূল মন্ত্র সাধনের নিমিত্ত স্বদেশ ত্যাগ করিবেন। কেবল এই মূল মন্ত্র সাধন করিতে যাইবেন এমন নহে, ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্তরে আর একটী

উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য এই—বহুদিন হইতে হৃদয়ের মধ্যে যে বদ্ধমূল শোক নিহিত আছে, যাহা এ পর্যান্ত কিছুতেই বিনাশ পাইতেছে না, সেই শোক হইতে অবসর নিবার তরেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছেন।

কে তাঁহাকে বলিল, তীর্থ দর্শনে যাইলে সমস্ত শোক হইতে তিনি অপসৃত পাইবেন?

কয়েক দিবস হইল তিনি কোন এক সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার দুঃখের কথা বলাতে, সেই সাধুই তাঁহাকে এই সন্ধান বলিয়াছেন; যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীতে আসিয়া ব্রহ্মময়ীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন, আমি দুই এক দিবসের মধ্যে পুরুষোত্তম যাত্রা করিব, তখন ব্রহ্মময়ী আপত্তি তুলিয়া কহিল, পুরুষোত্তম যাইয়া কি হইবে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন বৃন্দার শোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। ব্রহ্মময়ী বলিয়া উঠিল, আমার তো বিশ্বাস হয় না, যে তীর্থে যাইয়া শোক দূর হইবে। প্রাণের আগুণ নিভিয়া যাইবে, ব্রহ্মময়ীর কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর দিলেন—

যেখানে ভগবান স্বয়ং রহিয়াছেন, এবং তাঁহার নামের স্রোত যথায় বহিতেছে তথায় যাইলে যদি প্রাণ না যুড়ায়, তবে কোথায় জুড়াইবে? বিশেষতঃ তীর্থে অনেক সাধু সমাগম হইয়া থাকে, শাস্ত্রে বলে—সাধু দর্শনে শোক, তাপ সকলই দূর হয়। আরও দেখ নূতন দেশের নূতন দৃশ্য দেখিলেও মনে কতকটা শান্তি আসার সম্ভব।

ব্রহ্মময়ী স্বামীর ইচ্ছায় বাধা না দিয়া, যাইতে স্বীকৃত হইল।

বটে; কিন্তু সে মনে মনে কহিয়াছিল,—হরি, হরি, এ জীবনে কি বৃন্দার চাঁদপানা মুখ ভুলিতে পারিব? যাহা হইবার নয়, তাহার তরে ব্যস্ত হইলে কি হইবে।

বৃন্দা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র আদরের দুহিতা ছিল, যৌবনের প্রথম দিবসে সে শান্তাকে ব্রহ্মময়ীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া, চিরদিনের তরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। শান্তার পিতা, বৃন্দার বিরহ অসহ্য দেখিয়া, তাহার মৃত্যুর অল্প দিবস পরেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় কাতর, কারণ বৃন্দাকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন যাহাতে বৃন্দা তাঁহার চক্ষের অন্তরাল না হয় সেই নিমিত্ত তিনি একটী পিতৃ মাতৃ-হীন বালকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তাহাকে পুত্রের ন্যায় নিজ আলয়ে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। যদিও তিনি শান্তাকে পাইয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দার সুখ শান্তায় মেটে নাই। তাই তিনি বৃন্দার শোক ভুলিবার তরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্ত স্থির করিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ী, অর্থের অনাটন দেখিইয়া আপত্তি তোলাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর তৈজস পত্র বিক্রয় করিয়া যাইব এইরূপ বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মময়ী যখন দেখিল স্বামী একান্তই যাইবেন, তখন সে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ব্রহ্মময়ীর শুভ ইচ্ছায় একান্ত বাধা না দিয়া অগত্যা সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

এক্ষণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীক্ষেত্রে যাইবার তরে টাকার

সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও পাইলেন না, কেহ কর্জ্জও দিল না তথাপিও তাঁহার সঙ্কল্প টলিল না। তিনি তৈজস পত্র অর্দ্ধ মুল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। অর্থ সংগ্রহ হইবা-মাত্র তিনি পাণ্ডাকে ডাকাইয়া যাহাতে পর দিবসেই শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া হয় তাহারই আয়োজন করিতে বলিলেন। তাঁহার এত ব্যস্ত হইবার কারণ কি? তিনি জানিতেন শুভ কার্য্যে শতই বাধা। পাছে কিছুতে তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হয়, তাই তিনি এত ব্যস্ত। ভট্টাচার্য্যের অর্থ সংগ্রহে অনেক কষ্ট পাইতে হইল, কেন তিনি—একজন টোলা পণ্ডিত। তাঁহার এমন সম্পত্তি ছিল না, যে তিনি দশ টাকা ব্যয় করেন। যদিও তিনি অমর-পুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অমর-পুরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার অতি কষ্টে দিনপাত হইত। এক সময়ে যে প্রদেশ শিল্প, বাণিজ্যে, বিদ্যায় এবং বহুজনে সমুজ্জল ছিল, কালে তাহা নিভাইয়া দিয়াছে। অমরপুর এক্ষণে ভাঙ্গা হাটের অবশিষ্ট মাত্র। সকলই আছে, অথচ যেন কিছুই নাই। সেই আম্রবনের পর আম্রবন অমরপুরকে যেন ঘেরিয়া আছে কিন্তু পূর্ব্বের মত যত্নাভাবে সেরূপ ফল জন্মায় না। চাষী অভাবে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, স্থানে স্থানে শস্য যাহা জন্মায় তাহা অতি অল্প মাত্র। গ্রামস্থ ব্যক্তিরা রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে; পল্লীতে শিশুর হাস্যধ্বনি, যুবার পাঠধ্বনি এবং বৃদ্ধের দাবা খেলার কিস্তির ধ্বনি আর পূর্ব্বমত শুনা যায় না। শিল্পি কর্ম্মী আর সেরূপ উৎসাহ পূর্ব্বক কার্য্য করে না, ভগবান যেন ক্রুদ্ধ হইয়া অমরপুরের সম্পদ কাড়িয়া লইয়াছেন।

রাম রাম করিয়া রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র একে একে পল্লীস্থ লোকেরা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আসিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরুষোত্তম যাত্রা করিবেন, এই কথা শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত। নানাবিধ সদালাপে পল্লীস্থ লোকেরা তাঁহার সহিত প্রণয় বাড়াইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, শান্তার বিবাহ দিয়া যাইলেই ভাল হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কথায় উত্তর করিলেন, উপযুক্ত পাত্র না হইলে শান্তার বিবাহ দিব না মনস্থ করিয়াছি। আর একজন কহিল শরতের সহিত বিবাহের কি হইল। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, পাত্র ভাল না মিলে, অগত্যা শরতের সহিতই হইবে।

শরতের সহিত শান্তার বিবাহ দেওয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত নয়। সেই জন্যই তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন।

এইরূপে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে জগন্নাথের পাণ্ডা আসিয়া কহিল, আর সময় নাই উঠুন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সকলের নিকট বিদায় লইয়া সপরিবারে তীর্থ যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে কার।

স্বার্থির নিকটে স্নেহ মমতা কিছুই নাই, সে স্বকার্য্য সাধনে সদাই ব্যস্ত।

প্রচণ্ড রবিতাপে ধরণী ম্লানা; এবং কাতরা। এই দুই প্রহরের সময়, কেহই বাটী হইতে বহির্গত হইতে চায় না; কিন্তু যথায় অধীনতা তথায় শীত, গ্রীষ্ম কোন বাধাই খাটে না।

এই সময়ে শ্রীক্ষেত্রের পথ দিয়া এক দল যাত্রী যাইতেছে, সূর্য্যের উত্তাপে তাহারা অতিশয় কাতর; কিন্তু কে তাহাদের কাতরতার দিকে দৃষ্টি করিবে। যে তাহাদের নেতা, সে স্বার্থ সাধনে সদাই ব্যস্ত। যাত্রীদল ভয়ে তাহাকে কিছুই বলিতে পারে না। কারণ একে বিদেশ, তাহাতে পাণ্ডার মতানুযায়ী কার্য্য না করিলে সে রাগ করিবে। একে পাণ্ডা যাত্রীদলের নেতা, তাহাতে তাহার স্বদেশ, এবং জগন্নাথের খাস-পাণ্ডা; সুতরাং তাহার দর্পের আর সীমা নাই। কাহার সাধ্য; তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহরে অত্যাচারের কথা বলে। যাত্রীদল আর চলিতে পারে না। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিতেছে, বৃক্ষের ছায়ায় তাহারা বসিতে চায়; কিন্তু পাণ্ডা তাহা বসিতে দেয় না। কলের পুতুলের ন্যায়, তাহাদের উপর পাণ্ডা আপন ইচ্ছা চালাইতেছে। যাত্রীদল অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, তাহার সঙ্গে যাইতেছে। কিন্তু আর যাতনা সহ্য হয় না শাস্তার চাঁদপানা-মুখ খানি শুকাইয়া গিয়াছে, সে কাতরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিল,—

দাদা মহাশয়? আর আমি চলিতে পারি না, পিপাসায় বুকের ছাতি শুকাইল, একটু জল দেও নহিলে মরি!

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শাস্তার কাতরতা দেখিয়া পাণ্ডার নিকট জল ভিক্ষা চাহিলেন। পাণ্ডা উৎকল ভাষায় বিকৃতি স্বরে কহিল,—

অপেক্ষা কর, আর অল্প দূর আছে চটির, কিন্তু শান্তা আর চলিতে পারে না। তাহার পা দুখানি কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, সে এক বৃক্ষ মূলে বসিয়া পড়িল। পাণ্ডা তাহা দেখিল, তাহার—অসহ্য যন্ত্রণাও বুঝিতে পারিল, কিন্তু এমনি মর্ম্মহীন ব্যক্তি, ক্ষণেক অপেক্ষা না করিয়া, শান্তার মুখের দিকে না তাকাইয়া, কর্কশ স্বরে শান্তাকে কহিল—

উঠ্ উঠ্ আর বসিতে হইবে না। এরূপ ব্যবহারে শান্তার চক্ষে জল আসিল। সে সজলনেত্রে পাণ্ডার দিকে চাহিল, পাণ্ডা তাহার চক্ষের জলের মূল্য বুঝিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া; পাণ্ডাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু বাঘের ডাকে সিংহ ডরায় না, পাণ্ডা তাহাকে দুই চারিটি কঠিন কথা বলিল। যদি সেই কথা গুলি পাণ্ডা বাঙ্গালা ভাষায় বলিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মহাদ্বন্দ্ব বাধিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদিও তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহার স্বর-ভঙ্গি ও মুখ-ভঙ্গি দ্বারায় বুঝিলেন, পাণ্ডা রাগ করিয়াছে। যাত্রীর মধ্যে অনেকে পাণ্ডার পক্ষে সায় দিল, সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, পাণ্ডার মতে চলিতে হইল। পরিশ্রান্তা শান্তাও তাহার মাতামহীর স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিল।

শ্রীক্ষেত্রের পথে পান্থনিবাস একে বিরল; তাহাতে সেই দুর্গম পথের ধারে এমন কোন বসিবার স্থান নাই যথায় পথিকেরা বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। পার্শ্বে স্থানে স্থানে আম্রবন এবং পথের ধারে ধারে দুই একটা অন্যান্য বৃক্ষও আছে বটে কিন্তু সেই সেই স্থল এত অপরিষ্কার যে তথায়

বসিতে ঘৃণা বোধ হয় সুতরাং কেহই তথায় বসে না; একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে মধ্যাহ্ন সময়, এরূপ স্থলে পথিকদিগের কষ্ট স্বতই হইয়া থাকে।

প্রহরের পর প্রহর, প্রচণ্ড সূর্য্যতাপের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল; কাতরা শাস্তা অবশেষে এক পান্থনিবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথায় একটী সামান্য দোকান আছে, তাহার এক পার্শ্বে পান্থরক্ষক সতিলককৃষ্ণবর্ণের মুখখানি গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে; এবং তাহার পার্শ্বে কুষ্মাণ্ডাকৃতি তমিস্রবর্ণা আন্দোলিতনথপরিশোভিতনাসা, বাকচতুরা পান্থ-রক্ষয়িত্রী সম্মুখে চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কী, চাউল, দাউল প্রভৃতি ক্ষুন্নিবারণোপযোগী বিবিধ পথিকপ্রাণহারী সামগ্রী সজ্জিত রাখিয়া নানা ছলেবলে পথিকদিগের ধন প্রাণ হরণে নিযুক্ত রহিয়াছে। আর এক পার্শ্বে খানিক পরিসর স্থানে দুই একটী উনান এবং দুই এক খানি চেটাই পড়িয়া আছে। পাণ্ডা তথায় প্রবেশ করিয়া যাত্রিদলকে ভিতরে আসিতে বলিল। পাণ্ডার কথা মত সকলেই তথায় আসিল, কাতরা শাস্তা দোকানে আসিয়া আঃ প্রাণ জুড়াইল বলিয়া শয়ন করিল। অল্পক্ষণ বিলম্বে উঠিয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহাকে কেবল জল খাইতে দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় চারিটী মুড়ি মুড়কি ও খানিকটা গুড় খাইতে দিলেন। শাস্তা তাহা খাইল। যাত্রিগণ সকলেই রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এই অবসরে শাস্তা-দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া, চটির সম্মুখে এক বৃক্ষের তলে, লিখিতে বসিল। সে কোথায় পত্র লিখিবে? অমর পুরে তাহার কে আছে? সকলেই ত তাহার সঙ্গে আসি-

রাছে। তবে কাহাকে লিখিবে? কই শরৎ ত আসে নাই শান্তার জীবনের একমাত্র সখা শরৎ; তাহাকেই লিখিবে। কি লিখিবে? লিখিবে শ্রীক্ষেত্রের পথের কষ্টের কথা। শান্তা লিখিতে বসিল। লেখা সাঙ্গ হইতে না হইতে, তাহার উদর বেদনা করিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম ফেলিয়া, পার্শ্বস্থ এক বনের ভিতর যাইল। সেখানে কেবল ভেদ্ হইল না, বমিও হইল। এত অধিক পরিমাণে হইল, সে আর উঠিয়া আসিতে পারে না। সেইখান হইতে সে দিদিমাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার মাতামহী দ্রুতপদে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইয়া, শান্তাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া আনিলেন। চটির ভিতর লইয়া যাইতে যান, কিন্তু দোকানদার আসিতে নিষেধ করিল এবং পাণ্ডাও নিষেধ করিল। এ অসময় তাহারা স্থান দিল না কেন? আমরা বলি, তাহারা যে যুক্তি দেখাইতেছে, তাহা অতিশয় সঙ্গত। কারণ, একে ছোট গৃহ তাহাতে অনেক যাত্রী; তাহার মধ্যে রোগী লইয়া যাওয়া উচিত নহে। তাহাতে শান্তার রোগ সংক্রামক। অগত্যা ভট্টাচার্য্য মহাশয় শান্তাকে সন্নিকটস্থ বৃক্ষের তলে শয্যা পাতিয়া শোয়াইলেন। শান্তা জল দে দে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শান্তার ভাব দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দুর্গম পথের নিকটে কোন চিকিৎসক নাই যে তাহাকে ডাকিয়া দেখান্; চতুর্দ্দিক মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, এক খানিও গ্রাম দেখা

যাইতেছে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাকুল হইয়া, পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং তাহার হাত ধরিয়া, কহিলেন, আমাকে রক্ষা কর? চিকিৎসক কোথায় আছে বল, আমি সে স্থানে যাই।

পাণ্ডা। তাই ত—চিকিৎসকের বাটী বড় নিকট নয়, এই খান থেকে প্রায় দুই ক্রোশ হবে, আমি ত যাইতে পারিব না। এই দোকানীকে লইয়া যাও, কিন্তু ইহাকে কিছু দিতে হইবে।

দোকানী সুবিধা বুঝিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে যতই অনুরোধ করেন, দোকনী কিছুতেই রাজি হয় না। যে স্থানে সে, দিনের মধ্যে সাত বার আনা গোণা করে, অদ্য সুবিধা বুঝিয়া, দুই টাকার কম যাইতে রাজি হইতেছে না। অগত্যা ভট্টাচার্য্য নহাশয় তাহাই দিতে স্বীকার পাইলেন। দোকানী তখন দ্রুতপদে গিয়া,—চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিল, চিকীৎসক আসিয়া নানা প্রকার ঔষধি দিতে লাগিল। কিন্তু শান্তার উপশম হইল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসক অবশেষে একটী বিষ বটিকা বাহির করিয়া,—তাহার অর্দ্ধেক শান্তাকে খাওয়াইয়া দিল। এবং যাইবার কালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিয়া গেল,—যদ্যপি ইহাতে ইহার দেহ না উষ্ণ হয়, তাহা হইলে বাকি অর্দ্ধেক খাওইয়া দিবে। তাহা হইলেও যদি উষ্ণ না হয়, তবে জানিও শিবের অসাধ্য—। শান্তা এখন অনবরত ঘামিতেছে, এবং তাহার হস্তপদে খিল ধরিতেলছ মধ্যে মধ্যে সে জল দে দে বলিতেছে। তাহার দিদিমা জল দিতেছেন কিন্তু কিছুতেই পিপাসা নিবারণ হইতেছে না।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, সারাদিন উপবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পত্নী শান্তার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছেন। যাত্রীর মধ্যে কেহই সহানুভূতি করিল না। রজনী ক্রমে অধিক হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অন্ধকার রজনীতে শান্তা বৃক্ষতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একবার পাণ্ডা আসিয়া তদারক করিতে লাগিল। শান্তার শরীর উষ্ণ হইল না দেখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ বটিকা খাওয়ান হইল। এখন শান্তার আর বাক্‌শক্তি নাই, বিষে তাহার অঙ্গ জর জর হইয়াছে। তাহার চৈতন্য সত্বেও সে জড়ের মত পড়িয়া আছে। এইরূপে রজনী প্রভাত হইল। পাণ্ডা যাত্রী দলদের জাগাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন পাণ্ডা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া তাহাকে একদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, পাণ্ডা তাহা শুনিল না।

সে কহিল অপেক্ষা করিলে চলিবে না, এস্থানে দুই দিন অপেক্ষা করিলে ঠিক সময়ে পুরীতে পৌঁছাইতে পারিব না। আর আপনার নাৎনী নিশ্চয় বাঁচিবে না, ইহার মায়া করিতে গেলে, জগন্নাথ দর্শন হইবে না।

এইরূপে পাণ্ডা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই শান্তাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে রাজি নহেন; কিন্তু পাণ্ডা তাহাকে ফেলিয়া যাইবে এই ভয় দেখাইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শান্তার অবস্থা দেখিয়া, বুঝিলেন যে সে নিশ্চয়ই বাঁচিবে না, আর যদি অপেক্ষা করি সঙ্গী পাইব না। অগত্যা তিনি শান্তাকে ফেলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শান্তার মাতামহী কিছুতেই রাজি হইলেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া, অবশেষে রাজি করাইলেন।

সেই জন শূন্য প্রদেশে শান্তাকে একাকী ফেলিয়া গেল। শান্তার জ্ঞান আছে, সে বুঝিতে পারিল যে, সকলে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহার শক্তি নাই যে, তাহাদের নিষেধ করে। অগত্যা তাহাকে সেই দুর্গম পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

দৈব সখা।

বিধি লিপি কে খণ্ডাইতে পারে? শান্তা সেই দুর্গম পথের ধারে পড়িয়া রহিল, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে ফেলিয়া অক্লেশে চলিয়া গেল। সংসার নিজ মূর্ত্তি দেখাইল। শান্তা মনে মনে বুঝিল কেহ কারো নয়; যদি আপনার হইত,তবে কি এরূপ অবস্থায় আমাকে ত্যাগ করিত, কখনই নহে। পূর্ব্ব হইতে শান্তার এখন চৈতন্য অধিক হইয়াছে। কিন্তু বাক্য ও অঙ্গ চালনের কিছু মাত্র শক্তি নাই! সে জড়ের ন্যায় পূর্ব্বের মত পড়িয়া আছে, কিন্তু মন তাহার জড় নহে যতই অল্প অল্প সুস্থ হইতেছে, তাহার সহিত তাহার চিন্তা শক্তি ততই বাড়িতেছে শান্তা যখন ভাবিল, তাহার পিতামহ পিতামহী অতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে, সেই সময়ে শান্তার আর একটী "নূতন ভাবনা আসিয়াছিল। সে ভাবনা কি? শান্তা ভাবিল,

যদি আমি শরতের সহিত আসিতাম, শরৎ কি এইরূপ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিত। শান্তা এই কথা যত বার ভাবে তাহার ভিতর হইতে না, না, এই ধ্বনি বারম্বার উঠিতে লাগিল। শান্তা আপনা আপনি বলিতে লাগিল। ঠিক, ঠিক, ঠিক, যদি কখন বাঁচিয়া উঠি এবার দেখাইব, কেমন ক'রে আপনার হইতে হয়।

শান্তা রোগ শয্যায় পড়িয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছে। বিপদের উপর বিপদ, দুর্ভাগ্য কখন একেলা আসে না। শান্তা দেখিল দুই তিনটী শৃগাল তাহাকে খাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে, তাহার পদে বা হস্তে এমন বল নাই যে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ভয়ে শান্তার প্রাণ শুকাইয়া গেল, সেই অসহায় অবস্থায় শান্তা কি করিবে কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। শৃগালেরাও ক্রমে শান্তার শরীর আঘ্রাণ করিতে লাগিল। শান্তা ভয়ে আরও ভীত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, আশ্রয় দাতার নিকট আশ্রয় চাহিতে লাগিল; মহিমার শক্তি কে বুঝিতে পারে? ইতি পূর্ব্বেই আকাশে এক খণ্ড মেঘ উঠিয়াছিল, এক্ষণে সেই মেঘে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল, শুধু বৃষ্টি নহে, তাহার সহিত অল্প অল্প ঝড়ও ছিল। প্রবল বৃষ্টির বেগ দেখিয়া শৃগালেরা পলাইল, শান্তাও সান্ত্বনা পাইল।

ক্রমে বৃষ্টি এত অধিক হইল যে, শান্তার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়া গেল শান্তা সেই জলে পড়িয়া রহিল উঠিবার শক্তি নাই যে কোথাও পলাইয়া যায়, কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে শান্তা পড়িয়া রহিল ক্রমে সন্ধ্যা হইল বৃষ্টিও থামিয়া গেল। শান্তার শরীরে হঠাৎ বল আসিল সে দেখিল তাহার হস্ত পদ নাড়িতে

পারিতেছে ক্রমে কথা কহিবার চেষ্টা করিল কথা কহিতে পারিল, কিন্তু এখনও এমন শক্তি হয় নাই যে, সে দোকানে গিয়া আশ্রয় লয়; কি করিবে কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে আবার পাছে শৃগাল আসে এরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় শান্তা শুনিল কে বলিতেছে—

"কালী তারা শিব সুন্দরী" শান্তা দেখিল আলো হস্তে দুই জন ব্যক্তি সেই বৃক্ষতলে আসিল যাহার হস্তে আলো ছিল সে শান্তাকে দেখিয়াই দুই পদ পিছাইয়া গিয়া কহিল।

স্বামীজী ওখানে যাইবেন না, ওখানে একটা মড়া আছে।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে কহিল ভয় নাই আলো আন, তাহার কথায় সেই ব্যক্তি আলো লইয়া নিকটে আসিল বটে, কিন্তু ভয়ে তাহার অঙ্গ কাঁপিতেছে, শান্তা আলোকে দেখিল এক দীর্ঘ কায় ব্যক্তি পরিধানে তাহার গৈরিক বস্ত্র, কণ্ঠে এক রুদ্রাক্ষের মালা, চক্ষু দুটী রক্তিমা বরণ, ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা, লম্বিত কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু, এই রুদ্র মুর্ত্তি দেখিয়া শান্তা চক্ষু মুদিল, শান্তাকে চক্ষু মুদিতে দেখিয়া তখন স্বামীজী কহিলেন—

কে তুমি? ভয় নাই উত্তর কর।

শান্তা নিরুত্তর, চক্ষু মুদিয়া পূর্ব্বমত রহিল পুনরায় স্বামীজী কহিলেন—

কে তুমি বল ভয় নাই আমার দ্বারা তোমার উপকার বই অনুপকার হইবে না।

তবুও শান্তা নিরুত্তর;স্বামীজী নিরুত্তর দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না তখন তিনি সেই আলোক ধারীকে কহিলেন।

সিদ্ধেশ্বর! তুমি উহার গাত্রে হাত দিয়া দেখ দেখি জীবিত আছে কি না?

সিদ্ধেশ্বর ভয়ে জড় সড় হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, স্বামীজী যখন তাহাকে গাত্রে হাত দিয়া দেখিতে বলিলেন তখ-নই তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু স্বামীজীর আজ্ঞা তিনি লঙ্ঘন করিতে পারে না। ভয়ে ভয়ে চকিতে হাত দিয়াইকহিল, স্বামীজী এ মরিয়া গিয়াছে।

স্বামীজী। আমার বোধ হয় এ মরে নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, তুমি ভাল করিয়া দেখ।

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা আমার বোধ হয় ও দানা পাইয়াছে কারণ আপনার মুখে যেরূপ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীর গল্প শুনিয়াছি তাহারাওত মানুষ মারিবার জন্য এই রকম করিয়া পড়িয়া থাকে।

স্বামীজী সিদ্ধেশ্বরের সাহস ও ভজন পূজনের বল ভালরূপ জানিতেন সুতরাং তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া স্বয়ং শাস্তার গাত্রে হস্ত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন শাস্তা জীবিত আছে তখন তিনি সিদ্ধেশ্বরের নিকট হইতে আলোক লইয়া স্বয়ং পান্থরক্ষককে ডাকিতে গেলেন, দুই চারি ডাকেই দোকানী সাড়া দিল। সে স্বামীজীর স্বর বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সাড়া দিয়াছিল নচেৎ কখনই দিত না। দোকানী তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া স্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক আহ্বান করিল স্বামীজী প্রবেশ করিলেন না, ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে তাহার সহিত আসিতে কহিলেন; তখন স্বামীজী, দোকানী ও সিদ্ধেশ্বর তিন জনে ধরা ধরি করিয়া শাস্তাকে

দোকানের ভিতর আনিল, এবং নানাবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিল অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্তা চক্ষু মেলিল, তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া স্বামীজী নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন শান্তা শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় এবং কিরূপে এ দশা হইল তাহা সমস্ত একে একে বলিতে লাগিল।

স্বামীজী যখন শান্তার পরিচয় পাইলেন, তখন তাহার মুখের ভাবান্তর হইয়াছিল; এবং দেখিলে বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি অমরপুরের বিষয় বিশেষ জানিতেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বামীজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে শান্তাকে অভয় দান করিয়া কহিলেন—

এক্ষণে আর তোমার ভয় নাই আমি তোমাকে পুরীতে লইয়া যাইব এবং তোমার মাতামহের অন্বেষণ করিব। যদি কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অমরপুরে তোমায় নিশ্চয় পাটাইয়া দিব, কিন্তু বিলম্ব হইবে।

শান্তা স্বামীজীর কথায় আশ্বাসিত হইয়া তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িল, স্বামীজী শান্তাকে "তারা তোমাকে রক্ষা করুণ" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, শান্ত অবগুণ্ঠন দিয়া বিছানায় এক পার্শ্বে শুইয়া রহিল স্বামীজী শান্তার এরূপ ভাব দেখিয়া কহিলেন—

হ্যাঁগা শান্তা! বাপের কাছে কি মেয়ের লজ্জা করা উচিত?

শান্তা আর অবগুণ্ঠন রাখিল না খুলিয়া ফেলিল।

স্বামীজী তখন দোকানী ও সিদ্ধেশ্বরকে সেই রাত্রেই ডুলি আনিতে পাঠাইলেন।

তৎপরে তিনি বাহিরে আসিয়া "কালী তারা শিবসুন্দরী বলিতে বলিতে পদ চালনা করিতে লাগিলেন। সেই গভীর রজনীতে, সেই জনশূন্য প্রদেশে, শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে যখন মা মা শব্দে গীত করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গান যে শুনিয়াছে তাহারই চক্ষে জল আসিয়াছিল। মাতৃহীনা শান্তার চক্ষেও জল আসিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ভাবাশ্রু পরিক্ষেপের অধিক অবকাশ হইল না; অনতি বিলম্বে শিবিকা আসিয়া পড়িল। স্বামীজী শান্তাকে লইয়া চলিলেন। কোথায় চলিলেন তাহা তিনিই জানেন আমরা কি বলিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনোবিকার।

দুঃখের বার্ত্তা বাতাসে বহে। শান্তার সংবাদ অমরপুরে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে ইতিপূর্ব্বেই শরতের মনে কুগাইয়া ছিল। কয়েক দিন হইতে তাহার মনে শান্তি নাই। এবং আহার নিদ্রার সুখ নাই। সে সর্ব্বদা নদী তীরে, অথবা কোন নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়া থাকে, কেবল বসিয়া থাকে না, পুরুষ হইয়া নারীর মত কাঁদিয়া থাকে। তাহার মন যেন শান্তার দুর্ঘটনার বিষয় জানিয়া ছিল; কিন্তু এ জানা নিশ্চয়াত্মক নহে কেবল অনুভূতি, অথবা অপ্রকাশ্য সত্যের আভাষ মাত্র। ইহাতেই শরৎ বড় চিন্তিত হইয়াছিল।

এক্ষণে অমরপুরে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁহার বন্ধুকে পত্র

লিখিয়াছেন, সেই পত্রে শান্তার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া দেন। সেই কথা ক্রমেই গ্রামে প্রচার হইল, বজ্রের সমান শরতের বক্ষে আঘাত করিল। অদ্য শরৎ যখন শুনিল শান্তা আর ইহলোকে নাই; নিষ্ঠুর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাহাকে জীয়ন্তে বিসর্জ্জন দিয়াছে। শরতের চক্ষের জল প্রবলে বহিতে লাগিল,সে ছুটিয়া নদী-তীরে আসিল; সেই নির্জ্জন নদী তীরে শরৎ, শান্তা, শান্তা বলিয়া কত কাঁদিতে লাগিল তাহার সকরুণ কণ্ঠধ্বনী নৈশাকাশকে ছাইয়া ফেলিলায়, দিগ্‌দিগান্তর প্রতিধ্বনীত হইতে লাগিল। শরৎ রমনীর ন্যায় কখন ভূতলে, কখন নদীজলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সে জনশূন্য স্থানে এমন কেহ নাই যে, তাহাকে সান্ত্বনা করে। কেবল ক্ষীণস্রোতা সরস্বতী কুল-কুলস্বরে শরতের চরণ স্পর্শ করিতেছে; যেন বলিতেছে শরৎ কাঁদিও না, ফুঁপিও না, পুরুষ হইয়া নারীর মত কার্য্য করিও না। যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই সে প্রেমই নয়, যাতনাই প্রেমের অঙ্কুর। তুমি ধৈর্য্য ধর, শান্তার প্রেমে যোগী হও; আর তাহা যদি না হইতে পার, আমাতে ডুবিয়া মর। দেখ আমার মত তুমি যদি এক দিনও জ্বালা সহিতে, না জানি কি করিতে বলিতে পারি না। দেখ সিন্ধু কত দূরে বাস করে, আমাতে তাহাতে নিত্যই বিচ্ছেদ, নিত্যই মিলন। এই দেখ আমার ছোট ছোট তরঙ্গের হাত দুটী তুলিয়া আকুল হইয়া সিন্ধুর দিকে ছুটিতেছি। কলকল স্বরে হা সিন্ধু! হা সিন্ধু! বলিয়া কাঁদিতেছি, প্রাণে সুখ আছে, আমি জানি একদিন না এক দিন সিন্ধুর সহিত মিলন হইবেই হইবে; তাই বলি তুমি ধৈর্য্য ধর, যদি প্রেমের যোগ থাকে তবে ইহলোক,

নহে, পরলোকে শান্তার সহিত তোমার মিলন হইবেই হইবে।

সরস্বতী অস্ফুট স্বরে কত কি কহিল; কিন্তু কে শোনে। তাহার কথা শূন্যে মিলাইয়া গেল, শরতের কানে পৌহঁছাইল না, শরৎ ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া শান্তা! শান্তা! রবে কাঁদিতেছে। শরৎ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইল অনিমিষ নেত্রে শূন্যপানে কি দেখিতে লাগিল; তাহার দৃষ্টি যেন পরলোকের দ্বার ভেদ করিয়া চলিতেছে। সে এবার হাসিয়া কহিল, শান্তা! তোমায় দেখিয়াছি; আর জ্যোতির মধ্যে তুমি লুকাইও না, তোমার সুন্দর কান্তি আর চক্ষের আড়ালে রাখিও না।

শরতের চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে আবার কহিল—

শান্তা! তুমি লুকালে? চির দিনের তরে তুমি লুকালে? বক্ষের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিলে, জানি না কি দোষে শরৎকে ফেলিয়া গেলে, শুধু ফেলিয়া গেলে না, চির দিনের তরে কাঁদাইয়া গেলে।

শরৎ এবার হা, হা, বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে বলিয়া শান্তার গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেল। সেই শূন্য গৃহের দ্বারে শান্তা! শান্তা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কে আছে যে, তাহাকে সাড়া দিবে। ক্ষিপ্ত শরৎ তবুও ক্ষান্ত হইল না, দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোরের ভয়ে দরজা বেশ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন তাই ভাঙ্গিল না; নচেৎ ভাঙ্গিয়া যাইত; এইরূপে কিছুক্ষণ পরে শরৎ ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অচৈতন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ রহিল।

অবস্থার কখন কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা কে বলিতে পারে? শরৎ এবার প্রকৃতরূপ ক্ষিপ্ত হইল। সে লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কখন যোড় হস্তে চুপ্ চুপ্ স্বরে শূন্যপানে চাহিয়া কত কি কহিতে লাগিল; কখন নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল; এইরূপে তাহাতে ক্ষিপ্ততার লক্ষণ প্রকাশ হইতে লাগিল। রজনীও ক্রমে গভীর হইয়া আসিল, জীব জন্তু সবাই নিদ্রিত, ধরণীর বক্ষে একজনও জাগ্রত নাই; জাগ্রতের মধ্যে অনন্ত নৈশাকাশে অগণণ তারকা-বৃন্দ এবং ক্ষীণ-স্রোতা সরস্বতী আর এই ক্ষিপ্ত শরত, ইহারাই যেন অদ্যকার রজনীর অভিনয় সাঙ্গ করিবে।

শরতের নেত্র হঠাৎ নৈশাকাশের দিকে ফিরিল। সে দেখিল অগণণ নক্ষত্রের মধ্যে শান্তা বসিয়া রহিয়াছে; তাহার সম্মুখে দেবমন্দির, সেই মন্দিরের মধ্যে কালী মূর্ত্তিকে একজন দীর্ঘাকার ব্যক্তি বসিয়া পূজা করিতেছে। শান্তা, যোড়হস্তে সজল নেত্রে যেন শরতকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। শরত, এই ছবি দেখিয়া শান্তা! শান্তা! বলিয়া চীৎকার করিল, শুধু চীৎকার করিল না, সে নক্ষত্রের দিকে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। পুনরায় শরতের মুখ শুখাইয়া গেল, সে আর এক চিত্র দেখিল। হঠাৎ তারকা মধ্যস্থিত কালীমন্দির এক অট্টালিকায় পরিণত হইল। শান্তা সেই অট্টালিকার এক গৃহ মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কাঁদিতেছে, তাহার সম্মুখে একজন বরশয্যায় সাজিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে। শান্তা ভয়ে কাঁপিতেছে, এবং শরত! শরত! বলিয়া ডাকিতেছে; এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া

শরত চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং ভয় নাই শান্তা, ভয় নাই, এই বলিয়া শান্তাকে অভয় দান করিতে লাগিল। কখন শরৎ প্রস্তর লইয়া নক্ষত্রের দিকে ছুড়িতে লাগিল; এইরূপেই কিছুক্ষণ কাটিতে না কাটিতে শরত আর এক চিত্র দেখিতে পাইল। দেখিল তারকার মধ্যে সরস্বতী নদী বহিয়া যাইতেছে, সে নদীজলে অর্দ্ধ বক্ষ ডুবাইয়া, শান্তা শরতের নিকট চির বিদায় চাহিতেছে;

শরত তাহাকে ধরিতে যাইল; কিন্তু ধরিতে পারিল না। অগাধ জলে শান্তা ডুবিয়া গেল। শরতের চক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য হইল, সে আর নদীতীরে দাঁড়াইতে পারিল না; আপন গৃহাভিমুখে ছুটিল, রজনীও ক্রমে প্রভাতা হইয়া আসিল উষার সঙ্গে সঙ্গে অমরপুরের এক এক করিয়া সকলে জাগিয়া উঠিল। শরতের আপনার আর কেহই ছিল না একমাত্র বিধবা ভগ্নি ছিল; অল্প বয়সেই শরত মাতৃহীন হইয়াছিল এবং তাহার পিতা শ্রীধর ভট্টাচার্য্যও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। অমরপুরে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুর বাড়ীও ছিল। মনুজা যখন শরতকে পিতৃমাতৃহীন হইতে দেখিল; তখন সে শরতকে নিজের বাটীতে আনিয়াছিল। শরতও সেই অবধি অমরপুরে ভগিনীর বাটীতে আছে। মনুজার আর কেহ ছিল না, স্বামীর বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল; সে মনে করিয়াছিল শরতকে সমস্তই দিবে; সেই নিমিত্ত সে শরতকে কাছছাড়া করিত না। শরতও মনুজাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। প্রভাতেই মনুজা উঠিয়া দেখিল শরত ক্ষিপ্তের ন্যায় বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনুজা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?"

শরত, হা হা, করিয়া হাসিয়া কহিল। দিদি তুমি কি বুঝিবে, আমি কেন ঘুরিতেছি একথা বলিতে যাইলে আকাশ পাতালের দুয়ার খুঁলতে হয়।

দনুজা শরতের ভাব ভঙ্গি ও কথার স্বরে ভীত হইল, সে বুঝিতে পারিল না শরত কেন এমন করিতেছে।

দনুজা। শরৎ তোর্ কি হইয়াছে, কেন তুই এমন করিয়া কথা কহিতেছিস্।

শরত পুনরায় হাসিয়া কহিল।

দিদি! তুমি কি বুঁঝিবে? রাজার ঘরে সিঁদ হইয়াছে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া মাণিক চুরী হইয়াছে, তাই আমি চোরের খোঁজ করিতেছি।

এবার দনুজা শরতের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল, শরত পাগল হইয়াছে, তাহার চক্ষে আর জল ধরিল না সে কাঁদিতে কাঁদিতে পার্শ্বস্থ বাটীর দুই এক জনকে ডাকিতে লাগিল। শরত তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া এক ইষ্টক লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। দনুজা ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, এবং চীৎকার করিয়া পল্লিস্থ লোকদের ডাকিতে লাগিল। শরত দ্বার ভাঙ্গিয়া দনুজাকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইল, হাঁকা হাঁকি ডাকাডাকি, শব্দে পল্লির লোকেরা ক্রমে দনুজার বাটীতে সকলে আসিল; আসিয়া দেখিল শরৎ ইষ্টক হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তাহারা শরৎকে কি হইয়াছে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে আবার সেই কথা বলিয়া ইষ্টক হস্তে তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইল। শরত যে পাগল হইয়াছে এই কথা বুঝিতে

কাহারও বাকী রহিল না, সকলেই বেড়িয়া শরতকে ধরিয়া ফেলিল, এবং রজ্জুতে বাঁধিয়া তাহার মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল; কিছুতেই শরতের ক্ষিপ্ততা কমিল না। দমুজা সেই দিনই মুকুন্দা হইতে কবিরাজ আনিয়া চিকিৎসা করাইবার বন্দোবস্ত করিলা; সুবিখ্যাত চিকিৎসক নানাবিধ ঔষধ দিল, তবুও শরতের ক্ষিপ্ততা কমিল না। বরঞ্চ দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দমুজার চক্ষে জল আর ধরে না; প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসা করিতেছে কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। শরত আর সারিল না, এইরূপ চিন্তায় দিন দিন দমুজা মগ্ন হইতে লাগিল।

অদ্য শরত হঠাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া পথে ছুটীতেছে! সে যখন বাটীর বাহির হইয়াছিল তখন দমুজা তাহা জানিত না। সেই গভীর রাত্রে শরত কোথায় ছুটিয়া গেল, কে জানে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ পুরী।

শাস্তার শিবিকা আসিয়া এক গভীর বনের পার্শ্বে দাঁড়াইল সেই ঘন অন্ধকার পূর্ণ বনের মধ্যে যাইবার, পথ বেহারারা জানিত না। যত দুর দৃষ্টি হয় বনটি সাল, তমাল ও নানাবিধ বৃক্ষে বেরিয়া রাখিয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়,

বনটী অন্ধকারের আবাস ভূমি কিন্তু তাহা নহে। শিবিকার বেহারা স্বামীজীর অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি আসিলেন। সেই দুর্গম বনের মধ্যের পথ, তিনি এবং তাঁহার শিষ্যেরাই জানিতেন; এতদ্ভিন্ন অন্যে জানিত না। বনমধ্যে প্রবেশের পথটী, বাহির হইতে দেখিলে একটি লতা গুল্ম আচ্ছাদিত স্থান বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহা নহে; স্বামীজি যখন সিদ্ধেশ্বরকে প্রবেশের দ্বার খুলিতে বলিলেন তখন দেখা গেল সেটী লতা গুল্ম আচ্ছাদিত একটী অর্গলমাত্র। দ্বার খোলা হইলে স্বামীজি শান্তাকে শিবিকা হইতে নামিতে কহিলেন দুর্ব্বলা শান্তা শিবিকা হইতে নাবিল, এবং ধীরে ধীরে স্বামীজির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বন মধ্যে চলিল। কিছু দূর অন্ধকারে অন্ধকারে বৃক্ষের তল দিয়া যাইতে যাইতে, শান্তা ক্রমে আলো দেখিতে পাইল; আরও কিছু দূর গিয়া একটী অট্টালিকা ও তাহার পার্শ্বে একটী দেবমন্দির দেখিতে পাইল; কিন্তু বন এমনি দুর্গম, এবং পথ এমনি বক্র, যে কাহার সাধ্য যে সহসা সেই বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। শান্তা বক্র পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন বৃক্ষের তল দিয়া, কখন লতা গুল্ম আচ্ছাদিত স্থান দিয়া ক্রমে স্বামীজির সহিত সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। স্বামীজি গুরুমা গুরুমা বলিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন; ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল অপেক্ষা কর যাইতেছি।

দ্বার খুলিতে বিলম্ব দেখিয়া দুর্ব্বলা শান্তা আর দাঁড়াইতে পারিল না অমনি ভূতলে বসিয়া পড়িল; স্বামীজি তাহার কাতরতা দেখিয়া পুনরায় গুরু মা! গুরু মা! বলিয়া দ্বারে আঘাৎ

করিলেন। এবার দ্বার খুলিল; শান্তা দেখিল যিনি দ্বার খুলিলেন তিনি একজন বৃদ্ধা রমণী, তাহার মস্তকে আপাদ লম্বিত শুভ্র জটাভার, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ত্রিশূল, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, গম্ভীরা, অচলা, দেখিলেই মনে হয় আনন্দময়ী মূর্ত্তি।

স্বামীজি তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পদ ধূলি লইয়া মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

"তারা তোমার মঙ্গল করুন" এই বলিয়া গুরুমা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শান্তাও স্থির থাকিতে পারিল না, সেও অমনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পদধূলি মস্তকে লইল।

"তারা পদে তোমার মতি হউক" এই বলিয়া গুরুমা তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বামীজির দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মেয়েটী কে?

স্বামীজি। এ মেয়েটীর নাম শান্তা, ইহাকে ইহার মাতামহ এবং মাতামহী রুগ্ন অবস্থায় পথের ধারে ফেলিয়া পুরুষোত্তমে চলিয়া গিয়াছে, আমি সেই পথ দিয়া আসিতে ছিলাম, দৈবযোগে আমার সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইল; সুতরাং ইহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করিবেন।

গুরুমা। উত্তম কার্য্য করিয়াছ, এ কার্য্যের নিমিত্ত তারা তোমার পুরস্কার করিবেন। স্বামীজি যখন দেখিলেন শান্তার বসিতে কষ্ট হইতেছে তখন তিনি তাঁর গুরুমাকে কহিলেন, মা জি! ইহার বড় কষ্ট হইতেছে, অনুমতি হইলে ইহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে পারি।

শুরুমা। আচ্ছা তুমি যাও, হস্তপদ প্রক্ষালন করগে, আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি।

শুরুমা তখন শান্তার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইলেন।

"আমায় ধরিতে হইবে না" এই বলিয়া শান্তা ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে বাটীর মধ্যে চলিল, বাটীর এক পার্শ্বে তিনটী কুঠরী আছে অপর পার্শ্বে এক খানি মাটীর ঘরের মধ্যে একটী গাভী রহিয়াছে। উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধ্যস্থলে একটী বিল্ববৃক্ষ আছে। শান্তা সেই বিল্ববৃক্ষেরতল দিয়া একটী গৃহের মধ্যে উপস্থিত হইল; সে গৃহের প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে দশমহাবিদ্যা প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত কোথাও বা এক তারা কোথাও বা রুদ্রাক্ষ মালা লম্বিত রহিয়াছে। গৃহের কোণে দুই চারি খানা কম্বল, কোন স্থানে মৃগ চর্ম্ম এবং কোন স্থানে নরমুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শান্তার মনোভাব পরিবর্ত্তন হইল।

সংসর্গ গুণেই সৎ এবং অসৎ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শান্তা মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

শুরুমা তাহাকে এক খানি গৈরিক বস্ত্র পরিতে দিলেন মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তা তাহা পরিধান করিল। তৎপরে শুরুমা এক বাটী দুগ্ধ লইয়া তাহাকে খাইতে দিলেন শান্তা খাইল তৎপরে এক খানি কম্বল বিছাইয়া শান্তাকে শয়ন করাইয়া তিনি স্বয়ং তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন শান্তা এ কার্য্য তাঁহাকে করিতে দিল না, সে উঠিয়া বলিল আমি সুস্থ হইয়াছি আর বাতাস করিতে হইবে না।

শুরুমা। ইহাতে দোষ কিছুই নাই তুমি শয়ন কর আমি বাতাস করি।

শান্তা। না, আমার আর বাতাস করিতে হইবে না।

শান্তার পরিচয় স্বামীজি ইতিপূর্ব্বেই শুরুমাকে দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অমনোযোগ বশতই হউক অথবা শুনিতে পান নাই বলিয়াই হউক এক্ষণে শান্তাকে সুস্থ দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি? তোমার বাটী কোথায়? কে তোমাকে পথের ধারে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং কেমন করিয়াই বা স্বামীজির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইল?

শান্তা, একে একে তাহার সকল বৃত্তান্ত শুরুমাকে কহিল। শুরুমা, শান্তার মাতা ও মাতামহীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া কহিলেন—

যে ভালবাসায় স্বার্থ আছে, সে ভালবাসা মায়িক; আজ আছে, কাল নাই। শান্তা, তুমি দুঃখ করিও না, এ সংসারের গতিই এইরূপ।

শান্তা। দেবি! যদি আপনার লোক আপনার হইল না, তবে এ সংসারে থাকিয়াই বা সুখ কি?

শুরুমা। এ সংসারে দুঃখই সুখ; সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই যাহাকে আমরা আপনার বলি, তাহাকে আমরা চিনি না। যে দিন চিনিতে পারিব, সে দিন জগৎ সমূহ আত্মীয় হইবে; তখন আর পরস্পরে প্রণয়ে বিচ্ছেদ থাকিবে না। শুরুমার কথা শান্তা না বুঝিতে পারিয়া কহিল যাহার সহিত দিবানিশি বাস করি, আপনার জানিয়া যাহাকে আত্ম সমর্পণ করিলাম, তাহাকে চিনিতে আর বাকী কি?

গুরুমা। সে চেনা আর এ চেনা অনেক প্রভেদ।

শান্তা। সে কিরূপ?

গুরুমা। মানুষ দুই রকম, আসল আর নকল, এ দেহই নকল মানুষ, আর এ দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন তিনিই আসল মানুষ। যে দেহকে ভাল বাসে, সেই দুঃখ পায় কিন্তু যে আত্মারূপী মনুষ্যকে ভাল বাসে তার প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই বাহিরের মানুষ আর ভিতরের মানুষ, উভয়ের প্রভেদ যে বুঝে তাহার আর ভেদ থাকে না।

হরি, হরি, হরি, গুরুমা ক্ষান্ত হউন। আপনার এত কথা শান্তা কিছুই বুঝে নাই।

এইরূপ দুই জনে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দেবী মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার বাদ্য উঠিল, গুরুমা তখন শশব্যস্তে শান্তাকে সঙ্গে লইয়া দেবী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

শান্তা তখন ধীরে ধীরে—গুরুমাকে কহিল, দেবি! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারিতেছি না। যাহাকে আপনার বলিয়াছি সে বাহিরের মানুষই হউক আর ভিতরের মানুষই হউক ভালবাসা ফিরাইবার আর উপায় নাই। শান্তার সরল উক্তিতে গুরুমা হাসিতে লাগিলেন।

শান্তা তাঁহার হাসির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল দেবি! স্বামীজির সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

গুরুমা। মাতা ও সন্তানে যে সম্বন্ধ, এ সেই সম্বন্ধ। স্বামীজি আমার স্বর্গীয় স্বামীর প্রিয় শিষ্য, তিনি ইহলোক

পরিত্যাগের সময় স্বামীজিকে এই করালী মূর্ত্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনিই এ কার্য্য করিতেন একণে স্বামীজি এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে ইহার কোন স্বার্থ নাই, স্বার্থের মধ্যে কেবল করালী সেবা এই মাত্র দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত আমাদের কিছু শিষ্য সেবক আছে সে সমস্ত রক্ষার ভার তিনি ইহাকেই দিয়া গিয়াছেন। তোমাকে অধিক কি বলিব, কলিতে স্বামীজির ন্যায় লোক অতিশয় বিরল। ইনি অহোরাত্র জপ তপে নিযুক্ত থাকেন।

শান্তা দেখিল মন্দির মধ্যে লোল-জিহ্বা—করালী মূর্ত্তি। শান্তা ভক্তি সহকারে যোড়হস্তে মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিল। গুরুমাও অপর পার্শ্বে বসিলেন।

সন্ধ্যার আগমনে বন ক্রমেই নিস্তব্ধ হইয়া যেন অন্ধকারের পুরী হইতে লাগিল। বাহিরে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, ভিতরে ভয়ঙ্করা করালী মূর্ত্তি; ইহা দেখিয়া শান্তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আরতির বাদ্য এবং স্বামীজির মন্ত্র ধ্বনী ক্রমে বন ছাড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে অনন্ত নৈশাকাশে গিয়া ঠেকিল।

শান্তা এই অপূর্ব্ব ভাবে মগ্ন হইল, সে সজল নেত্রে দেবীর দিকে চাহিয়া কহিল মাগো! লজ্জা নিবারণ কর, কুল মান রক্ষা কর। শরতের পদে যেন আমার চির দিন মতি থাকে, যথায় থাকি আমি যেন শরতেরই হইয়া থাকি এই আশীর্ব্বাদ আমায় কর।

আরতি সাঙ্গ হইলে সকলে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। স্বামীজি "শিব-তারা শিব-তারা" শব্দে মন্দির কাঁপাইতে লাগিলেন। গুরুমা ও শান্তা উভয়েই বাটীতে ফিরিয়া

আসিলেন। গুরুমা শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি আহার করিবে?

শান্তা। যাহা দিবেন-তাহাই খাইব।

গুরুমা। আমাদের এখানে ফল মূলেরও আয়োজন আছে হবিষ্যান্নের আয়োজন ও আছে, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার।

শান্তা। আপনারা কি আহার করিবেন?

গুরুমা। আমরা দিনান্তে একবার খাই, কোন দিন ফল মূল, কোন দিন বা হবিষ্যান্ন, ইহার কোন স্থিরতা নাই।

শান্তা ও গুরুমার কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে স্বামীজি তথায় আসিলেন। এবং ভক্তি সহকারে গুরুমাকে পুনরায় প্রণাম করিলেন, গুরুমাও "তারা তোমার মঙ্গল করুন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামীজি! আজ তোমাকে এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন?

স্বামীজি। মা জি! মনে করিয়াছিলাম গুরু কৃপায় আমি মায়ার হাত হইতে মুক্ত হইয়াছি, তারা আমাকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতেছেন কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যাহা ভাবিয়াছিলাম সকলই আমার ভুল। মায়া আমাকে ত্যাগ করে নাই আমি সম্পূর্ণরূপ মায়াতে আবদ্ধ রহিয়াছি। অদ্য আমার স্বদেশের কথা এবং পুত্র কন্যার কথা মনে আসিতেছে। আমি ইহার নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইয়াছি, আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন যাহাতে আমি এই চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি।

গুরুমা। যত কাল দেহী হইয়া থাকিবে, ততকাল মায়ার অধীনে থাকিতে হইবে। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহই মায়া।

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শরূপ রজ্জু দ্বারা মায়া আত্মাকে বন্ধন করে তৎপরে কাম ক্রোধ লোভ, মোহ দ্বারা আত্মাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়; যাহার আত্মা স্ব স্ব রূপ দেখিতে শিখিয়াছে সেই ঐ পঞ্চ বন্ধনী কাটিয়া রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে মায়াও কখন তাহাকে না ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না।

স্বামীজি। যদি দেহই মায়া হইল তবে এ দেহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেইত মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

গুরুমা। দেহ ভাঙ্গিয়া ফেলায় অর্থ যদি তুমি মৃত্যু ভাব, তাহা হইলে এ কার্য্য করা উচিত নয়, কারণ মরিলে পুনরায় বাসনানুযায়ী দেহ লইয়াই জন্মাইতে হইবে। কাঁচা ধান যত বার পেষণ কর ততবারই তাহার গাছ হইবে কিন্তু সিদ্ধ ধান রোপণ করিলে আর বৃক্ষ হয় না। নিষ্কামী ব্যক্তিই সিদ্ধ হইয়া মরিলে তাহার আর জন্ম হয় না, যে নিষ্কাম হয়, সে বাহিরের বস্তুর জন্ত কাঙ্গাল হয় না, এমন ব্যক্তি মায়ার হাত অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু সহসা তাহা পাবে না মানুষ বাহিরের মনুষ্যের নিমিত্ত যত পাগল তত অপর বস্তুর নিমিত্ত নহে।

ইতিপূর্ব্বে আমি শান্তাকে বাহিরের এবং অন্তরের মানুষের কথা বলিয়াছিলাম এক্ষণে পুনরায় তোমায় বলিতেছি শুন।

চক্ষু,কর্ণ,হস্ত পদ বিশিষ্ট যে দেহে,এই বাহিরের মানুষ বাহিরে মানুষ শুধু বাহির লইয়াই ব্যস্ত, সে খাইতে ভালবাসে, এবং উত্তম পরিচ্ছেদ ভাল বাসে ও রূপের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ফেরে। সে নিজে যেমন আজ আছে কাল নাই, তাহার ভালবাসাও সেইরূপ আজ আছে কাল নাই। গুরুমা শান্তার দিকে ফিরিয়া কহিলেন শান্তা বুঝিলেত? কিন্তু মূর্খ্য শান্ত তাহা।

বুঝিল না। আমরা বলি, শুরুমা তোমার এই খানেই কথা সাঙ্গ করা উচিত, কারণ তুমি যাহা বলিতেছ, শান্তা তাহা বুঝে না, কিন্তু আবার বলি, কথার তরঙ্গ যখন উঠে তখন সহজে রোধ করা যায় না, সুতরাং শুরুমার দোষ কি। শান্তা বুঝিল কি না বুঝিল, এ বিষয় বুঝিবার শুরুমার আর সময় নাই। শুরুমা পুনরায় শান্তাকে ভিতরের মানুষের কথা বলিতে লাগিলেন।

বাহিরের মানুষের মত ভিতরের মানুষ সেরূপ নয়। ইহার অবয়ব আছে অথচ নাই। বাহিরের মানুষ যেমন ভাতের কাঙ্গাল, রূপের কাঙ্গাল, ভিতরের মানুষ ও তেমনি জ্ঞানের কাঙ্গাল, প্রেমের কাঙ্গাল। ইহার ভালবাসা নিত্য, যম ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শুরুমা যখন এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় জ্যোতিঃ বাহির হইতে ছিল। সেই সময়ে যে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছে তাহারই প্রাণে সদ্ভাবের উদয় হইয়াছে।

শান্তা শুরুমার কথা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া অনিমিষ নেত্রে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি অধিক হইল তবু প্রসঙ্গ শেষ হইতেছে না ইহা দেখিয়া দাসী আসিয়া কহিল, রন্ধনের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে।

শুরুমা। আমরা যাইতেছি তুমি যাও।

প্রাণের আবেগ সহসা রোধ হয়না, শুরুমা পুনরায় স্বামীজিকে কহিলেন, দেখ স্বামীজি! নিঃসঙ্গ না হইলে, সাধনে সিদ্ধ লাভ হয় না, কিন্তু নিঃসঙ্গের অর্থ যে কেবল মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ,

তাহা নহে; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ত্যাগ করাই আসল নিঃসঙ্গ অবস্থা।

যদি বল কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করা যায়, ইহার এক মাত্র উপায়, ইন্দ্রিয়গণ যে অনিত্য বস্তুর নিমিত্ত লালায়িত, সেই অনিত্যে নিত্যরূপ দর্শন করিলেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ হয়।

স্বামীজি। বলুন, এক্ষণে কি উপায়ে অনিত্যে নিত্যরূপ দর্শন করা যায়।

গুরুমা। সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, এবং সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন ইহার বিশেষ উপায়, কিম্বা যে প্রজ্ঞা চক্ষুর দ্বারা মায়া ও পরাকে অভেদ দেখিয়াছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সঙ্গ ত্যাগ হইয়াছে, অথবা পঞ্চভূত ব্রহ্ম, এবং পঞ্চভূতময় ব্রহ্ম, এই সার তত্ত্ব যে বিশ্বাস করে, সেই অনিত্য নিত্যরূপ দেখিতে পায়।

দাসী পুনরায় আসিয়া "আহারের আয়োজন হইয়াছে" বলিয়া গুরুমাকে জানাইল, কিন্তু তিনি কথাতেই মত্ত; কেবল মাত্র বলিলেন যাই, অথচ যাওয়া হইল না।

প্রসঙ্গ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; সময় কাহারও বশীভূত না, রাত্রিও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল, সকলেই প্রসঙ্গে এমনি উন্মত্ত যে আহার নিদ্রা মনে নাই।

ক্রমে যখন প্রসঙ্গের শেষ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে; স্বামীজি ইহা দেখিয়া অমনি প্রাভাতিক আরতিক নিমিত্ত দেবী-মন্দির অভিমুখে চলিলেন গুরুমা ও শান্তা উভয়েই স্বামীজির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আরতি শেষ হইলে গুরুমা স্বামীজিকে কহিলেন, অদ্য তুমি শান্তার মাতামহ ও মাতামহীর অন্বেষণের

অন্ত পুরীতে গমন কর, কারণ বিলম্ব হইলে তাঁহাদের চলিয়া যাওয়া সম্ভব।

স্বামীজি বিনীত স্বরে কহিলেন, আজ্ঞে তাহাই হইবে অদ্যাই আমি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিব।

সেইদিন আহারান্তে স্বামীজি আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুধায় গরল।

অদ্য শিবচন্দ্রের শয্যা গৃহে বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। এ দ্বন্দ্ব অন্য কোন দ্বন্দ্ব নহে; স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ দ্বন্দ্বে হয় না, অভিমান অশ্রুজল এ দ্বন্দ্বের মহা অস্ত্র; বিনা এই মহা অস্ত্র যোজনা করিয়া অদ্যকার সমর ক্ষেত্রে নামিয়াছে। শিবচন্দ্র বিষম ফেরে পড়িয়াছে; সে যদি বিনার কথামত চলে, তাহা হইলে তাহার বংশ রক্ষা হয় না। তাহার অগাধ ধন, দশ জনেই লুটিয়া খাইবে, অথচ সে বিনার ভাল-বাসায় আবদ্ধ; কিন্তু যে ভালবাসার কর্ত্তব্য বোধ আছে, তাহা কয় দিন থাকে? কর্ত্তব্যের খাতিরেই মানুষ সকল কার্য্যই করিতে পারে। বিনা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল স্বামিন্! তুমি আর বিবাহ করিও না, এই ক্ষুদ্র প্রেমে ভাগ বসাইও না। আমাকে আর সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ করিও না।

শিবচন্দ্র বিনাকে নানা কথায় বুঝাইল যে তাহার বিবাহ করা কর্ত্তব্য কার্য্য, কারণ তাহা না করিলে বংশ রক্ষা হয় না, আর বিবাহ করিলেই যে তাহা হইতে তাহার ভালবাসা চলিয়া যাইবে তাহার কোন কারণই নাই, একথা ও বুঝাইল।

বিনা তবুও বুঝিল না, আর কেমন করিয়াই বা বুঝিবে? যে, পুত্রের নিমিত্ত এত কালের ভালবাসা বিসর্জ্জন দিয়া, আর একজনকে বিবাহ করিতে পারে সে যে তাহাকে ভালবাসিবে না তাহার কারণ কি?

আমরা বলি কারণ কিছুই নাই; বরঞ্চ সম্ভবের দিক্‌টাই অধিক।

বিনার মুখে আর অন্য কোন কথা নাই। সে নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার চক্ষের জল শিবচন্দ্রের মন ফিরাইতে পারিল না; কিন্তু শিবচন্দ্রেরও এমন শক্তি নাই যে সহসা বিনাকে ত্যাগ করে; আর তাহাই বা কিরূপে পারিবে। বাল্যকাল হইতে এতাবৎ ইহার হইয়া সে ছিল, অদ্য কেমনে তাহাকে ত্যাগ করিবে? শিবচন্দ্র উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, যদি সে বিনাকে ত্যাগ করিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে বিনা অবশ্য আত্মহত্যা করিবে। অথচ বিবাহ না করিলে বংশ রক্ষা হয় না।

শিবচন্দ্র বিনাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত কহিল, যদি বিবাহ করিতে স্বামীজি নিষেধ করেন, তাহা হইলে কখনই করিব না, নচেৎ করিতে বাধ্য হইব। বিনা তথাপি উত্তর করিল না, সে পূর্ব্বমত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। স্বামীজির সহিত শিবচন্দ্রের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

শিবচন্দ্র কটকের একজন বিখ্যাত জমিদার; ধনে, মানে, যশে, সে সময়ে কটকে তাঁহার ন্যায় কেহ ছিল না। স্বামীজির বনের সন্নিকটে তাহার বাটী ছিল; স্বামীজি যে বনে বাস করিতেন সেটীও জমিদার শিবচন্দ্রের এলেকাভুক্ত ছিল। স্বামীজির বাটী এবং দেবী মন্দির, ইহাও শিবচন্দ্রের অর্থে হইয়াছিল; শিবচন্দ্র স্বামিজীকে যথেষ্ট সন্মান করিত, স্বামীজি যাহা বলিতেন তাহাই সে করিত। জমীদারি সম্বন্ধে ও অন্যান্য যাহা কিছু পরামর্শ, সকলই সে স্বামীজির নিকট হইতে লইত। স্বামীজি তাহাকে প্রকৃতই ভাল বাসিতেন, শিবচন্দ্র সেই নিমিত্তই বিনাকে স্বামীজির কথা কহিল।

বিনা স্বামীজিকে বিশেষরূপ চিনিত এবং বিশ্বাস করিত যে, তিনি কখনই তাহাকে দুঃখ দিবেন না। বিনার যদি এ বিশ্বাস ছিল, তবে বসে কেন কাঁদিতে লাগিল, সে ভাবিল যদি স... ন ...াহার অনুমতি দেন তাহা হইলে তো ফিরাইবার আর উপা... ঠিক কাঁদিয়াই হউক, বা যেরূপেই হউক, এই সময়ে স্বাম... ফিরাইতে পারিলেই ভাল নচেৎ ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কে জানে? এবার বিনা শিবচন্দ্রের পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

আমার মাথা খাও, তুমি বিবাহ করিও না সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিও না। বিনার মুখ পানে চাও, তাহার আর তোমা বই কেহই নাই; সে বাল্যকালে তোমাকেই জীবনের ধ্রুব তারা করিয়াছে, তাহাকে আর দিক্‌ হারা করিও না।

চতুর শিবচন্দ্র এবার চাতুরী খেলিল, সে বিনাকে চরণ হইতে তুলিল, এবং তাহার মুখ মুছাইয়া কহিল—

তুমি আজও ছেলে মানুষ আছ; কারণ কথার ফের এখনও বুঝিতে পার না। আমি তোমায় রহস্য করিয়া বলিতেছি, ইহার মধ্যে বিন্দু বিসর্গও সত্য নাই; যদি কখন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে দেখ, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও।

স্বামীর ছল পূর্ব্বক আদরে, সরলা বিনা ভুলিল বটে, কিন্তু মনের সন্দেহ একবারে ঘুচিল না; কারণ অনেক দিন অনেকের মুখে সে একথা শুনিয়া আসিতেছে, সহসা সে কেমন করিয়া ভুলিবে? বিনা প্রেমে গদ-গদ হইয়া কহিল—

তুমি বই আর আমার গতি নাই, উপায় নাই; যদি তুমি ত্যাগ কর, এ প্রাণ আর রাখিব না, নিশ্চয় জানিও।

শিবচন্দ্র কপট হাসি, হাসিয়া কহিল; না, না, এ কথা মন ।করিও না।

হে শিবচন্দ্র, তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ না, নারায়ণকে সাক্ষী রাখি যাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে, জীবনে যাহার সুখ দুঃখের ভাগীদার হইলে, বিপদে সম্পদে যাহাকে সঙ্গের সঙ্গিনী করিলে, অদ্য তাহারই সহিত কপটতা? তুমি জাননা, সরল প্রাণে কপটতা রাখা কত যে লাগে; অদ্য তুমি যাহা বলিতেছ, কল্য তাহার বিপরীত করিবে; তাই বলি শিবচন্দ্র, এ কাজ ভাল করিতেছ না।

শিবচন্দ্র এক্ষণে বিনার সহিত যেরূপ ভাবে কথা কহিতে লাগিল, সরলা বিনা তাহাতেই ভুলিয়া গেল। তাহার মুখে পুনরায় হাসির উদয় হইল; শিবচন্দ্র তাহার ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল; কিন্তু দুষ্টের দুষ্টামি কতক্ষণ থাকে, অল্প

ক্ষণেই ধরা পড়িয়া যায়। শিবচন্দ্র যে সময় বিনার সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সেই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া ব্যস্ত সহকারে বাবু! বাবু! বলিয়া ডাকিল।

শিবচন্দ্র। কি হইয়াছে?

ভৃত্য। মামা বাবুর বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে।

শিবচন্দ্র অমনি দ্রুতগতিতে বহির্বাটীর অভিমুখে চলিয়া আসিল, আসিবার সময় তাহার জামার ভিতর হইতে হঠাৎ এক খানি চিঠি পড়িয়া গেল। শিবচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল না। বিনা পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে বসিল, পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষে জল আসিল; পত্রের মধ্যে এমন কি লেখা আছে, যাহা বিনার কাঁদিবার কারণ?

মেদিনীপুরের জমিদার মাধবদাস শিবচন্দ্রের মাতুল, তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শিবচন্দ্র তাঁহাকে তাহার বিবাহের কথা লিখিয়াছিল; শুধু লিখিয়াছিল নহে, পাত্রীও ঠিক করিতে বলিয়াছিল; পাত্রী ঠিক হইয়াছে একণে শিবচন্দ্রের দেখা অপেক্ষা, সেই নিমিত্ত তাহাকে তাহার মাতুল মেদিনীপুরে আনিতে লিখিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় পড়িয়াই বিনার চক্ষে জল আসিল, একণে সে শিবচন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিল, আরও সে বুঝিতে পারিল মেদিনীপুর হইতে যে লোক আসিয়াছে সে এই বিবাহ-সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, সে ভূতলে পড়িয়া, গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। রজনী ক্রমে অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু শিবচন্দ্র পুনর্বার আর বাটীমধ্যে আসিল না; বিনার রোদন ও থামিল না। সে বাটীতে এমন কেহ রমণী নাই, যে তাহার চক্ষের জল মুছা-

দের, দুইটা সুখ দুঃখের কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করে, রমণীর মধ্যে কেবল তারাদাসী ছিল, সেও বাটীমধ্যে থাকিত না, বাহিরে তাহার গৃহ ছিল সেই খানেই থাকিত; সুতরাং বিনার ভূতলে পড়িয়া কাঁদা বই আর গতি নাই।

এবার সে কান্না থামিয়া, উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া, তৎপরে একখানি কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। এ পত্র সে কাহাকে লিখিবে, তাহার একমাত্র ভালবাসার বস্তু মাধুরী লতাকে লিখিবে। মাধুরী কে? জমিদার শিবচন্দ্রের একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী।

বিনা প্রথমেই লিখিল, প্রাণসম প্রিয় ঠাকুরঝি! তৎপরে লিখিল ঠাকুরঝি! আজ তোমাকে পত্র লিখিবার আমার শক্তি নাই অথচ না লিখিলেও এ মনের আগুণ নির্ব্বাণ হয় না। এ সংসারে তোমাকে যত মনের কথা বলিয়া থাকি এত আর কাহাকেও বলি না। এই সব কথা শুনিয়া যদি তুমি বল, কেন আজ এরূপ লিখিতেছ? আমি অদ্য বিষম ফেরে পড়িয়াছি, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এ সংসারে ভাসিতে ছিলাম, এক্ষণে বোধ হয় তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। আমার গর্ভে সন্তান হইল না দেখিয়া তোমার ভাই পুনরায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, পাত্রীও স্থির হইয়াছে, এক্ষণে কেবল বিবাহের অপেক্ষা মাত্র আছে। ঠাকুরঝি! আমি হতভাগিনী, নচেৎ আমার গর্ভে সন্তান হইল না কেন? তোমার ভাই বিবাহ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে আমার সাক্ষাতে, আমার স্বামীকে অন্যে স্বামী বলিয়া ডাকিবে, ইহা আমার পক্ষে অতিশয় অসহ্য। তাই তোমাকে পত্র লিখিতেছি, তুমি যাহা হয় আমার একটী

উপায় কর, নচেৎ এ প্রাণ আর রক্ষা করিতে পারিব। না আমি তোমার ভাইয়ের পায়ে ধরিয়া কত যে মিনতি করিয়াছি, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব? ঠাকুরঝি! কিছুতেই তোমার ভাই, আমার কথা শুনিল না। সে এখন বিবাহের জন্ত উন্মত্ত হইয়াছে, আগে যে আমার চক্ষে জল দেখিলে চক্ষে জল ফেলিত, আজ সে অন্ত মানুষ হইয়াছে, কে যেন তাকে, গুণ করিয়াছে। তাহা না হইলে কেন সে এমন হইল? কি বলিব সকলই কপালে ঘটে, এক্ষণে তোমার যদি সুবিধা হয় তুমি সত্বরে আসিবে, বিলম্ব করিলে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। একদিন না একদিন শুনিতে পাইবে হতভগিনী বিনা আর ইহলোকে নাই, সে চক্ষের জল পশ্চাতে ফেলিয়া চিরদিনের তরে চলিয়া গিয়াছে। অধিক কি লিখিব আর আমার কলম সরে না, কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে; যতই কাঁদি কান্নার আশ আর মেটে না; সেই নিমিত্ত আর লিখিতে পারিলাম না।

তোমারই

বিনা।

বিনারও পত্র লেখা সাঙ্গ হইল, রজনীও প্রভাতা হইল। নীলিমায়, তারকার জ্যোতি মিলাইয়া উষায় হাসি প্রকাশ পাইল; বিনা তখন পত্রখানি মুড়িয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আনিল, তাহার চাঁদপানা মুখ মলিন হইয়াছে, চক্ষের কোণে এখনও অশ্রু রেখা রহিয়াছে তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় ক্ষীণ, সে সেই ক্ষীণ কণ্ঠে তারাদাসীকে ডাকিয়া, পত্রখানি ডাকে ফেলিয়া দিতে বলিল; এবং আরও তাহাকে বলিয়া দিল এ পত্র

যেন বাবু দেখিতে না পান। তারা পত্র লইয়া গেলে, বিনা গৃহে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং ভূতলে পড়িয়া পূর্ব্বমত কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিরহ-বিকার।

শরত বাটী হইতে বাহির হইয়া, কলিকাতা অভিমুখে ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল; একবারও সে কোথাও দাঁড়াইল না; অবিশ্রান্ত গতিতে যাইতে লাগিল; এত শীঘ্র চলিতেছিল যে, সেই রাত্রের শেষেই সে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। যদি কেহ সেই রজনীতে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে সে অবশ্য শুনিতে পাইত, শরত দ্রুতগতিতে যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে "দাড়াও শান্তা, দাঁড়াও শান্তা, আর ছুটিয়া যাইও না, আমার হার হয়েছে" এই শব্দ শুনিতে পাইত।

পাগলের মস্তে কখন কি ভাবের উদয় হয়, কে বলিতে পারে? শরত যে গৃহে আবদ্ধ ছিল সেই গৃহের গবাক্ষ দিয়া সে দেখিতে পাইল, শান্তা বাহির হইতে যেন শরতকে ডাকিতেছে। শরত তাহার ডাক শুনিয়া সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দ্রুতগতিতে বাহিরে আসিল। শরতের গৃহের অর্গল বন্ধ ছিলনা; সুতরাং তাহার বাহিরে আসিতে আর বিলম্ব হইল না।

সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, শান্তা তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার নিকটে না আসিয়া, হাত নাড়া দিয়া তাহাকে ডাকিল।

শরত তাহার নিকটে যেই ছুটিয়া যাইবে, অমনি সে দেখিল, শান্তা, হা, হা, শব্দে হাসিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ শরতও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল; দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখনই সে ক্লান্ত হইতেছে তখনই বলিতেছে "দাঁড়াও শান্তা! দাঁড়াও, আর ছুটিয়া যাইও না; আমার হার হইয়াছে।" শান্তাও তাহার কথায় দাঁড়ায় না, শরতও ছুটিতে ক্ষান্ত হয় না; সমস্ত রজনী শরত তাহার মস্তিষ্কের বিকারে মিছামিছি ক্রমান্বয়ে ছুটিতে লাগিল।

রজনী যখন প্রভাত হইল, নীলীমার বক্ষে যখন তপনের আলো জ্বলিল, কুসুমের গন্ধে, বিহঙ্গের গানে এবং নর-নারীর কোলাহলে জগৎ যখন হাসিতে লাগিল, তখন শরত স্রোতস্বতী জাহ্নবীর উপকূলে উপস্থিত হইল। তাহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিলেই মনে হইবে, সে অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং ভারাক্রান্ত; সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল—

"এস শান্তা, এই নির্জ্জন নদীতীরে একবার দুইজনে বসি, অনেক দিনের সাধ আজ মিটাইয়া লই। এস, পুনরায় তোমার গলায় বকুলের মালা পরাইয়া দি; বাঁধনের উপর আবার বাঁধন দি।"

শরত এইরূপ কত কথা কহিল, তাহা কতই লিখিব। শরত দেখিল শান্তা তাহার কথা না শুনিয়া একখানি ষ্টীমারে গিয়া চড়িল, এবং হাত নাড়িয়া শরতকে তথায় আসিতে ডাকিল; শরতও দ্রুতপদে ষ্টীমারে গিয়া উঠিল। শান্তা যে দিকে যায়, শরতও সেই দিকে যাইতে লাগিল, এবার শরত দেখিল শান্তা কতকগুলি স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া বসিল। শরত তথায়

যাইবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু যাইতে পারিল না, কারণ সেই রমণীগুলি কোন ভদ্র মহিলা, তাঁহাদের সঙ্গে একজন লোকছিল সে শরতকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, এ পাগল। সেই নিমিত্ত সে শরতবে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। শরৎ সে ব্যক্তির তাড়নাতে ভীত না হইয়া, বরং জিজ্ঞাসা করিল।

মহাশয়। আপনি কে? আমাকে ওখানে যাইনে দিতেছেন না কেন?

সে ব্যক্তি তখন কহিল, ওখানে আমাদের স্ত্রীলোকেরা আছে ওখানে তোমার যাইবার আবশ্যক কি?

শরত তাহার কথায় উত্তর করিল, আপনাদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে শান্তা আমার বসিয়া আছে, তাই তাহার কাছে যাইতে ছিলাম; আপনি বাধা দিয়া ভাল করেন নাই।

সে ব্যক্তি তখন শরতকে কহিল, কৈ, উহাদের মধ্যে ত শান্তা বলিয়া কেহ নাই।

ক্ষিপ্ত শরৎ তখন হাসিয়া কহিল, আপনার চোকের দোষ হইয়াছে, ঐ যে আমার শান্তা বসিয়া আছে।

সে ব্যক্তি তখন শরতকে লইয়া নানা প্রকারে খেপাইতে লাগিল। তাহার দেখা দেখি ষ্টীমারের দুই একজন লোক ও তথায় আসিয়া শরতের ক্ষিপ্ততা বাড়াইতে লাগিল। ক্রমে ষ্টীমারের টিকিট বিলির সময় হওয়াতে, ষ্টীমারের সারং টিকিট বিলি করিতে আসিল।

একে একে সকলকে টিকিট বিলি করিয়া, অবশেষে শরতের নিকট উপস্থিত হইল। শরতের নিকট একটীও পয়সা নাই, সে মুস্কিলে পড়িল, অবশেষে শরত ইঙ্গিত করিয়া শান্তার নিকট

পয়সা চহিল, কিন্তু শান্তা কৈ? তিনি ত শরতের শান্তা নহেন।

কট মট চক্ষে চাহিয়া শরৎ বলিল,—"পয়সা দিলে না! শান্তা, এই কি ভালবাসার পরিণাম! এই কি ভালবাসার প্রতিশোধ! ছি শান্তা, তুমি অন্য রমণীর ন্যায় নহ; তবে সামান্য জাহাজ ভাড়ার জন্য বিমুখ হইলে! সত্যি এ। মিছে! তুমি কি আমার উপহাস করিতেছ?" পাগল শরৎ সেই রমণীগণের আরও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল;

ভদ্রলোকটি মহা শশব্যস্ত হইলেন। তিনি শরতের ভ্রম বুঝাইবার জন্য বলিলেন,—ঐ নারীগণের ভিতর শান্তা বলিয়া কেহ নাই। কেন ভদ্রমহিলাদের ওরূপ অবমাননা করিতেছেন। আপনি নিশ্চয় ভদ্রলোক, কিন্তু যে প্রলাপ বকিতেছেন, তাহাতে আপনাকে পাগল বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে!"

পাগলের যাহা ধারণা হয়, সে বিশ্বাস সহজে যায় না। শরৎ এখন প্রকৃতিস্থ নহে, সে তাহার কথা শুনিবে কেন? তখন ভদ্রলোকটি অগত্যা নিজ হইতে শরতের জাহাজ ভাড়া দিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন।

জাহাজ শান্তিপুর যাইবে। ভদ্রলোকটি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার বাড়ী শান্তিপুরের নিকট দেবানন্দপুর। তিনি দেবানন্দপুরের একজন তালুকদার, নাম শ্রীবিপিনবিহারী মজুমদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি কোন মোকদ্দমায় হারিয়া একেবারে ভাজিয়া পড়িয়াছেন। সংসারীর প্রিয়জন শোকাপেক্ষা ধন-শোকই প্রবল মর্ম্মান্তিক বেদনা। ব্রাহ্মণ ধন-শোকে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। একে স্বাস্থ্য

বিষয়ের মোকদ্দমায় তাঁহার হার, তাহাতে আবার খরচার জন্ম বথা সর্ব্বস্ব বেচিয়া লইতে পারে, এই ভয়! তিন আদালতে ব্রাহ্মণ হারিয়াছেন, আর উপায় নাই। তাই মন বড় ব্যাকুল হওয়াতে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, বিধবা ভগিনী ও একটি অবিবাহিতা কন্যা। সেই মেয়েটিকে দেখিয়া, শরতের শান্তা, বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

বিপিন বাবু বলিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

শরৎ গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধে রহিল এবং মধ্যে মধ্যে শান্তা ভ্রমে মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল।

বিপিন বাবু বলিলেন,—"মহাশয়ের নাম?"

শরৎ কোন কথা কহিল না। যিনি তাহাকে জাহাজের সারেঙের নিকট হইতে মান বাঁচাইয়া নিজ হইতে ভাড়া দিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া, বা তাঁহার সহিত ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা না কহিয়া, শরৎ গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল।

শরৎ আজ তিন দিন ক্ষেপিয়াছে; কিন্তু তাহাকে তিন মাসের শয্যাগত রোগীর ন্যায় দেখাইতেছিল। কণ্ঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের স্থানে স্থানে ময়লার জমাট বাধিয়াছে তা ছাড়া অধিকতর প্রলাপ,—প্রতি কথায় "আমার শান্তা এই করিত, আমার শান্তা ঐ করিত।" ইত্যাদি জাহাজের আরোহিগণ শরতের নিকট সরিয়া বসিল। পাগল পাইলে লোকের আমোদ হয়, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক অভ্যাস; কিন্তু তাহারা জানে না যে মনুষ্য মাত্রেই পাগল। তুমি ধনের জন্য পাগল আমি স্ত্রীর জন্য পাগল, সে বেশ্যার জন্য পাগল; আবার, কোন

ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবানের জন্য পাগল! আমি বেশী কথা কহি বলিয়া পাগল, আমি মনের ময়লা রাখি না বলিয়া পাগল; আমার হৃদয় মফঃস্বল নাই বলিয়া পাগল, আমি সত্য বলি অমি ঘোরতর পাগল, তুমি কথা গোপন করিতে জান, তুমি কথার বাঁধন জান, তুমি বাহিরে ভিতরে পৃথক হইতে জান, সুতরাং, তুমি মনুষ্যের মত মানুষ!

যে সরল, যে কথার ঘোর ফের জানে না, সে ত পাগল হইবেই; যে ঈশ্বরের নিকট কাঁদে, ভগবানের নামে কাঁদে, হাসে, সেও ততোধিক পাগল; কিন্তু লোক জানেনা যে, অমরাই অধিক পরিমাণে পাগল। শরতের ত অবলম্বনের হেতু আছে, শরৎ শান্তার প্রেমের জন্য পাগল। সে জানে না, শান্তা বিষ কি সুধা, সুখ কি দুঃখ, তাই সে পাগল।

কিন্তু তুমি সহজ মানুষ, জানিতেছ যে, মহাজনেরা সাধুরা বলিতেছেন, শুনিতেছেন,—সব মায়া! সব ভ্রম! তথাপি তোমার পাগলামীর বিরাম নই, বৃথা কার্য্যের বিশ্রাম নাই।

সংসারের সহজ মানুষ মিল বড় কঠিন। সংসারে সহজ মানুষ নাই। হয় পাগল, নয় জটিল মানুষে সংসার রাখিয়াছে। জানি না, কাহার পুণ্যে পাপের সংসার আজও রহিয়াছে।

শরৎ মায়িক প্রেমে, শান্তার রূপে গুণে মোহিত হইয়া, পাগল হইয়া, পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নিতান্ত অস্থির চিত্ত হইয়া অব্যাস্থিত কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তুমি আমি বুদ্ধিবান্, কাহার জন্য ছুটিতেছি?—সকলি মায়ার মায়া! তাই বলি, শরৎকে পাগল দেখিয়া উপহাস করিও না।

কত স্থান কত গ্রাম ছাড়াইয়া, কত ষ্টেশন পার হইয়া,

জাহাজ সন্ধ্যার সময় শান্তিপুরে পঁহুছিল। সকলে জাহাজ হইতে নামিতেছে, শরতও নামিল কিন্তু যাইবে কোথা? স্থান নাই, সম্পূর্ণ অজানিত স্থানে শরৎ আসিয়াছে। পগলের মন, কি করিবে, তাহা চিন্তা নাই। কোথায় আসিয়াছি, কেন আসিলাম,—তাহার হিসাব নিকাশ নাই, মনে ভয় নাই, বা অবসাদ নাই, মুখে কেবল শান্তা! শান্তা!! শান্তা!!! বিপিন বাবুর দয়া হইল। তিনি শরৎকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন!

নবম পরিচ্ছেদ।

রথ।

আজ রথ যাত্রা। কলির সাক্ষাৎ দেবতা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, হিন্দুর ইষ্টদেবতা, আজ রথে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দর্শন দিবেন। ভগবন্ জগন্নাথকে রথে দর্শন করিলে, আর রোগ শোক জরা মরণাদি পূর্ণ, হিংসা দ্বেষ বিবাদ কলহ সমাকীর্ণ সংসারে আসিতে হয় না। যোগিগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন, ভক্তগণের গোলকে বাস হয়। শ্রীচৈতন্য দেব রথ-মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবানের রথে অগ্রে তাঁহার প্রেমপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তনে উৎকল তখন ধর্ম্মভূমি, স্বর্গ হইতেও পবিত্র ভূমি হইয়াছিল। এখন সে সমস্ত নাই সে চৈতন্যদেব নাই; কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন-স্রোত আজও

বহিতেছে। যদিও সে স্রোতের আর উজান নাই; কিন্তু স্রোত যখন আছে, কালে নিশ্চয়ই এক দিন ভক্তি-সাগরে সে স্রোত মিলাইবে; কিম্বা আমাদের পাপে হয় ত সে স্রোত ব্যভিচার কপটতা রূপ চড়া পড়িয়া যাইবে।

তিনখানি সুউচ্চ রথ নানা বর্ণের পতাকায় দ্বারা শোভিত হইয়াছে। এক খানি খুব উচ্চ, সেই খানি ভগবান্ জগন্নাথের দ্বিতীয় খানি বলরামের, তৃতীয় খানি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহা সুভদ্রার। রথে ঠাকুরদের বসান হইল। চারি দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, মধুর স্বরে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিবোলের ধ্বনি উঠিল—"জয় জগবন্ধুর" মধুর গীত আরম্ভ হইল, নানা রকমের বাদ্য বাজিতে লাগিল, মালা দিবার মহা ধূম লাগিয়া গেল শত শত সঙ্কীর্ত্তন দল বাহির হইল, ভক্তেরা জগন্নাথের কাছি ধরিয়া রহিল। অনেক গৃহের ছাদে, নাট-মন্দিরে, পথে, গাছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্থির দৃষ্টিতে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিল। মনে আর পাপ চিন্তা নাই, প্রাণে আর সংসারের বাসনা নাই, যেন সব চিন্তা ভুলিয়া ভগবানের সেবার জন্য, ভগবানের পূজার জন্য, ভগবানের দর্শন জন্যই মনুষ্যের সৃষ্টি, এই সত্য জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, সঙ্কীর্ত্তনে প্রাণের ভিতর আনন্দ লহরী ছুটিতে লাগিল। আহা! কেহ কাঁদিতেছে, কেহ জগৎস্বামীর দর্শনে হাসিতেছে, কিন্তু চক্ষে জল!

এই হাসি কান্নার ব্যাপার পাঠক কি বুঝিয়াছেন? এই হাসি কান্না সাত্ত্বিক, এ হাসি কান্না প্রার্থনার, এই অনির্ব্বচনীয় কান্না জীবনে কখনও যদি সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তবেই জানিবেন

এ কিরূপ অপার্থিব পদার্থ। এই অশ্রুবিন্দু শত স্বর্ণ মুদ্রার মুক্তা হইতেও মূল্যবান, এই হাসি মণি মাণিক্য হইতেও সারবান্।

আহা আবার শুন! আবার হরিধ্বনি! আহা প্রাণে কি আর শোক থাকিতে পারে! প্রাণে কি আর অসার সংসার ভাবনা, দুঃখময় সাংসারিক কষ্ট, আর থাকে! আহা! বৃদ্ধ বৃদ্ধা লক্ষ লোকের পেষণে জর্জ্জরিত, তবুও দেখ কত আনন্দ, মুখে হর্ষরাশি ভাসিতেছে! শিশু সকল কথা ভুলিয়া কেমন ভাবময় চক্ষে চাহিয়া রহিয়াছে দেখ! যুবক যুবতীর আর অসার বাসনা নাই, ঐ দেখ প্রকৃতি সাত্ত্বিক প্রেমের ছায়া পড়িয়া সুন্দর বিভা শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নির্দ্দয় পাণ্ডাগণও পথিককে প্রহার করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেছে; কিন্তু পথিকগণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাঠক, বলিতে পারেন, কেন এমন হয়? বলিতে পারেন, এত আনন্দ কেন হয়?

আনন্দময়ের দর্শনে নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ স্রোত আন্দোলিত হইয়া উঠে, মানুষ আপনা ভুলিয়া যায় মনে কোন ভাব নাই, তাই এই মহাভাবের আভাস হৃদয়ে জাগে। এই মহাভাবে অহরহ মহাযোগী মহেশ্বর রহিয়াছেন। এই ভাব পাইবার জন্যই যোগ, ভক্তি, জ্ঞানের সাধন।

রামশঙ্কর ও ব্রহ্মময়ী একটি প্রাসাদের দোকানের নিকটে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। কিন্তু তিনি জগন্নাথের পরিবর্ত্তে মৃতা কন্যা বৃন্দা ও পথে পরিত্যক্তা শান্তাকে দেখিতেছেন। যতই মনে করেন,—আর মায়িক ব্যাপার ভাবিব না, ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে লাগিলেন বৃন্দা

শান্তাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন, আর সাশ্রু নয়নে বলিতে-ছেন,—পিতঃ, আমার বড় আদরের মেয়েকে তুমি পথে ফেলিয়া গেলে; তুমি ফেলিতে পারিয়াছ, কিন্তু আমার বড় সাধের মেয়ে, আমার বড় আদরের মেয়ে আমি ফেলিতে পারিব না। এই দেখ, আমার যত্নের ধন নয়নের তারা শান্তাকে কোলে করিয়া রহিয়াছি। বৃদ্ধ রামশঙ্কর আকুল ভাবে কাঁদিয়া ব্রহ্ম-ময়ীকে বলিলেন,—ব্রহ্মময়ি, বুঝি দেব দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। ঐ দেখ বৃদ্ধা শান্তা! তাঁহার সংজ্ঞা হারাইবার উপক্রম হইল। ব্রহ্মময়ী ও এতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা কহিতে পারেন নাই, এখন স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃন্দা ও শান্তার শোক শত গুণে উথলিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে রামশঙ্করের গীতার কথা মনে পড়িল, ভগবানের কথা প্রাণে জাগিল,—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, সমস্ত মৃত্যু কেবল আমি চৈতন্ত স্বরূপ, মনুষ্য মরে না।" সদসৎ বিবেক বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত ও প্রবীন রামশঙ্করের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। তিনি চাহিয়া দেখেন,—রথে দিব্য আভরণে, দিব্য বস্ত্রে, ফুলমালা গলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী ইষ্টদেব শ্রীহরি বিরাজিত! তাঁহার শরীরে অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখা দিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল।

আহা! সে দিব্য ভাব কার ভাগ্যে ঘটে! ব্রহ্মময়ী স্বামীর অপরূপ ভাব দেখিয়া, রামশঙ্করের আনন্দপূর্ণ স্পন্দ রহিত দেহকে ধরিলেন। সাধু দেহ স্পর্শে ব্রহ্মময়ীও ভাবময় হইয়া রথে দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিভোর হইলেন। স্পন্দ-রহিত হইবার

উপক্রম হইল। পশ্চাতে মধুর অথচ গম্ভীর ভাবে হরি-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের সংজ্ঞা হইল। পশ্চাতে অপর কেহ নহেন, স্বয়ং স্বামীজি ও সিদ্ধেশ্বর!

দশম পরিচ্ছেদ।

নারাণ ঠাকুর।

শান্তিপুরের পাকা রাস্তায় দুই ব্যাক্তি চলিতেছে। এক ব্যক্তির ব্যাগ হস্তে, ছাতি মাথায়, নাগরা জুতা পায়, ছিটের জামা গায়; অপর ব্যক্তির গেরুয়া কাপড় পরা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। প্রথম ব্যক্তির নাম নারাণ ঠাকুর, দ্বিতীয়টি আমোদের পরিচিত সিদ্ধেশ্বর। নারাণ ঠাকুর খুব চতুর লোক, আজকালের দিনে তিনি ঘটক চূড়ামণি! হয়কে নয় করিতে সত্যকে মিথ্যা করিতে, মিথ্যাকে সত্য করিতে, তিনি অদ্বিতীয়! নারাণ ঠাকুর টুলো পণ্ডিত না হইলেও তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত। অপরে বলুক বা নাই বলুক, তিনি প্রত্যেক কথায় সংস্কৃতের বুকনী দিতেন। ঘটক মহাশয় নস্য লইয়া নাকি সুরে বলিলেন,—সিদ্ধেশ্বর তুমিও দেখ্‌চি সন্ন্যাসী হয়েচ, তোমাদের মঠের ব্যাপারটা কি হে।"

সিদ্ধেশ্বর মঠোদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞা, ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, মঠে স্বয়ং ভগবান্

ভবানীপতি বিরাজ করেন। গুরু-মা সাক্ষাৎ, তিনি যেন স্বর্গ ভ্রষ্টা দেবতা! তাঁর উপদেশ শুন্‌তে শুন্‌তেই আমরা বিভোর হই, কোন কোন দিন আহার নিদ্রা মনে থাকে না।

ঘটক হাসিয়া বলিলেন,—"বটে! এত দূর! তবে তোমরা খুব মনের সুখে থাক।"

সিদ্ধেশ্বর। ঘটক মহাশয়, ধর্ম্মের নাম কার না প্রাণে সুখ হয়। ঘটক মহাশয়, শাস্ত্র বলে যে "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্ম সর্ব্ব ভূতের সার মধু স্বরূপ।

ঘটক। বাপু হে, ক্ষান্ত দেও। স্বামীজীর কাছে যাই,তাঁর মুখে কেবল ধর্ম্ম! কেবল ধর্ম্ম! তুমি ও ছাই সেইরূপ হলে। আর আমি ত চিরকেলে পাগল তুমি ও যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে আরো খেপলে। ধর্ম্মটা কি?

সিদ্ধে। মশায়, অত তত্ত বুঝি না; বুঝি—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, ব্যাস নারদ শুকদেব যে পথের পথিক, গুরু মা স্বামীজী যাঁর জন্যে পাগল, অনেক বিষয়ী যাঁর জন্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ করে সেই চরণ সার করেচে, যাঁর জন্ত এত হয়, সেই ধর্ম্ম, তাতে যে কি অমৃতময়ী সুধা আছে, তা তুমি আমি কি জানব? আবার বলি শুন,

আমরা ধর্ম্ম জানি না, বুঝি কেবল সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গের গুণ অনেক—তোমার আমার মত অনেক পাষণ্ডকে সাধুগণ সৎপথে চালিত কত্তে পারেন। যেমন কামারশালায় বসিলেই গাত্র উত্তপ্ত হয়, স্নান করিলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়, সেইরূপ সাধু সন্দর্শনে বা সাধু সংসর্গে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি চকিতের ন্যায়

দেখিতে পাওয়া যায়। পাষণ্ড ঘোর পাপীদিগকে সাধুগণ মনে করিলেই মুক্ত করিতে পারেন, কত দিনের বিষম সংসার বাসনা, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়ের বল সমুহ সাধুগণ নাশ করিতে পারেন, সাধুগণ ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ।"

ঘটক মহাশয় সক্রোধে বলিলেন,—ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! আমরা এত পাঠ করেচি, জন্মাবধি টোলে সংস্কৃতের বচনের জিবের আড় মার্‌তে মর্‌তে দিন কাটালাম, তুই এলি ধর্ম্মের উপদেশ দিতে! কি জানিস হতভাগা তুই শাস্ত্রের, পুরাণের কি ধার ধারিস্ বেদের মর্ম্ম কি বুঝিস্? শোন্ আচমনের মন্ত্র বলি—

ওঁ অপবিত্র পবিত্রবা সর্ব্বাবস্থা গত বিপা, যঃস্মরে পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ। নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ!

বল্ দেখি একটা মন্ত্র! বল দেখি একটা শ্লোক? তবে তোর ধর্ম্মের ঢেউ বুঝি। শোন্ আর একটা কবিতা, এটা আমার নিজের রচনা—

আত্মবৎ নিজ দ্রব্যেষু,
সংগ্রহ ব্যাগ মধ্যতে।
স্বদেশে বিদেশে যাত্ত,
নারাণ ঠাকুর পূজ্যতে।

শুন্‌লি ভণ্ড ব্যাটারা, আমার মত পণ্ডিত কে?

পাঠক মহাশয়, ঘটক মহাশয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিয়াছেন, আর শুনিবেন কি? নারাণ ঠাকুর যে সরস্বতীর বরপুত্র তাহার পরিচয় ত আপনারা পাইলেন; কিন্তু আপনারা যতই বিরক্ত হউন, নারাণ ঠাকুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি

আবার বলিতে লাগিলেন,—ওরে সিধে, আবার শুনবি? মন্ত্র তন্ত্র সব ত আমার একচেটে! আচ্ছা, ক্রমে ক্রমে ছাড়া যাবে। এখন তুই একটা বল, শুনি।

সিদ্ধেশ্বর ক্ষুদ্রস্বরে বলিল,—মহাশয়, আমার ও সব বিদ্যে বুদ্ধি নেই; শাস্ত্র মাস্ত্র কিছুই বুঝি নি আর ক্ষণস্থায়ী জীবনে শাস্ত্র সমুদ্র পার হয়ে কতদূর যে ধর্ম্মলাভ করবো তাও বিশ্বাস নাই। তবে সাধুসঙ্গ যে দুস্তর ভবার্ণবের এক মাত্র নৌকা তা বুঝেছি স্থির জেনেছি—

নলিনী দলগত জলবত্তরলং
তদ্বজ্জীবনং অতিশয় চপলং ॥
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা ॥

যেমন পদ্ম পত্রে জল অস্থায়ী তেমনি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ। কিন্তু এই অস্থায়ী দেহের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও ভব-সমুদ্র পারের এক সাধুই সম্বল সাধুই সর্ব্বস্ব। তুমি হাজার শাস্ত্র জান কিন্তু, সাধু-মাহাত্ম্য জান না। শুন একটি সাধু প্রসঙ্গ বলি। সাধুগণ কিরূপ ত্যাগী এইতে বুঝিবে—

এক সাধু গঙ্গাতীরে থাকেন একটি যুবক প্রত্যহ সেই সাধুর নিকটে যান। এমন কি শেষে যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া সেই সাধু সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শিষ্যের যত দূর করা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিনি সেই সাধুর পূজা করিতে লাগিলেন।

সাধুটি সেই যুবকের ভক্তিতে বিশেষ প্রীত হইয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা

কর? যুবক কহিলেন—হে ধার্ম্মিক চূড়ামণি হে মনোজ্ঞ আপনি ত আমার হৃদয়ের ভাব জানিতেছেন আমি বড় গরীব। আমার উদরে অন্ন নাই, আমি ভদ্র লোক আমার সম্ভ্রমও আছে; কিন্তু অর্থ সঙ্গতি নাই; তাই প্রভু, আপনার কাছে বড় আশায় আসিয়াছি। যাহাতে আমার কিঞ্চিৎ অর্থ হয়, এমন উপায় করুন। সাধু বলিলেন,—রাম! রাম বৎস, এত দিন আমার সেবা করিয়া তুমি এই দ্রব্য প্রার্থনা করিলে। বৎস যে দ্রব্যকে আমি বিষ্ঠা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, যে কাঞ্চনকে, যে রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রাকে সামান্য প্রস্তর ও মাটি বোধে আমি স্পর্শ করি না যে সংসার দাবানল হইতে আমি ভীত হইয়া নির্জ্জন আশ্রয় করিয়াছি, এখন কোন প্রাণে কোন হৃদয়ে কোন্ হাতে আমি সেই বিষ্ঠাতুল্য কামিনী কাঞ্চন পূর্ণ দ্বেষ হিংসা কলহ সমাকীর্ণ সংসার সাগরের অপার্থিব পদার্থ তোমাকে দিব। এস, তোমকে এক অমূল্যধন দিতেছি। এ ধন পাইলে, তুমি আর কিছু চাহিবে না এই বলিয়া সাধু তাঁহার শরীরে দিব্য শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। জ্ঞান সূর্য্যের প্রকাশে হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল। অধোমুখী কুণ্ডলিনী জাগিল। তখন যুবক সংসারের অসারত্ব বুঝিলেন। আর সে পাপের সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি প্রথমে গুরু সেবা পরে তীর্থ ভ্রমণে জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম বস্তুর সুখে পরম চিন্তায় কাটাইলেন।”

নারাণ ঠাকুর উচ্চ হাস্তে তাঁহার কথায় উত্তর দিলেন,—তোমরাও যেমন পাগল; সেও ততোধিক! আমি হলে, সে গুরুর পাঁজি পুঁথি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করে আনতুম।”

সিদ্ধেশ্বর স্বামীজীর আজ্ঞায় শরতের অনুসন্ধানে অসিয়া-ছেন। শান্তিপুরেই সিদ্ধেশ্বরের বাসা ছিল। শান্তিপুরের সকলেই সিদ্ধেশ্বরেক চিনিত। সিদ্ধেশ্বরের তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলেও সিদ্ধেশ্বর ধার্ম্মিক ছিলেন। বিদ্বান, মূর্খ, ধনী বা দরিদ্র ধর্ম্মের নিকট সকলি সমান আদরের। মূর্খও ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে নিয়োগ হইয়া থাকেন,—আবার ধনীও নিরয় গমনের পথ প্রশস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

হায়! কালের গতি অতীব দুরাপক্ষেয়! কাল সময়ে মধুর কুসুম সৌরভে দশদিক মাতোয়ারা করিয়া মানবগণকে শান্তির বিভোরে মাতাইতেছেন, :কখন সেই বসন্ত কালোচিত মলয় পবনে মন্দ মন্দ বিজনে তাপিত প্রাণ শীতল হইতেছে— কখন কাল-কূজিত কোকিলের সপ্তমস্বরে বিরহীর বিরহ-বিধূ-রতা উদ্দীপিত করিতেছে। কালে ধার্ম্মিক ভ্রমান্ধে পতিত হইয়া মায়ামোহে রৌরবের পূতিগন্ধে মগ্ন হইতেছেন— আবার কালে ঘোরপাপী নরকের কীট ধর্ম্মালোক উদ্ভাষিত হইয়া আপনার নির্ম্মল ধনে অধিকারী হইয়া দেহ মন পবিত্র করিতেছেন;—কালে ধনী নির্ধন,—ধনপতি দরিদ্র,—পথের ভিখারীও ক্রোড়পতি হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

সিদ্ধেশ্বর নারায়ণ ঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া শরতের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বীণার উইল।

তুমি ভাব এক, হয় আর এক। দরিদ্র দারিদ্র যন্ত্রণায় পড়িয়া ধনবান হইবার জন্য মনে মনে কত চিন্তা করে,—কতবার ভগবানের নিকট ধন প্রার্থনা করে, কতবার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল এক তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু দরিদ্র ভাবের হ্রাস হয় না—ভিক্ষা করা বন্ধ হয় না। কেহ হয়ত ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয়েও নগদ টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন। যাহা হউক সংসারে সকলি বিচিত্রময় ভাব।

বিরহী কাঁদে—প্রেমিক হাসে। প্রেমিক জানে না বা বুঝিতে পারে না যে, এমন একদিন অবশ্যই তাহার আসিতে পারে যে দিন প্রেমাকাশে ঘোর অন্ধকারের সমাবেশ হইবে,—অবশ্যই বিরহে কাঁদিতে হইবে। অবশ্যই অন্তর দাবদাহে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

পাঠক! সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দ্বার বদ্ধা বীণা পড়িয়া আছে। এক বার কি সেই কণকলতিকা সতীর তত্ত্ব লইবেন না? বীণার অদৃষ্ট মন্দ বলিয়া কি তার দুঃখে এক বিন্দুও অশ্রুপাত করিবেন না? মন্দভাগিনী অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বরী হইয়াও দীনহীন কাঙ্গালিনী। বীণা কতবার এক মনে মনের আবেগে কাঁদিতেছে—কতবার নীরবে রহিতেছে।

এ সংসারে এমন কেহই নাই যে, বীণার দুঃখে সান্ত্বনা করে। বীণার আত্মীয় স্বজন যথেষ্ট—বীণার প্রসাদ ভিক্ষায় দেশশুদ্ধ লোক তোষামোদ করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া আজি বীণার সহায় কেহই হইতে চায় না; কেন না বীণার গর্ভে সন্তান হয় নাই। বীণা যদি একটা অন্ধ বা খঞ্জ পুত্র প্রসব করিতেন, তবে এ রাজ সংসারে সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করিতে কথঞ্চিত সমর্থা হইলেও পারিতেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিপি-দৈব বিড়ম্বনায় বীণার অদৃষ্টে সে সুখ বিধাতা লেখেন নাই। কাজেই বীণার রোদনের কারণ—ক্লেশের সমতাকারিণী সহচরী কেহই মিলিল না। বীণা যাহাকে ভবসংসারের কাণ্ডারি করিয়া দেহ তরীতে দেবতা করিয়া লইয়াছিল সেই শিবচন্দ্র অতুল ধন মদে—জমীদারীর মোহন দুগ্ধ ভাবে বীণার প্রেম, ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্যকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিতে বিব্রত। কিন্তু ধনী হইলেই ত আর জ্ঞানী হয় না। মুর্খ কুবের সদৃশ জমীদার ভ্রমেও ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না যে স্ত্রী অর্দ্ধাংশ ভাগিনী। শিবচন্দ্রের অর্দ্ধ অঙ্গ বণার দখলিকার, অপরার্দ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্য বারনারীকে করিলে, শিবচন্দ্রের শিবত্ব পাইবার অবসর লইতে হইবে। শিবচন্দ্রের দেহের অর্দ্ধেক বীণার—অর্দ্ধেক নিজের ছিল, সেই নিজ সম্পত্তি অপরকে দান করিলে যে তাহার জীবন সুখ হইবে না—মরণ নিকটবর্ত্তী হইবে তাহা ভ্রমাদ্ধে শিবচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না। পার্শ্ব সহচর বা মন্ত্রিগণ বাবুর কথার প্রতিবাদ করিতে পারে না; সুতরাং বাবুর সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত সারবান বলিয়া গ্রাহ্য হইল।

"পুত্রই পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করেন" এই সারবান কথার কতই যে ব্যাখ্যা হইল তাহা লিখিয়া বলিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। শিবচন্দ্র বুঝিলেন এই অতুল ঐশ্বর্য্য কাহাকে দিয়া যাইব? বংশ লোপ হইবে, পিণ্ড লোপ হইবে; অতএব বীণার অশ্রুপাতে কি হইবে? সে কি নরক যন্ত্রণা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে? না পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ড লোপ যাহাতে না হয় তাহা করিতে সমর্থ হইবে? শাস্ত্রে লেখা আছে পুত্রের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ—আবার পিণ্ডার্থেই পুত্রের প্রয়োজন। যাহাতে পুত্র উৎপাদন হইল না বা হইবার আশাও আদৌ নাই যখন, সেই স্ত্রী লইয়া কি করিব? বিবাহ করা অন্যায় নহে বরং শাস্ত্রানুমোদিত।

সত্য বটে বীণাকে ভালবাসি, বীণার প্রেমের প্রতিবন্ধক করিতে অন্তরে ব্যথা লাগে; কিন্তু কি করিব উপায় নাই। ইত্যাকার কত কথাই বীণা কতবার তোলা পাড়া করিতেছে। একবার স্বামীর কপট ব্যবহারে দুঃখিত—আবার শিবচন্দ্রের অনুপম স্নেহে ভাসমান হইতেছে। বীণা দুই দিন ঘরের দরজা খোলে নাই, মুখে জল দেয় নাই, এ সন্ধান কেহই লইলেও না। বীণার ভার এখন শিবচন্দ্রের দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বীণার হঠাৎ মৃত্যু হইলেই শিবচন্দ্রের কণ্টক দূর হয়। বীণা বুঝিল—বীণা শিবচন্দ্রের ভাবী সুখের কণ্টক স্বরূপে অবতীর্ণা। বীণার চক্ষে আবার জল আসিল; বীণা নীরবে আবার কাঁদিল।

বীণা আবার কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কি লিখিবে? কাহাকে লিখিবে—তাহা ঠিক নাই। কগজ কলম

দোয়াত লইয়া অনেকক্ষণ মনে মনে কি কত চিন্তা করিয়া লিখিল—

হৃদয়েশ্বর! এই কথাটি কাটিয়া দিল, দিয়া লিখিল আর ত আপনাকে হৃদয়েশ্বর বা প্রাণনাথ লিখিতে পারি না, কারণ আর ত আপনি আমার হৃদয়ের ঈশ্বর বা নাথ নহ। অহো! বিধির কি বিড়ম্বনা, যে একমাত্র আমা বই জানিত না, যে আমার, আমি যাহার ছিলাম, এখন কালের বিঘূর্ণনে সেই প্রেম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সখে! এমুখ আর তোমাকে দেখাইতে সাধ নাই এ পোড়া মুখ নিঃসৃত বিষময় বাক্য শ্রবণে অবশ্যই তোমার কষ্ট হইবে, তাই এই লিপি খানি লিখিয়া রাখিয়া চলিলাম। আমার মৃত্যুর পর খুলিও, খুলিয়া যাহা লেখা থাকিল করিও। আর কিছু কর আর না কর আমার এই শেষ কয়টি করিয়া দিও। কত সৎকার্য্য করিব বলিয়া মনে মনে কত যে সাধ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না, বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিলেন। পুত্র হইল না বলিয়া জীবের—মানবের কর্ত্তব্য কি? তাহা স্বামীজীর নিকট পরক্ষে উপদেশ লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে শুনুন—দেব! পতিই সতীর একমাত্র অবলম্বন। পতিই সংসারের পথ দর্শক। সুখ দুঃখে স্ত্রীই পতির সহকারিণী মিত্র। স্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রি জগতে দুর্লভ। দেব তুমি রাজা হও আর দরিদ্র হও সৎস্ত্রী পাইলেই সুখ হইবে, নতুবা মনোকষ্ট সহিতে হইবেই হইবে. তখন অভাগিনীকে অবশ্যই স্মরণ হইবে। অভিসম্পাত করি না। কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে মনোকষ্ট দিলে মনকষ্ট পাইতে হয়। দেব! যে প্রেমের ভাগিদার জুটাইয়া দিতেছেন

সেই প্রেমে কখন সুখ পাইবেন না। অন্য কথায় কাজ নাই।

আমাকে আপনি যে তালুক লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং শ্বশুর মহাশয় আমার নামে যে জমীদারী ক্রয় করেন এই দুই তালুকের আয় হইতে পুরুষোত্তম যাইবার পথে পান্থ নিবাস অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় একত্রে ত্রিশা[illegible] বন্দো-বস্ত রহিবে বাৎসরিক আমার যত টাকা আয়—পঁচিশ হাজারের কম নয় সেই পঁচিশ হাজারই এইরূপ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। স্থানে স্থানে স্থাপিত করিবেন;—কেবল একটি করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। আপনি শত সহস্র বিবাহ করুন আর আপত্তি করিব না, অবলার এ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।

গহনাগুলি আপনার কনিষ্ঠ ভগিনী, আমার স্নেহের ঠাকুরঝির জন্য রহিল। আর কোন কথা নাই। পর জন্মে যেন তোমা হেন স্বামী পাই এই প্রার্থনা ভগবানের নিকট করিতেছি।

শেষ অনুরোধ—আমার জন্য শোক, দুঃখ করিবেন না। কোন অনুসন্ধান লইবেন না,—ভাবিবেন আমি আর ইহ সংসারে নাই, আর আমি আপনার সুখের গরল-রূপিনী রাক্ষসী সাজে আপনার সম্মুখে কদাচ উপস্থিত হইব না। নব-পরিণীতা ভার্য্যায় মন সংযোগ করিয়া সুখে সংসারের সুধা উপভোগ করুন। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে, তার বেশী আর কিছুই হইবে না।

আপনার দাসী——বীণা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বা সাধে-বাদ।

সেই দিন প্রভাতে বাটীর সকলেই দেখিল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঘর শূন্য। এক দিন যে ঘরের আলোকে সংসার আলোকময় ছিল আজি সেই ঘর—সেই বৃহৎ অট্টালিকা যেন শ্মশান ভূমির ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বীণা কাহাকেও কিছু না বলিয়া অভাগিনী কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এদিকে শিবচন্দ্র মেদিনীপুরে বিবাহ করিতে গিয়াছেন। সঙ্গে সহচরগণও আছেন। এখানে বীণার নিরুদ্দেশ শিব চন্দ্রের অজ্ঞাতে হইল, শিবচন্দ্রের সে ভাবনা ভাবিবার সময় নাই। সতীকে কাঁদাইলে যে কাঁদিতে হইবে, সতীর অশ্রুজলে যে তাঁহার সাধের বিবাহ ছাই পড়িবে তাহা চিন্তা করিবারও অবকাশ নাই।

শুভ দিনে শিবচন্দ্রের বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বলা বাহুল্য যে মাতুল বাটী থাকিয়াই বিবাহ হইল—এবং মাতুল মহাশয়ই এ বিবাহের ঘটক। পরিনীতা নব-বধু বালিকা নহে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া নব-যৌবনাবতী রূপসী-রত্ন। নব-বধূর নাম সরোজ। সরোজ যথার্থই যেন সরোবরের সরোজিনী। রূপ দেহে ধরে না। রূপের বাহার কমনীয় কান্তিময়। দীর্ঘ কেশী, সুনাসা, ভ্রূযুগল যথার্থই মন্মথের ফুল ধনুতে বির-চিত, নয়ন দুইটি যেন মদনের উচাটন ও সম্মোহন বাণদ্বয়,

পীনোন্নত নবপয়োধর ভারে সরোজ বিনম্রা। ফলতঃ সরোজ সুন্দরী, মুনিজন মন-লোভা রূপসী। সাক্ষাৎ কামের সহচরী রূপে অধিষ্ঠিতা।

সরোজের পিতা শুনিয়াছিলেন বটে। যে শিবচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী সত্বেও শিবচন্দ্র বিবাহ করিতেছেন, সতীনের গলায় ফুল্ল কুসুমের মালা পরাইতে প্রথমে কতই আপত্তি উঠিল। কিন্তু দরিদ্র জ্বালা বড়ই ভীষণ। অর্থের মোহিনী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই দুষ্কর। অর্থে—প্রচুর অর্থে সরোজ নিধি শিবচন্দ্রের করায়ত্ত হইবে বিচিত্র কি? সংসারের কার্য্য এই; অর্থে ধর্ম্মকেও লোক তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না যখন, তখন সামান্ত কন্যা রত্ন যে বৃদ্ধ বরে অর্পিত হইবে বিচিত্র কি?

পাঠক কন্যা ত নব যুবতীপদ বাচ্য। ও দিকে শিবচন্দ্রের বয়স গণনা করিয়া দেখুন দেখি। শিবচন্দ্র পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ়া। ভবধামের অবসর গ্রহণ করিবার প্রায় উপক্রম করিতেছে এক্ষণে সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার প্রকৃত সময় হইলেও বংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সরোজ পতিকে বৃদ্ধ দেখিয়া অশ্রুজল ফেলিল বটে; কিন্তু তাহা কেহই জানিল না। শিবচন্দ্রের দত্ত অলঙ্কারে সরোজ এখন সজ্জিত। পাড়ার সমবয়স্কা সহচরীগণ সকলে একে একে সরোজকে ও বরকে দেখিতে আসিল।

সরোজ একা বসিয়া কাঁদিতেছে। এমন সময় বিভা আসিয়া বলিল—

সরোজ এই সুখের সময় কি চকের জল ফেলিতে আছে।

শ্বশুর বাটী যাইবে তার আর কান্না কেন বন্। আমরা শ্বশুর বাটী যাই নাই কি! তুমি ত আর ছেলে মানুষ নও যে কাঁদিতেছ? স্বামী দেবতা স্ত্রীলোকের পূজনীয় তায় জমীদার— বড়লোক কোথায় হাসিতে হাসিতে স্বামী গৃহে যাইবে, না হইয়া রোদন ?

সরোজ কোন কথা বলিল না। চক্ষু মুছিয়া এস ভাই বলিয়া বিভাকে কাছে বসাইল। বলিল—

বিভা! বাল্য খেলা শেষ হইল, এখন যৌবনে প্রকৃত সংসারের খেলা খেলিতে যাইতেছি জানি না ভগবান কিরূপ খেলা খেলাইবেন। ভাই আর ধুলা খেলাম সময় আসিবে ন এখন তৎপরিবর্ত্তে প্রকৃত খেলাই খেলিব দেখি পারি কি হারি। ভাই মনে ভয় হয়। পাছে সংসারের সকল খেলা খেলিতে না পারি?

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রাবতী ভানুমতি প্রভৃতি অন্যান্য আরও আট দশ জন সমবয়স্কা আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিভা। ভাই সরোজ! বর কেমন! বলনা চুপ করিয়া রহিলে কেন।

চন্দ্রা। আ মরণ আর কি! বিয়ের কণে এখন বলবে বর কেমন চক্ষু আছেত বাহিরে গিয়ে দেখে আয়না কেমন?

ভানু। তা ভাই বলতে দোষই বা কি?

বিভা। এই ভাই বলতো! সরোজ ত আর ছেলে মানুষ নয়।

ভানু। বলি সরোজ! ভাই বরতো মনের মত হইয়াছে।

বিভা। তা হবেনা কেন লো! সে যে জমীদার, ধনী।

সরোজ। জমীদার ধনী—(বলিয়া নীরব)।

বিভা। বলনা সরোজ! বল্‌তে বল্‌তে চুপ করে রইলি যে!

সরোজ। বলবো কি ধনী জমিদার চেয়ে গরীব ভালো সমানে সমানে কুটুম্বিতাই সুখের। ধনীতে গরীবে আত্মীয়তার বিসদৃশ ঘটে এই কথাই বল্‌ছিলেম।

বিভা। না ভাই মনের কথা গোপন কল্লে, আচ্ছা করো। চল ভাই বাড়ী যাই বেলা হল নাইতে হবে যে।

সরোজ। না ভাই রাগ করিও না। তোমাদের ছাড়িয়া যাইব তাই বড়ই মনে ব্যথা পাইয়াছি।

এমন সময় শিবচন্দ্র স্নানের জন্য বাড়ীর ভিতরে কাপড় ছাড়িতে আসিলেন। কন্যাগণ দেখিল হাতীর গলায় ঘণ্টা—সোণার কনকলতিকা কাঠুরিয়ার গলায়? বুড়োর হাতে যুবতী—রাখালের হাতে শালগ্রামের ন্যায় অনাদরে এই কণকলতিকা শুকাইবে তাই সরোজের চক্ষে জল পড়িয়াছিল। দিদি পয়সার কি এতই লোভ! পয়সার জন্য স্নেহের কন্যা রত্নকে চিরদিনের মত দুঃখ পাইবে জানিয়াও বাপ মা তাহাকে হাত পা ধরিয়া ফেলিয়া দিল।

শিবচন্দ্র পাড়ার কন্যাগণকে দেখা দিয়া আপ্যায়িত করিলেন সরোজের খেলিবার সঙ্গিনী বলিয়া কৌতুকের ফোয়ারা তুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন অনেক কথার পর সকলকেই মুখ দেখা দর্শনি বলিয়া এক একটি রৌপ্য মুদ্রা বিতরণ করিলেন। কন্যাগণ গৃহে যাইল।

আহারাদির পর বর কন্যা যাত্রা করিলেন। মাতুলালয়ে

গিয়া শিবচন্দ্র অধিষ্ঠান হইলেন। বীণার সাধে—বাদ হইল সরোজ! সপত্নীর যন্ত্রণা যদি একদিনের জন্য সহ্য করিতে তবে জানিতে তোমার অদৃষ্টে কিরূপ সাধে—বাদ হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপবনে—কুসুমে সরোজে।

কুসুম। দেখ ভাই কেমন গোলাপ ফুল গুলি ফুটিয়াছে, গন্ধে বাগান আমোদ করেচে।

সরোজ। গোলাপ গুলি খুব বড় বটে। এই দেখ এ দিকের গোলাপের গাছটিতে কত ফুল ধরেচে, কিন্তু যেমন রং তেমন গুণ কৈ? গন্ধ আদৌ নাই।

কুসুম। সকল ফুলের কি গন্ধ থাকে?

সরোজ। আবার সে ফুল গুলি গন্ধওয়ালা তার মধে সবগুলিরই আর গন্ধ সমান নহে। ভাল মন্দ সব জিনিষেরই আছে।

কুটুম্ব। তা আছে বৈ কি? হাতের পায়ের অঙ্গুলি গুলি এক সমান নহে।

সরোজ। ভাই ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে দুইটী এক শ্রেণী পরস্পর জিনিষেরই এক হয় না, তখন আর কি?

কুসুম। তা ঠিক বটে।

সরোজ। এই দেখ এক গাছের গোলাপ ফুল দুইটী;

প্রকারের গঠন, কোনটীর গন্ধ মনোহর—কোনটীর গন্ধ অনেক কম।

কুসুম। মানুষের ভিতরই যখন ঠিক একরূপ লোক লক্ষ্য হয় না, তখন অন্য কি!

সরোজ। তা হইবে বৈ কি? ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ঐ একই প্রকারের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে না; তুমি আমি দুই জনে এই এত ভাব—ভালবাসা আছে; কিন্তু প্রকৃতই কি দুইটী মনে গাঁথা হইয়া এক হইয়াছে বলিতে পার? তুমি আমি কত স্বতন্ত্র একবার ভাব দেখি।

কুসুম। তুমি সুন্দরী—আমি কুৎসিতা।

সরোজ। সুন্দরী কুৎসিতার কথা নয়।

কুসুম। নয় কেন?

সরোজ। ভিতরে অনেক নিগূঢ় কথা আছে।

কুসুম। তা আছে বৈ কি? রূপ গুণ দুয়েই স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইবে।

সরোজ। যাক ভাই তর্ক রাখ ভাল সুগন্ধি ফুল তোল দেখি।

কুসুম। কি হবে? ফুল গাছে থাকিয়া যেরূপ রূপপ্রভা ও গন্ধ বিলাস যত্নে তুলিয়া লইলে সে স্বাধীন স্বভাবের কোলের শোভার খর্ব্ব হইবে ও গন্ধ মৃদুতা ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে।

সরোজ। তা যাক কতক ত থাকবে! আর যা থাকবে তাতেই প্রেমিক জনের মন ভুলাইতে পারিবে।

কুসুম। তা পারে পারুক তাতে আমার কি ভাই বরং তোমার বেশী দরকার। "মালা গেঁথে লও—নাগরের মন ভুলাইবার তরে।"

সরোজ। মন আর ভুলাইতে হবে না। মন ভুলিয়াই আছে।

কুসুম। মন না ভুলাইলে কি ভোলে?

সরোজ। ভোলে।

কুসুম। এ তোমার মিথ্যা কথা।

সরোজ। এ অতি সত্য কথা।

কুসুম। কিসে সত্য কথা?

সরোজ। ভাই ঠেকে শেখা ও দেখে শেখা এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল পথ বল দেখি?

কুসুম। যে কথা হচ্চিল তার কি হল? সে কথা চাপা দিলে চল্‌চে না।

সরোজ। না, চাপা দিতেছি না,—ঐ কথাই বুঝাইয়া দিতেছি।

কুসুম। আচ্ছা দাও।

সরোজ। আচ্ছা আগে বল দেখি, ঠেকে শেখা আর দেখিয়া শুনিয়া শেখা এ দুইটার মধ্যে কোন্‌টা ভাল?

কুসুম। এই বার তো বড় মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখ্‌চি যে? এ বল্‌তে পারা কি আমাদের কাজ? ও সব পণ্ডিতদের কাজ।

সরোজ। পণ্ডিতে পারে বলে কি আর কেউ পারে না?

কুসুম। তা ভাই অত শত বুঝ্‌তে পারি না।

সরোজ। কেন পারবে না!

কুসুম। অত বিদ্যে বুদ্ধি নাই!

সরোজ। মনে কর তুমি লোকের কাছে শুনিয়া আসিতেছ যে, মনের মত স্বামী হইলেই স্ত্রীর সুখ হয়। কিন্তু যখন ঠেকিয়া

দেখিলে কিরূপ ভাবের স্বামী হইলে তোমার মনের মত হয় ?

কুসুম। তাই তো বলিতেছিলাম মনের মত করিয়া লইতে হয়।

সরোজ। মনের মত করিয়া লইতে হইলে আগে দেখা উচিত দেখিয়া ও শুনিয়া যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই কাজে খাটাইয়া বহুদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। তারপর মন্ত্র ঝাড়—মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে কষ্ট হয় না। আর সমানে সমানে না হইলেও গড়িয়া লওয়াও হয় না। সম-শ্রেণীস্থ বৃক্ষেরই জোড় কলম হইয়া থাকে। দুই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের কলম হওয়া দুষ্কর। বয়সেরও সমতা চাই, পাকা গাছের সঙ্গে নূতন গাছের যোড় লাগিলেও স্থায়ী হয় না।

কুসুম। এ কথা তুমি মিথ্যা বলিতেছ। দেখ, প্রকাণ্ড বুড়া আমগাছের ডালেই গত বৎসরের আমের চারারই কলম হয় অথচ তুমি বলিতেছ বুড়া গাছে নূতন গাছ জোড় লাগে না।

সরোজ। লাগিবে না বলিতেছি না, লাগিলেও স্থায়ী হয় না। আর এক কথা গত বৎসরের যে আমের চারাটি টবে রাখা হইয়াছে তাহা তদুপযোগী ডালেই কলম না বাঁধিলে হইবে না। কৈ তুমি সেই চারাটিকে প্রকাণ্ড কাণ্ডে বা মোটা ডালে বাঁধ দেখি তোমার কলম কিরূপ জোড় লাগে দেখিতে পাইবে।

কুসুম। তা বটে, যেমন তোমার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আর

দাদার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর, কেউ পাকা—আর কেউ কাঁচা এই ত তোমার মনের কথা।

সরোজ। আমার কথাই হক, আর তোমার কথাই হউক, সকলকার পক্ষেই ঐ একই নিয়ম।

কুসুম। আমার কথা কি প্রকারে? আমরা বেশী ছোট বড় নই তো, আমি চৌদ্দ তিনি একুশ এ ঠিক আছে।

সরোজ। তোমাকে ভাল বাসেন কেমন?

কুসুম। যেমন বাসিতে হয়, তার উঁচু নিচু নাই, কপটতা নাই।

সরোজ। প্রেমে কপটতা থাকিলেই প্রেমিকের মন দমিয়া যায়।

কুসুম। আমার স্বামী মনের মতই হইয়াছে। যে কাজ করিবেন সব কাজের মন্ত্রি আমি; তিনি বিদ্রূপ করিয়া কখন কখন মন্ত্রি মহাশয় এদিকে এস বলিয়াও আমোদ করেন, এ আমি তামাসা ভাবি না, বরং গৌরবের কথা ভাবিয়া থাকি।

সরোজ। তোমাকে কি কি গয়না দিয়াছেন?

কুসুম। পার্থিক স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত একখানিও অলঙ্কার পাই নাই; তবে অপার্থিব প্রেমালঙ্কারে আমাকে যেরূপ ভূষিত করিয়াছেন, তাহা অক্ষয়—এ স্বর্ণ রৌপ্যের গয়নার ক্ষয় আছে—সে গয়নার ক্ষয় নাই, সে গয়না অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরিতে পাইব। এ গয়না দেহের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ ঘুচিলেই গয়না পরা উঠিয়া যাইবে, কিন্তু সে গয়না পরা বরং আরও বাড়িবে।

সরোজ। তবে তুমিই প্রকৃত সুখী। তাইতে বলিতেছি সমানে সমানে মিলাই সুখের। আমার বোধ হয় জ্যোতিষের

মতে বর কন্যার কুষ্ঠি মিলানই এই জন্য, বর কোন লগ্নে কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে আর কন্যারই বা জন্ম নক্ষত্র প্রভৃতির সঙ্গে বরের ভাবী জীবনের সঙ্গী হইতে পারিবে কি না? যে ঐ আগেকার কথা জোড় কলম—আমগাছে কলাগাছের কলম হয় না বা আমগাছে শাঁড়া গাছের কলমের ন্যায় বিসদৃশ হয় তদ্রূপ হইবে; সুতরাং অর্থ লোভ পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতার দেখা কর্ত্তব্য যে দুইটি নবীন দেহ এক করিয়া দিতেছি, উঁহারা একত্ব সংস্থাপনের সমশ্রেণীস্থ জীব কি না, যদি না হয় অন্যত্রে সম্বন্ধ দেখিতে হইবে। কটুতে একটু মিষ্টি দিলে কটুত্ব যাইতে পারে না। তবে অতিরিক্ত মিষ্টিতে যায় বটে, কিন্তু কটু ও মিষ্টি নষ্ট হইয়া অন্য আস্বাদ ধারণ করিবে। এই রাসায়নিক মিলনও বিবাহে ঘটিতে পারে। প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াই বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য।

কুসুম। ঠিক কথা বটে। কিন্তু ভাই কয়জন লোক ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে? স্বার্থপর ধরা—ধন লোভেই ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। দেখনা কেন (রাগ করিওনা) তোমার—

সরোজ। রাগ করিব কেন। তুমি সরল ভাবে বল আমি রাগ করিব না।

কুসুম। তোমার মা বাপ ধন লোভে বড় লোকের ঘরে মেয়ে দিতেই বিব্রত ছিলেন, কিন্তু যে তুমি শৈশবে তাঁহাদের এত আদরের যত্নের কন্যা ছিলে, সেই তোমার ভাবীজীবনে সুখ বা দুঃখ ঘটিবে কি না এক বার চিন্তা করিতে অবকাশ পাইলেন না। ভাই অর্থ—গয়নায় কি সে জ্বালা

নির্ব্বান হইবার? যখন প্রণয়িযুগলের মন মিলন হইবার নয় তখন অর্থে কি প্রণয় আনিয়া দিতে পারিবে? প্রথম প্রথম তোমার মনে যেমন কষ্ট হইতেছিল, দিন কত পরে অভ্যাস থাকিয়া গেলে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবে, বিদ্যুৎবৎ ক্ষণ সুখদায় ছবি দেখিতে পাইব; কিন্তু তাহাতে আরও অন্তর দহিবে।

সরোজ। তা জানি। এই কয়দিনেই যেন কত শত বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। ভাই আমার অদৃষ্ট ভারি মন্দ?

কুসুম। অদৃষ্ট কি? অদৃষ্টে কি লেখা আছে বুড়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? সোণার পুতুল মাটীতে মিশাইয়া যাবে?

সরোজ। অদৃষ্ট লিপি না হইলে এসব ঘটনা হয় কি?

কুসুম। কেন তোমা হেন রূপসী কন্যাকে ইচ্ছা যত্ন করিলে তোমার পিতা ভাল পাত্রের সহিত বিবাহও দিতে পারিতেন।

সরোজ। সে কথায় আর দরকার নাই। বর্ত্তমান অবস্থার ভিতর কি প্রকারে কথঞ্চিৎ সুখ পাই, তার পরামর্শ দাও। এখন শুনিতেছি আমার সপত্নী আছেন? মন্দ নয় আগে শুনিয়াছিলাম যে, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই বিবাহ করিতেছেন।

কুসুম। না না স্ত্রী আছে তো। সে সব মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা। তবে তাঁহাকে যতদূর জানি তিনি লোক ভাল। তোমাকে যত্ন করিতেও পারেন; কিন্তু স্বামীর প্রেমে ভাগা-ভাগিতেই যে কিছু মনান্তর হউক বা না হউক ঈশ্বর জানেন।

সরোজ। লোকে কথায় বলে সতীনের ভালবাসা কোন্ দিন বিষ খাওয়াইয়াও মারিতে পারে। ভাই এ জগতে

সতীনের চেয়ে শক্র আর নাই। মুখে যতই কেন ভালবাসা থাকুক না অন্তরে কিছু বিষের ছুরি হানিবেই হানিবে। সতীনে সতীনে ভাব কি হইবার যো আছে? এক জনের প্রেমে দুই জন ভাগিদার সুতরাং গণ্ডগোল। এক জনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইব, সে কিছুই বলিবে না, এরূপ ধার্ম্মিক দুর্লভ।

কুসুম। সতীনের স্বামীরও নিস্তার নাই। কলহেই দিন কাটিয়া যায়, অসুখে অন্তর জ্বর জ্বর হইয়া যায়।

সরোজ। তা হবে না? ইচ্ছা করিয়া গলায় ফাঁস লাগাইলে গলায় লাগিবে না কে বলে? সাধ করিয়া গরল খাইল—সে গরল কি অমৃতের ন্যায় গুণ করিবে? লোক এত দেখিয়া শুনিয়াও যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না এই বড় দুঃখ! কত সংসারে এই প্রকার ঘটনা হইয়াছে—কত সংসারে কলহের আবাস—অশান্তির নিকেতনে পরিণত হইতেছে, তবু লোকে ঐ নিরয়ে ডুবিতেছে!

কুসুম। দাদা, সন্তান হইবার জন্যই তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন।

সরোজ। হাঁ, সন্তান হইলে প্রথমা স্ত্রীতেই হইত। যখন হয় নাই তখন জানিতে হইবে হইবে না। শত সহস্র বিবাহ করুণ তোমার দাদার সন্তান হইবার নহে—হইবে না। তুমি লিখিয়া রাখ আমি বলিতেছি তোমার দাদা সহস্রটা বিবাহ করুণ তবু সন্তান হইবে না। বিবাহ না করিয়া পোষ্যপুত্র লইতে পারিতেন; তাহা হইলে সংসারে কলহও হইত না, অথচ তাঁহার অভীষ্টও সিদ্ধ হইত।

কুসুম। তা হবে না কেন? সেই ভাল ছিল? তাও অনেকে বলিয়াছিলেন, উনি শুনিলেন না।

সরোজ। যখন লোকের সময় মন্দ হইবার উপক্রম হয়, তখন লোককে সৎপরামর্শ দিলেও সে ভাবে মন্দ পরামর্শ দিতেছে। নদী বেগে যখন সাগরে মিশিতে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে তখন সম্মুখে বাধা পাইয়া ফিরিবার নহে, যত দিন পর্য্যন্ত নদী গন্তব্য স্থানে না যাইতে পারে ততদিন অবধিই অবিরাম গতিতেই চলিতে থাকে; এও তাই লোকে ভাবে বিবাহ করিলে সুখী হইব; কিন্তু দুঃখেই মন ম্রিয়মান হইবে।

কুসুম। চল ভাই বাটীর ভিতরে যাই। সন্ধ্যা হলো।

সরোজ। হক না।

কুসুম। না, বাবা শুনিলে বক্‌বেন!

সরোজ। তবে চল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর সাধে-বাদ।

শিবচন্দ্রের মাতুলালয়ে শিবচন্দ্র দুই তিনমাস অতিবাহিত করিলেন। শিবচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা বীণার মন দুঃখ অপেক্ষাকৃত কম পড়িলে নিজ বাটীতে সরোজিনীকে লইয়া গিয়া বাস করিবেন। সেই জন্যই দুই চারি মাস মাতুল আলয় অবস্থান।

আজি চারি দিন হইল শিবচন্দ্র জমীদারীর কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য বাটী গিয়াছেন। সরোজিনী একাকিনী মেদিনীপুরে আছে। সরোজিনী একাকিনী ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছে, চল পাঠক আমরা এক বার সরোজিনীর দুঃখের কথা শুনিয়া আসি।

ঐ দেখ সরোজিনীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে, ঐ যে অলকাদাম বেণীচ্যুত্য অযত্নে আলুলায়িত, ঐ দেখ সোণার বরণে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে, ঐ হরিণ গঞ্জিনী নেত্রের সে প্রভা নাই, ঐ দেখ গাত্রের বসন স্থান ভ্রষ্ট; ঐ দেখ সে লজ্জাশীলতা নাই। সরোজিনী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—

"কে আমার সাধে-বাদ সাধিল।" "ভবিয়াছিলাম,—সুখে সোণার সংসার পাতাইব, কত ক্রিয়া কৌতুক করিব, কে সাধে বিষাদ আনিয়া দিল? বিবাহ হইবে—মনের মত পতি পাইব; মনের কত আশা মিটাইব যে মনে ছিল তাহা মনেই রহিল। হা পোড়া অদৃষ্ট এ কি করিলে অবলার বাড়া ভাতে ছাই দিলে? কোন আশাই পূর্ণ হইবার পথ রাখিলে না? অর্থ,—গয়না ভাল ভাল কৌষিকাম্বরে কি মনের কষ্ট ঘুচিবে? হায় পিতা মাতা আমার এমনও শক্র ছিলেন? আমার সরল প্রাণে কণ্টক বিধাইলেন,—সাধে-বাদ সাধিলেন?

সরোজিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় কুসুম আসিয়া প্রস্ফুটিত হইলেন। কুসুমের গন্ধে সরোজ চকিত হইলেন। কুসুমই এখন সরো-

জিনীর একমাত্র মন্ত্রি ও সহচরি। জুড়াইবার অবলম্বন স্থান হইয়াছে।

কুসুম অন্তরালে দাঁড়াইয়া সরোজিনীর সকল কথাই শুনিয়া-ছিল। কুসুমেরও চক্ষে জল পড়িল। কুসুমও সরোজিনীর ভাবী অদৃষ্ট ভাবিয়া দুঃখিতা হইল। কুসুম ধীরে ধীরে যাইয়া সরোজিনীকে চকের জল মুছাইয়া দিল, বলিল—

কাঁদ কেন বন! কাঁদিলে কি অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবে? বরং ধৈর্য্য ধারণ কর, অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিষাদে—সাধ মিটাইবার পন্থা দেখ। সাধে-বাদ হইয়াছে হউক, বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে, দেখ চেষ্টা কর, যত্ন কর বাদে-সাধ হয় কি না হয় একবার দেখ।

সরোজ। চেষ্টা আর কি মাথা করিব? এ জীবনে রোদনই সার—রোদন অবলম্বন জানিয়াছি। আর এক কথা বন, কাঁদিলে চকের জল পড়িলে মনের আগুণ অনেক নিবিয়া যায়, মনের কষ্টের আপাততঃ লাঘব হয়।

কুসুম। তা হয় বটে। তাই বলিয়া রাত্র দিন বসিয়া বসিয়া রোদন করিলে কি হইবে। আলস্য ছাড় মনে যাহাতে সুখ পাও সেই চেষ্টা কর। নতুবা বুড়া স্বামী হইয়াছে বলিয়া ওরূপ করিয়া কাঁদিলে লোকে নিন্দা করিবে।

সরোজ। লোক নিন্দায় কি মনোমালিন্য দূর হইবে? লোকের নিন্দায় কি হইবে বল! সংসারী লোকের নিয়মই এই—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়েরা পরের কুৎসা করিয়াই আলস্যে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। নিজের বা সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা না করিয়া বৃথা পরের গ্লানিতে যে জাতির যে অমূল্য

সময় ক্ষয় হয়, সে জাতির আবার আত্ম গরিমা কি? সে জাতীয় নিন্দায় আমাকে টলাইতে পারিবে না। বৃথা আলস্যে দিন না কাটাইয়া সেই সময় অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম বা সাংসারিক সুখ সৌকুমার্য্যার্থে নিয়োগ করিলে কত মহোন্নতি সংসাধিত হইতে পারে ভাব দেখি।

কুসুম। তা পারবৈ বৈ কি? কিন্তু সে শিক্ষা, সে সহিষ্ণুতা আমাদের কৈ? দুর্ব্বল অবলাজাতি পরাধীনা, পুরুষের দাসী বইত নয়। পুরুষ যে ভাবে চালাইবে, আমরা কলের পুতুলের মত সেই ভাবে চলিব।

সরোজ। এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল। পুরুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্ত্রীলোকে চলে না। এক্ষণকার বঙ্গ সমাজে স্ত্রীই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। স্ত্রীর মন্ত্রণা মুগ্ধ অবোধ পুরুষ চালিত। বশীকরণ বিদ্যা পুরুষের জন্য স্ত্রীর হাতে।

কুসুম। তবে কাঁদ কেন? দুঃখ করছো কেন? বশীকরণ বিদ্যার জোরে স্বামীকে বশ কর। মন সাধে চালাও বলাও হটাও। যা মন লাগে স্বামীকে তাই করিয়া গঠিয়া লও।

সরোজ। তা পারি; কিন্তু মন হয় না যে।

কুসুম। কেন হইবে না?

সরোজ। বয়সের তারতম্যে।

কুসুম। যখন হইয়াছে, তখন তো ফেলিতে পারিবে না। ভাল হক মন্দ হক, তোমারি। তোমারি দেবত—তুমিই তাঁহার উপদেষ্টা।

সরোজ। তাই মন কষ্ট না করিলে বা কথঞ্চিৎ সুস্থ না হইলে মন্ত্র তন্ত্র ঝাড়িলে কাজ হইবে না। আগে পরীক্ষা

করিয়া দেখিতে হইবে স্বামী কোন্ প্রকৃতির লোক, পরে সেই ভাবে চলিয়া বশ করিতে হইবে। আমার কথা থাক, তোমার কথা বল দেখি। কুমুদ বাবু তোমাকে ভাল বাসেন কেমন?

কুসুম। বেশ?

সরোজ। বেশ বলিলে কি বুঝিব? পরিষ্কার করিয়া বল।

কুসুম। যেমন বাসিতে হয়?

সরোজ। তুমি?

কুসুম। আমিও তাই!

সরোজ। মনের কথা বলিতেছ না।

কুসুম। মনের কথাই বলিয়াছি। যাহাদের এক বয়স যাহাদের মনের কোনরূপ অনৈক্য নাই। বেশ প্রণয় আছে। পবিত্র প্রণয় যে কি পদার্থ তাহা বেশ জানিয়াছি। একমাত্র পতিই যে স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবতা তাহাও বেশ শিক্ষা করিয়াছি। "পতির চরণ সতীর জীবন" এ মহাবাক্যের ব্যাখ্যা অন্যের নিকট শুনিতে হইবে না, বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে। কেন যে সতী পতির মৃত্যুতে সহমরণে যাইতে উদ্যত হয়, তাহা পতিব্রতা নারী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না। বন্, জানিও কুৎসিত কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পতিকে ভাল বাসিতে—প্রণয় স্থাপন করিতে বিধাতৃ বিধানের মূল সূত্র নহে। অনেক কামুকী নারী রাক্ষসী ভাবে ঈশ্বর স্ত্রী স্বামী সম্পর্ক করিয়া দিয়াছেন শুধু কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই।

সরোজ। স্বামী সতীর জীবন মরণের সহচর। তাই

সেই সহচর অথচ দেবতা স্বরূপ পতি কি প্রকারের হওয়া চাই, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? দেবভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা পূজা করিব, না হইয়া ঘৃণা হিংসা আসিয়া দেবতা স্বরূপ পতিকে অসুর বলিয়া ভয়ে কম্পিত হইব? এই কি বিবাহ মন্ত্রের ব্যাখ্যা নাকি?

কুসুম। বৌ তুমি ওরূপ উতলা হইও না। দাদার রূপ ও গুণ আছে, বিশেষতঃ জমীদার—ধনবান; তায় তোমা হেন গুণবতী অথচ রূপবতী স্ত্রীকে অবশ্যই শিরে শিরোমণি করিয়া রাখিবেন। বিশেষতঃ তুমি সাধের বৌ—দাদা তোমার নামও রাখিয়াছেন "সাধের নূতন বৌ"। তোমার গর্ভে দাদার যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে তোমাকে পায় কে? সেই জন্যই বিবাহ করা।

সরোজ। তা জানি, পুত্রের জন্যই বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি সে কত দূর ন্যায় সঙ্গত কথা। পুত্র হইলে কি প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে হইতে পারিত না? আগে ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত কে বন্ধ্যা স্ত্রী না নিজে। যদি পরীক্ষায় স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দোষ প্রমাণিত হয়, তবে বিবাহ করা মন্দ নয়। কিন্তু যদি নিজের দোষে পুত্র হইবার শক্তি হারাইয়া থাকেন, অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব দোষ নিজেরই রহিয়াছে তবে পুত্র হইবে কি প্রকারে? স্ত্রী বন্ধ্যার চেয়ে পুরুষ বন্ধ্যায় সন্তান না হইবার প্রধান কারণ, স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দোষ অনেক ঔষধেই প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু যে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দোষ আছে তাহার ঔষধে কিছু হইবে না, হাজার হাজার যুবতী ভার্য্যা গ্রহণেও একটী মাত্র পুত্রও হইবে না। তাই বলি

আগে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য কে বন্ধ্যা, তার পর বয়সাদি ও বিষয়াদি এবং নিজের গুণ বিচার করিয়া বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে। এক মন দুই স্থানে সমান ভালবাসা যত্ন করিতে পারিবে কি না দেখা কর্ত্তব্য। দুই জনকেই শাস্ত্রানুসারে প্রতীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সে প্রতীক্ষা দুই জনের নিকটই পালন করিবার শক্তি আছে কি না তাহা নিজের বুদ্ধিতে বিচার করা চাই। নতুবা পশুভাবাপন্ন হইয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণে মহাপাপ জানিও। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ অতি কঠিন পাপ, বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করিয়া ইষ্ট লাভ কে করিতে পারে?

কুসুম। তুমি যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলে?

সরোজ। না ভাই এ অতি সার কথা।

কুসুম। অত শত বুঝি না।

সরোজ। কি বুঝ?

কুসুম। বুঝি পতি দেবতা, দেবভাবে পূজা করাই নারীর উচিত?

সরোজ। তা সত্য। কিন্তু দেবতা বলিয়া অসুরকে পূজা করা কি কর্ত্তব্য? যাহাকে দেবতা ভাবিয়া লইলাম, তিনি হয় ত অসুর; সুতরাং যে যে গুণ থাকিলে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব যাহাকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাহাতে সেই সেই গুণ আছে কি না অগ্রেই পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি সে দেব না হইয়া রাক্ষস নর পিশাচ হয় তবে তাহাকে সেই ভাবে পূজ—দেবভাবে পূজিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে—সাধে-বাদ হইবে।

কুসুম। কিন্তু আমার কপাল ক্রমে যদি ভুলই হইয়া থাকে, দেবতা না হইয়া অসুরই হন, তবে কর্ত্তব্য কি? যাঁহাকে পতি বলিয়া দেহ মন অর্পণ করিলাম, শাস্ত্রানুসারে পরিণয়ে গ্রথিত হইলাম—তিনি দেব, রাক্ষস যাহাই হউন না কেন আমার হৃদয়ের দেবতা ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। বরং তিলেক ভাবিলেও মহাপাপে পাতকিনী হইতে হইবে?

সরোজ। এ অতি সার যুক্তিযুক্ত কথা বটে। কিন্তু মানব মনের সে সহিষ্ণুতা কৈ? সকলি সুখে থাকিতে চায়।

কুসুম। সুখতো মনের। মনকে বসে রাখিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিয়া লও। মন্দকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস কর, দুঃখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ কর, পর নিন্দাকে সুখ্যাতি বলিয়া জান তবেই তুমি মানবী হইয়াও দেবী হইবে, আর তোমার বুড় স্বামী পিশাচ হইলেও দেবতা হইবেন।

সরোজ। ভাই কুসুম তোমার কথায় জ্ঞান হইল। আজি হইতে আর কাঁদিব না, আর দুঃখ করিব না, মনেও অনুমাত্র শোক রাখিব না। আমার কপালে যেমন ছিল তেমন হইয়াছে দোষ কাহারও নয়, এই ভাবিয়া পতিকে দেবভাবে পূজা করিব। তোমার উপদেশ হৃদয়াকাশে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিলাম। পতি নিন্দা অশেষ অমঙ্গলের হেতু। পতির নিন্দা সতী সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে যে স্থানে পতির নিন্দা হয়, সে স্থান গুরুগৃহ হইলেও সতীর পরিত্যাজ্য। দুই দেহ এক, দুই মন এক করিয়া গঠিয়া লইতে যত্নবতী হইব। আমি ভাল হইলে সকলি ভাল হইবে।

কুসুম। এখন বুঝিলে ত?

সরোজ। বুঝিলাম।

কুসুম। আর পতি নিন্দা করিও না।

সরোজ। না।

কুসুম। কেমন করিয়া পরকে আপন করিতে হয় তাহা জান?

সরোজ। জানি।

কুসুম। সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হও।

সরোজ। হইলাম। তুমিই ইহার গুরু।

কুসুম। পরকে আপন করিতে হইলে, আপনাকে পর করিতে হইবে, তবেই পরকে আপন করা যায়।

সরোজ। তা বেশ জানি।

সরোজ। যাও—আমারও অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, মন হুহু করিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পুরুষোত্তমে।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে ইষ্টদেব শ্রীহরির চরণ দর্শন করিয়া সংসারের সকল জ্বালা পাশরিয়াছিলেন। যে প্রাণ শান্তির জন্য অহোরাত্র কাঁদিতেছে, সেই প্রাণে দয়াময় ভক্তবৎসল হরির স্মরণে নির্ম্মল হইল। রামশঙ্কর ভাবিলেন,

কে কার? আমি কার—আমার কে? শান্তা কার—আমি শান্তার কে? শান্তাকে একাকিনী পথের ধারে ফেলিয়া আসিয়াছি? উঃ আমি বড়ই পাপী আমার মত নৃশংস এ জগতে কেহই নাই। পীড়িতা বালাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। এই কি আমার ভালবাসা, দয়া, মায়া, যাহাকে যত্নে লালন পালন করিয়াছিলাম, তাহাকেই বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

এইবার কর্ত্তার চক্ষে জল পড়িল। অশ্রুজলে সংসার মোহান্ধকার ঘুচিয়া গেল। কর্ত্তা বলিলেন—কে কার? শান্তাতো একা ছিল না, এই শ্রীহরি—যিনি আমার হৃদয়ের একমাত্র নাথ—যিনি প্রাণীমাত্রেরই ইষ্টদেব, তিনিইত, শান্তার সহায় ছিলেন, সেই শান্তময়ীর ক্রোড়েই শান্তাকে চিরদিনের মত অর্পণ. করিয়া আসিয়াছি! শান্তা আমার দোষ কিছুই নাই, সকলি নিয়তি চক্রের আবর্ত্তের খেলা।

স্বামিজী বলিলেন শান্তা জীবিত আছে। শান্তা স্বামীজীর শুশ্রূষার সেবায় নিযুক্ত? সন্দেহ হয়? এ সন্ন্যাসী হয়ত কপট সন্ন্যাসী হইবেন। আমাদের নিকট কিছু আছে ভুলাইয়া কাড়িয়া লইয়া প্রাণ বধ করিবেন। আবার প্রকৃত সত্য সংসারত্যাগী হইলেও হইতে পারেন, আসল ও নকল চেনা বড় সহজ বুদ্ধির কাজ নয়? যে আসল তি'নি ছদ্মবেশী—পাংশু মধ্যে অনল কণার ন্যায় হীনপ্রভ, যে নকল—প্রকৃত ছদ্মবেশী হইলেও লোক অমকে অচিরে মন ভুলাইতে পারেন যিনি আসল তিনি লোকের সঙ্গে বিশেষতঃ গৃহীর সঙ্গে কেন ঘনিষ্টতা সূত্রে আবদ্ধ হইবেন? তিনিত জগৎপতি জগন্নাথ-

কেই ধ্যানে পাইবার জন্য অহরহ যোগপরায়ণ, তাঁহার কাছে সুখ দুঃখ কি? সুতরাং তিনি কেন আসিবেন? হইতে পারে ঈশ্বরের জ্যোতি উদ্ভাবিত মণি পুঙ্গবগণের বিচিত্র লীলা। যোগবলে উহারা সকলি জানিতে পারেন।

স্বামীজী নবীন যুবা। যোগারাধনায় দেহজ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে! সঙ্গে আবার একজন চেলা। একবার ভাবি স্বামীজীর সঙ্গে যাই। আবার ভাবি প্রতারণা। স্বামিজীর সঙ্গে যাইলে স্বদেশী সঙ্গী হারাইতে হইবে। কি করিয়া স্ত্রী পুরুষে দেশে যাইব? পাণ্ডা যাইতে বারণ করে, বলে প্রতারকের জালে পড়িলেই মরিবে? কি করি! আজও পাকা বলিতে হইবে। যা করেন শ্রীহরি! মধুসূদন, দর্পহারী কাঙ্গালের ধন, দেখা দাও—দেব, তাপিত প্রাণ শীতল কর। যাই সেই দুর্লভ হরিচরণ দর্শন করিয়া আসি। জগন্নাথ জগতের মঙ্গল কর। কল্য পুর্ণযাত্রা—পরশু স্বদেশে যাইবার দিন স্থির। কি করি। কর্ত্তা ভাবিতে ভাবিতে জগৎকর্ত্তার আরাধনার জন্য চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

ব্রহ্মময়ী যে দিন অবধি স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছেন, শান্তা মরে নাই—জীবিতা আছে—শান্তা স্বামীজীর শুশ্রূষার আবাসে

সেই দিন ব্রহ্মময়ীর যেন যুগান্তর উপস্থিত হইল। রুগ্ন, শোকাতুরা জরা জীর্ণ দেহে বল সঞ্চার হইল। হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইল? ব্রহ্মময়ী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ভীষণ অন্তরদহনকারী। উচ্চৈস্বরে রোদনের রোলে সঙ্গিগণ তাকাইয়া দেখিল ব্রহ্মময়ী কাঁদিতেছে—পাশে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া অনেকেই ভক্তির সহিত প্রণাম করিল। ব্রহ্মময়ীকে বুঝাইতে কেহ কেহ প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল—

কাঁদিয়া কি হইবে মা! যে যায় সে ত আর ফিরিয়া আসে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেন চক্ষু রত্ন দুইটী হারাইবে? তোমার কান্না শান্তার মনে কি প্রতিঘাত হইবে? শান্তা কি আবার ফিরিয়া আসিবে? আর তুমি সে স্নেহ সে ভালবাসায় শান্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে?

অন্য একজন স্ত্রীলোক বলিল—কাঁদিয়া আর কি হইবে বন্। ধৈর্য্যধর—দেবদর্শন হইলে চল পরশুই বাটী যাই। যেমন কপাল করেছ, তেমনি শাস্তি হইয়াছে। আর কাঁদিও না।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের চক্ষে জল আসিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের শোক দমন করিয়া গৃহিণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গৃহিণীর শোক থামে না। বরং সান্ত্বনা বাক্যে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল—বলিল—আমিত শান্তাকে ফেলিয়া আসিতে রাজি হই নাই, বৃথা মায়ায় থাকিয়া বসিয়া রহিলে শান্তার আর রক্ষা নাই, বৃথা মায়ায় থাকিয়া বসিয়া রহিলে জগন্নাথ দর্শন হইবে না। রথযাত্রার ভিতর পুরিতে পৌছিতে

পারিব না। অতএব আসন্ন মৃত্যু শান্তাকে অসহায়—নিরব-লম্বন মাঠের ভিতর শৃগাল কুকুরের আহারোপযোগী শবাকারে ফেলিয়া আসিয়াছে। ভাগ্যে স্বামীজীর চক্ষে শান্তা পড়িয়াছিল তাই মৃত্যু দেহে জীবন পাইয়াছে, শান্তা রক্ষা পাইয়াছে আমরা এমনি নির্দ্দয় যে শান্তাকে চক্ষের আড়ে ক্ষণেক রাখিতে পারিতাম না সেই শান্তাকে জন্মের মত বিদায় করিয়া আসি-য়াছি,—বিশেষতঃ তার আসন্ন মৃত্যু কালীন। শান্ত, শান্তা, শান্তা কৈ আমার শান্তা কৈ? কর্ত্তা মহাশয় আপনি সঙ্গিগণের সহিত দেশে যাউন, আমি শান্তার কাছে যাইব, শান্তা যদি মরিয়া থাকে, অমিও মরিব, জীবিত থাকে আমিও বাঁচিব। ঘরে গিয়া আর কি লইয়া ঘর সংসার করিব?

স্বামীজী। মা কাঁদিও না, তোমার শান্তা জীবিত আছে। রুগ্নাবস্থায়, দেহে বল নাই; এবং গুরুমার কথা ক্রমেই সঙ্গে পুরুষোত্তমে আনি নাই। সঙ্গিগণ চলিয়া যান যাউন, আমি লোকজন ও বাহক দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে তোমাদিগকে তোমাদের দেশে পাঠাইয়া দিব। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমার সঙ্গে চল। শান্তা তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া কেবল রোদন করিতেছে। তোমাদিগকে পাইলে তার শরীরে শীঘ্রই বলসঞ্চার হইবে। শান্তা অপেক্ষাকৃত বল পাইলে বেশ যখন স্বাস্থ্য লাভ করিবে, তখন তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাইয়া দিব।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বলিলেন—মাহশয়! আমাদের সঙ্গে টাকা কড়ি যাহা ছিল তাহা রাহাখরচ ও শান্তার চিকিৎসা পরে যা কিছু ছিল এখানে তীর্থে ব্যয়িত হইয়াছে। অবশিষ্ট

যা আছে তাহাতে দেশে যাওয়ার খরচ কুলাইবে না, তাই পাণ্ডার নিকট খৎ লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লইতে হইবে।

স্বামীজী। তোমার টাকার কি প্রয়োজন? কর্জ্জ করিলে কি পরিশোধ করিতে পারিবে? খতের টাকা পরিশোধ দিবার তোমার বয়স নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে কেন ঋণজালে জড়িত হইবে! আমার সঙ্গে চল এক পয়সাও তোমাদের খরচ হইবে না, সমস্তই আমি দিব।

রাম। আপনি উদাসী হইয়া পয়সা কোথায় পইবেন?

স্বামী। ঈশ্বর আমাকে অর্থ দিয়াছেন, সে অর্থ অর্থির ক্ষতি পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য। আমার অর্থের কি দরকার—অভাব যাহার তাহার অভাব মোচনের জন্যই অর্থ সংগ্রহ রাখি। জগদীশ্বর এক জনকে ধনী করিয়া সহস্র জনকে তাহার অধীনে থাকিতে দিয়াছেন।

রাম। আপনার অর্থ গ্রহণ করিলে পাপ হইবে?

স্বামী। কিছু না! আমি বলিতেছি তোমরা চল কোন কষ্ট পাইবে না।

ব্রহ্মময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল চল, স্বামীজীর সঙ্গে বনে যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। দেশে গিয়া আর এ মুখ দেখাইতে কি সাধ করে? লোকে বলিবে শান্তাকে পথে ফেলিয়া ইহারা চলিয়া গিয়াছিল। এদের অন্তরে কেমন মায়া দেখ।

রাম! আমিও তাহা ঠিক করিয়াছি। দেশে না গিয়া হয় এখানে না হয় বৃন্দাবন ধামে গিয়া রাধা কৃষ্ণ দর্শন করিব। সেথায় থাকিয়া দেব দর্শনে যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু

একবার দেশে যাইতে হইবে। কারণ বাটী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হয় সেই অর্থই কেবল আমাদের জীবনের সম্বল রহিবে।

ব্রহ্ম। অর্থে দরকার নাই। বাড়ী নষ্ট হউক, পড়িয়া যাউক, যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুক না কেন। আমাদের সে চিন্তায় আর ভিজিবার দরকার নাই। ভিক্ষা করিব খাইব—হরিনাম করিব গাছ তলায় রহিব। ঘর বাটী ধন জন আত্মীয়ের কি প্রয়োজন? স্বামীজীর সঙ্গে চলিয়া যাওয়া যাউক।

রাম। অত উতলা হইলে চলিবে কেন? পাঁচ জনের মত লইয়া একটা ভাঙিয়া গড়িয়া কাজ করাই ঠিক। বুঝিয়া সুঝিয়া দেখ দেখি কি?

ব্রহ্ম। আর বুঝিয়া কি হইবে? বুঝিয়াইত; বিশেষতঃ পাঁচ জনের মতেই ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সোণার শান্তাকে হারাইয়াছি। আবার পাঁচ জনের মতে? নিজের মতে বন-বাসী হওয়াও সুখ আর পরের মতে রাজা হওয়াও কিছু না।

ব্রহ্মময়ী দেখিল সূর্য্য সাগরের জলে ডুবিয়া যাইতেছে। রবি ছবি সাগরের অতল জলে কাঁপিতেছে। ভয়ে ব্রহ্মময়ী শিহরিল বলিল ঐ দেখ জলে সূর্য্য ভয়ে কাঁপিতেছে ডুবিয়া গেল। আবার কাল সকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইবেন, আবার সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে মিলিয়া যাইবে। মনুষ্যও ঐরূপ যাইতেছে, আসিতেছে, এ দেহ ছাড়িয়া যাইব—অন্য দেহে প্রবেশ করিব।

স্বামী। ঠিক কথা মা। তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সময়ে উপদেশ পাইলে তোমার জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফু-টিত হইয়া যাইবে—তুমি সেই দয়াময়ী কালী তারা শিব

সুন্দরী দর্শন পাইবে। মা তারা তোমাদের মঙ্গল করিবেন। তারা পদে মতি দাও সকল বিপদে উদ্ধার হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনি কিছু সন্দিহান হইয়াছেন, হইতে পারেন বটে, এ ঘোর কলিকাল—আসল নকল ভেদ জ্ঞান হওয়া বড়ই দুর্ঘট—সুকঠিন। আপনার মন না হয় না যাইবেন, আমি জেদ করিতেছি না, আপনি গৃহী গৃহাস্থাশ্রমের কত ভীষণ বিভীষিকা-ময় মায়াজাল ভেদ করিয়াছেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং সংসারে নীতিজ্ঞ হইয়াছেন। ভাল বলুন দেখি আর কি অর্থ ও জীবনের মায়া করেন কি? এখন কি অপার্থিব সেই নির্ম্মল জ্যোতির আলো দেখিতে বাসনা হয় না? আরও কি এখন সংসারের সুখে মজিয়া থাকিতে মন হইতেছে? সংসারের সুখ ত সকলি উপভোগ করিয়াছেন? জরাজীর্ণ দেহের মায়ায় আর কি সুখ হইবে? আমার প্রতারণায় যদি জীবন যায় তাহাতে বরং উদ্ধার হইবেন? মৃত্যু ত হইবেই, জন্ম হইলে মৃত্যু হয়, এক দিন না এক দিন যখন মরিতে হইবে, তখন আর মৃত্যুর ভয় কেন? শাস্তাকে না পান, নাই পাই-বেন তবু এক বার আমার সঙ্গে গেলে মঙ্গল হইতে পারে। আর আপনাকে উপদেশ দিতে চাই না। যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন, যাইতে হয় চলুন—নচেৎ বলুন আমরা চলিয়া যাই।

রাম। মহাশয়, যাইতে প্রস্তুত কিন্তু—

স্বামীজী। কিন্তু রাখিয়া দিন, সরল মনে কার্য্য করুন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্ত্তমানে মরা জ্ঞানী লোকের অকর্ত্তব্য।

রাম। যাই ব—প্রতীক্ষা করিতেছি, দেবপূজা দর্শন করিয়া

আপনার সঙ্গে যাইব। শ্রীমধুসূদন বিপদহারী উদ্ধার কর হরি, হরি, হরি।

স্বামী। তারা তোমাদের মঙ্গল করুন। বিপদ উদ্ধারিণী বিপদে নিস্তার করিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাগলের সাধ।

শরৎ বিপিন বাবুর বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছে। বিপিন বাবু অমায়িক ভদ্রলোক, শরৎ বাতিকগ্রস্থ হইয়াছে বলিয়া বিপিন বাবু নিজে প্রত্যহ শরতের তত্ব লইতেন। শরৎ খায় দায় বসিয়া থাকে। বাটীর বাহির হয় না। কেবল শান্তা! শান্তা!! শান্তা !!! হা! শান্তা যোশান্তা !!

বিপিন বাবুর একমাত্র আত্মজা বালাকে শরতের শান্তা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। এ কন্তার নাম সন্তোষিণী। সন্তোষিণী সন্তোষের আধার। রূপে গুণে ধন্তা। মুনি জন মনোলোভা। ফলতঃ পাগল শরৎ যে শান্তা ভ্রমে সন্তোষিণীকে পাইয়া বসিয়াছে— সেই সন্তোষিণীর রূপে শান্তার রূপে সৌসাদৃশ আছে। ভ্রম হইবারই কথা। তাহাতেই জাহাজে ভ্রমময়ী শান্তার আরোহণ পাগলের ভ্রমান্ধকারে আবৃত হইয়াছিল।

সন্তোষিণী গুণবতী ধীরা; শরৎ সন্তোষিণীকে দেখিলেই কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। তাই বিপিন বাবু সন্তোষিণী শরতের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

সন্তোষিণী আহারাদির পর প্রত্যহ শরতের সঙ্গে বসিয়া কথা কহিত। বলা বাহুল্য সন্তোষিণী বসিয়া না খাওয়াইলে শরতের আহার হইত না। সন্তোষিণী বসিয়া গল্প করিবে, শরৎ আহার করিতে থাকিবে।

এই প্রকারে থাকাতে সন্তোষিণীর মনে ভালবাসা জন্মিল। শরৎকে না দেখিলে হতাশ হয়। ক্রমে শরৎও প্রকৃতিস্থ হইল। বিপিন বাবু আগন্তুক যুবার নাম ধাম বিদ্যা বুদ্ধি জানিয়া সুখী হইলেন। এখন শরৎ পাড়ায় বেড়াইতে যায়।

এক দিন বিপিন বাবু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার প্রকৃত নাম কি?

শরৎ। শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিপিন। পিতার নাম।

শরৎ। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য।

বিপিন। পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন?

শরৎ। না। মাতার মৃত্যু হইয়াছে। মাতার মৃত্যুর পরেই পিতা নিরুদ্দেশ। আমি তখন বালক।

পিতার বাসস্থান কোন গ্রাম জানি না। বিধবা ভগিনীর বাটীতেই ছিলাম সে গ্রামের নাম ত আপনি জানেন যে গ্রামে এই আমার শাস্তার মামার বাটী।

বিপিন। সে গ্রামের নাম কি?

শরৎ। অমরপুর।

বিপিন। অমর পুরে—শান্তা কাহার বাটী ছিল ?

শরৎ। কেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাটী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা বৃন্দার গর্ভজাত কন্যাই শান্তা। বোধ হয় বৃন্দার মৃত্যুর পর আপনি আর অমরপুরে যান নাই।

বিপিন বাবু দেখিলেন সন্তোষিনীকেই শান্তা এই ভাবিয়া আরোপিত করিয়া পাগল কথঞ্চিৎ সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বিপিন। শান্তার এখনকার নাম বল দেখি ?

শরৎ। কেন আমি বুঝি জানি না। সন্তোষিনী।

বিপিন। যদি সন্তোষিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ না দি ?

শরৎ। কট মট দৃষ্টে বিপিন বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া অন্যমনস্ক হইয়া, হা শান্তা—প্রতারণা। তুমিই আবার নাম বদলাইয়া সন্তোষিনী হইলে ? এত চাতুরী কেন ? সেই সর-সতীর উপকূলে কি কথা দুজনে বসিয়া হইত। শান্তা এত দিনের আশা আজ ভাঙিলে ?

বিপিন। না না, শরৎ সন্তোষিনীর সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। কিন্তু কথা হইতেছে। তোমার ভ্রম হইয়াছে। বাতিকের ন্যায় বোধ হইতেছে। তোমার মতি স্থির নাই তাই সন্তো-ষিনীকে প্রকৃত তোমার শান্তা ভাবিতেছ।

শরৎ। আমার ভুল হয় নাই, আপনার ভুল হইয়াছে। বিপিন বাবু সে দিন আর কোন কথা না বলিয়া কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেলেন শরৎ অপেক্ষা কর, সুস্থ হও সন্তোষের সহিত তোমার বিবাহ দিব।

শরৎ ধৈর্য্য হইল। দিন দিন ভ্রমজালের বন্ধন দৃঢ় করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শরৎ—সন্তোষিনী।

শরৎ সন্তোষিনীকেই শান্তা ভাবিয়া লইয়াছে। শান্তার সহিত যেরূপ ভাবে পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা হইত, এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে শরতের মনে সময় সময় বেদনা হয়। শরৎ ভাবে শান্তা বাপের বাড়ী আসিয়া যেন কেমন এক ভাবের হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া শরতের ভালবাসা কমে নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী গাঢ় হইয়াছে। অমরপুরে থাকিবার সময় শান্তার সহিত বিবাহের কোন কথাই শুনিতেন না, এখানে মাঝে মাঝে শুভ চিহ্ন দেখিতেছে।

আজ শরৎ সন্তোষিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—আদরে সন্তোষিনীর হাত ধরিয়া বলিল—শান্তা তুমি কার? সন্তোষিনী এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? মন চায় পাগল শরৎকে; কিন্তু পিতা মাতা কি সন্তোষিনীর মন সাধ পুরাইবেন? সন্তোষিনীর সলজ্জ বদন হেট হইল, যে অধরে মৃদু হাসি লাগিয়া থাকিত সে বদন গম্ভীর আকৃতি ধারণ করিল।

শরৎ আবার আদর ভরে গলা ধরিয়া বলিল,—বল লজ্জা কি? সত্য বল তুমি কি আমাকে ভাল বাস!

সন্তোষিনী অবনত মুখী হইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—বাসি।

শরৎ। শান্তা লজ্জা কি মুখ তুলিয়া চাও। লোকে আমাকে

পাগল বলে, আমাকে লইয়া কত দুষ্ট লোকে কৌতুক করে; তুমিও কি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়া থাক ?

সন্তোষিনী। না।

শরৎ। পাগল বলিয়া ঘৃণা কর না। ত ?

সন্তোষিনী। না, যে পাগল বলে সেই পাগল। সংসারে সকলি পাগল।

শরৎ। তুমি যদি আমার হও, তবেই সংসারে সুখী হইব। নতুবা পাগল থাকিব।

সন্তোষিনী। তা বুঝিয়াছি। সবই জানিয়াছি। কিন্তু—

শরৎ। আবার কিন্তু কি শান্তা।

সন্তোষিনী। আমি স্বাধীনা নই। পিতা মাতার কর্ত্তৃত্বা-ধীন—বালিকা।

শরৎ। তোমার পিতা যদি পাগলের হাতে তোমাকে সমর্পণ করেন কি করিবে ?

সন্তোষিনী। কি করিব ? আমিও পাগলিনী হইব !

শরৎ। তবে আজ হইতে তোমাকে আর শান্তা বলিয়া ডাকিব না। আজ হইতে তুমি আমার পাগলিনী হইলে কি বল ?

সন্তোষিনী। যা মন হয় বল।

শরৎ। পাগলিনী ! ও আমার সাধের পাগলিনী !

বলিতে বলিতে শরৎ হাসিয়া ফেলিল, শরতের হাসি দেখিয়া সন্তোষিনীও হাসিল।

সন্তোষিনীর মন মজিয়াছে পাগলে ? পাগল শরৎও পাগ-লিনীর জন্ত পাগল। পাগল পাগলিনীর মিলন সুখের হইতে পারে।

সুখের সময় যেন শীঘ্র শীঘ্র যায়, আর দুঃখের দিন যেন যাইতে চায় না। দুজনে বসিয়া কত কথা হইতেছে এমন সময় সন্ধ্যা দেবী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত জগৎ ঘোরাম্বরে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধ্যা সতীর আরতি করিতেই যেন কি এক প্রভার ছটা বিছাইল। ঠাকুর বাটীতে আরতির বাজনা—শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্তোষিনী ঠাকুর দর্শনে যইতে উদ্যতা হইল। শরৎ চঞ্চল নেত্রে সন্তো-ষিনীর সুধা ছবির সুধাপানে ব্যগ্র।

সন্তোষিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। শরৎ সন্তোষিনীর হাত ধরিয়া বসাইল। বলিল—কোথা যাবে পাগলিনীরে আমার—

পাগলিনীরে আমার—
আমি যে তোমার তুমি রে আমার,
মনে রেখ দুই প্রাণ অভিন্ন সদায়
যথা থাক—যথা থাকি
অন্তরে সদত দেখি,
ভুলিব না ও চাঁদ মুখ জীবনে আমার,
ভুল না লো চন্দ্রাননে মিনতি আমার।

সন্তোষিনী।—

ভুলিতে চাহিলে ভোলা নাহি যায়
স্মৃতি যে জাগায় অই রূপের প্রভায়।
ভুলিবার ধন নয়—
কেমনে ভুলিতে হয়
অবলা তা জানে নাকো জানিও নিশ্চয়
চল দেব দেব দরশনে যাই দোঁহে।

শরৎ।—

চল লো রূপসী পাগলিনী,
পাগলের সঙ্গে চলে পাগলিনী।
কে দেখিবি পুরবাসী আয় আয় আয় লো—
কি মজার—ভালবাসা
পাগলে—পাগলিনী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নারাণ ঠাকুর ও শরৎ।

নারাণ ঠাকুর বলিলেন—শরৎ বাবু আমারি ঘটকালিতে বিপিন বাবু তোমার সঙ্গে তাঁহার এক মাত্র কন্যা রত্নের বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন। তুমি জান না, কত লোকে কত বলেছে, কেউ বলে পাগল, কেউ বলে খ্যাপা, যার মনে যা এসেছে সে তাই বলেছে। আত্মীয় স্বজন কাহারও মত হয় নি, কিন্তু আমি ত আর তেমন ঘটক নই যে পিচপাও হবো, যে কথা সেই কাজ। অনেক ঘটকালির পর বিপিন বাবুর মন একটু নরম হইল, বল্লেন ও যে খ্যাপার মত বোধ হয় একটু বাতিকের ছিট আছে। আমি বল্লেম না মহাশয় লোকটি বড়ই ভদ্র লোক—বড়ই অমায়িক লোক, তবে কি জানেন অনেক পড়ে তাওড় হয়েছেন। বেশ লেখা পড়া জানেন

ইংরাজী খুব ভাল জানেন, তার উপর সংস্কৃতও বেশ জানা আছে অধিক পড়ে পড়ে একটু মাথা গরম হয়ে থাক্‌বে, ও কিছু না, দিন কতক পরে ওসব সেরে যাবে। একটু ঠাণ্ডা কল্লেই আরাম হবে।

শরৎ। কে বলে আমি পাগল?

নারাণ। ঐ যে তুমি সময় সময় একটু বক কি না, সেই জন্যই লোকে রটিয়েচে তা রটাক, হাজার বলুক, আমিও আর তেমন ঘটক নই যে নিরস্ত হবো,। আরও বুঝালেম—বিপিন বাবু শুভ কর্ম্ম—বড়ই কঠিন কথা, একটু তলিয়ে বুঝুন, ভেবে দেখুন আপনার ঐ এক মাত্র কন্যা বই আর কোন সন্তান সন্ততি নাই। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য শরৎ বাবুরও কেহই নাই, বিশেষ ঘর ভাল, জাত্যাংশেই সর্ব্বাংশেই আপনার তুল্য তার লেখা পড়া জানেন, শরৎ বাবুকে জামাতা করিলে আপনার বাটিতে রাখিতে পারিলে,পুত্র স্থানীয় হইয়া থাকিবেন। ইহাতে আপনার ইষ্টবই অনিষ্ট বা অপমান নাই।

শরৎ বাবু! এই ভাবে বিপিন বাবুকে কত যে বুঝাইয়া রাজি করিয়াছি, তাহা তোমাকে কত বলিব। এই দুই মাস ধরিয়া ক্রমাগত বুঝাইতে বুঝাইতে শেষে রাজি হয়েচেন। ভাবলেন—শরতের কেহই নাই, ঘরবাড়ী নাই, আত্মীয় স্বজন নাই,—আমারও এই কন্যা ভিন্ন আর সন্তান নাই; সুতরাং ঘরজামাই করিয়া রাখাই দরকার।

শরৎ। কর্ত্তার তবে মত হইয়াছে?

নারাণ। হবে না, না হলে নারাণ ঠাকুর ছাড়ে কৈ? বাপু হে, এ সকল শুভকার্য্য—বিবাহের কথা, কত

মিথ্যা কথা বল্‌তে হয় তা তোমরা কি জান্‌বে? সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করে সাজ্‌য়ে বল্‌তে হয়। সে সব কথা যাউক, এমন ঘটক বিদায়ের কি বল দেখি।

শরৎ। আপনি কি বলেন?

নারাণ। আমি আর কি বল্‌বো আপনার সমস্ত অবস্থা তো জানি, আপনার পিতাকেও জানিতাম। এক্ষণে কিছু চাহি না, বিবাহের পর এই বিপিন বাবুর বিষয়ের মালিকই আপনি বখন, তখন আপনার অদেয় কি, যাহা ভাল বিবেচনা হইবে তাহাই দিবেন। তবে কি জানেন একটা কথা করে রাখাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ।

শরৎ। কি চান তা বলুন?

নারাণ। অনেক পরিশ্রম করেছি, তাই বুঝে উচিত পুরস্কার দিবেন।

শরৎ। নগদ একশত টাকা?

নারাণ। রাম রাম, ছি ছি শরৎ বাবু একশত টাকার জন্য কি এত পরিশ্রম কর্ত্তে হয়। বলুন এইত হওয়া কাজ আজ এখনি ভেঙ্গে দিতেছি, দেখুন আমাদের ক্ষমতা আছে কি না?

শরৎ। আপনাদের ক্ষমতা অসীম না আমি জানি। আচ্ছা মনে রইল যাহা কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন তাহাই করিব। অসন্তুষ্ট কখনই করিব না।

নারাণ ঠাকুর দেখিল ও মনে মনে বলিল বেশী পেড়া পিড়ী করিলে সব ভো হইবে, থাক, আগে বিবাহ হইয়া যাউক, তার পর গা ঘেঁষা ঘেঁষী-করিয়া যা হয় একটা করিয়া লইব। এতো

পাওনা বইতো নয়, যা দেয় দিবে। এখন জেদ করিয়া বল্‌তে হবে না, ওর হাতে কিছু নাই বলিয়া শরৎকে বলিলেন আচ্ছা তাই হইবে।

শরৎ। বিবাহের দিন কবে স্থির হইল ?

নারাণ ঠাকুর বলিলেন—দিন এখন স্থির করা হয় নাই, এই এর মধ্যে যে দিন ভাল পাওয়া যাইবে, সেই দিনই হইবে। বাবু তবে বস্থন এখন যাই বলিয়া নারাণ ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

শরৎ বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইল—আর সেই অন্যমনস্ক ভাব বড় দেখা যায় না। বিবাহের কথা হওয়ায় দিন হইতেই ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। এখন কথাবার্ত্তা কয়—বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা বলে বিপিন বাবুরও মনে আশা হইতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই খানি পত্র।

শিবচন্দ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন অন্দরমহল শূন্য—বীণা নাই। ঘর দরজা তালা বন্ধ। শিবচন্দ্রের অন্তরে ব্যথা লাগিল। বীণার কোন দোষ ছিল না, বরং বীণা সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী। শিবচন্দ্রের মন্ত্রি। সুখ দুঃখের ভাগিদার বীণার জন্য শিবচন্দ্রের চক্ষে জল পড়িল। শুনিলেন—কর্ত্রী ঠাকুরাণী কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন,

অনেক অনুসন্ধানেও কেহই কোন খবর আনিয়া দিতে পারে নাই। স্বামীজির নিকট খবর পাঠান হইয়াছে কি না শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করায় দেওয়ানজী বলিলেন, আজ্ঞা যখনই দেখা গেল গৃহিণী ঘরে নাই, তখনি মেদিনীপুরে আপনাকে ও স্বামীজির নিকট লোক পাঠাইয়াছি।

শিবচন্দ্র। সে লোকের সঙ্গে আমার তো দেখা হয়নি এখন কর্ত্তব্য কি?

দেওয়ান। স্বামীজি ত আজিও আসিয়া পৌঁছিলেন না? তিনি আসুন যেরূপ বলেন সেই রূপই করা কর্ত্তব্য।

শিবচন্দ্র। আবার লোক পাঠাও। মাঠ, ঘাট, বন, জঙ্গল, নগর, গ্রাম ও পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করা হউক। যাহারা তাহাকে চেনে এমন ভৃত্য পাঠাইয়া দাও।

দেওয়ান। যে আজ্ঞা।

শিবচন্দ্র। দেওয়ানজী, হাতে কি কাগজ কয়খানি?

দেওয়ান। আজ্ঞে কর্ত্রীঠাকুরাণীর একখানি পত্র বা উইল লিখিয়া ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন সেই খানি ও আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী কর্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন তাহা—

শিবচন্দ্র। কৈ দাও দেখি দেখি—

উইল পাঠ—

বীণার উইল বা চিঠি পাঠ করিয়া শিবচন্দ্রের চক্ষে আবার জল আসিল। শিবচন্দ্র বুঝিলেন বৃথা অনুসন্ধান—বীণা ইহ সংসারে আর নাই। বীণার চিঠিই তার সাক্ষী দিতেছে যে, বীণার সঙ্গে এ হতভাগ্য শিবচন্দ্রের আর দেখা হইবে না। শিবচন্দ্র ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন—বলিলেন—

দেওয়ানজী আর না যথেষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করা কাল হইয়াছে। শিবচন্দ্রের সাধে-বাদ হইল? কোথায় পুত্র হইবে বলিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলাম, সুখের সংসারে সুখ-তরু রোপিত করিতে যাইয়া বিষবৃক্ষ রোপন করিয়া ফেলিলাম,—পতিপ্রাণা সতীর সরল প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলাম, এ পাপের উদ্ধার হইবে না। এখন উপায়—

দেওয়ানজী! ধৈর্য্য হউন। বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? আপনি অত শোকাতুর হইলে এ বিশাল জমীদারী রক্ষা কি প্রকারে হইবে? বিশেষতঃ শাস্ত্রেই আছে শোকে পুরুষের ধৈর্য্যধারণই পুরুষত্ব। স্ত্রীলোকেরাই শোকে অভিভূতা হইয়া পড়েন; কিন্তু তাই বলিয়া কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজনোচিত শোকে পুরুষের ম্রিয়মান হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। আপনাকে কি আর বুঝাইব, আপনি সুবুদ্ধিমান ও সুবিবেচক, বিশেষতঃ পণ্ডিত, মন স্থির করিয়া সুস্থির হউন। প্রথম যে কষ্ট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, দুদিন পরে সে কষ্ট সহ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে কমিয়া,—শেষে শোক আর মনেও আসিতে পায় না শোক স্থানে কোন রূপ সুখ, আশা বা মনের ধৈর্য্যকর কোন বৃত্তি আসিয়া দখল করিয়া বসে।

শিবচন্দ্র। লোককে বুঝান সহজ, কিন্তু নিজে বুঝাই কঠিন কার্য্য। আমি যে কার্য্য মন্দ বলিয়া অপরকে উপদেশ দিব, নিজের হইলে হয়তো ভাল বলিয়া গ্রহণ করিব।

দেওয়ানজী। নিজে না বুঝিলে কে বুঝাইতে পারে?

শিবচন্দ্র। কৈ মাধুরীর পত্রখান দেখি।

দেওয়ানজী মাধুরীলতার পত্র শিবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ

করিলেন। শিবচন্দ্র পাঠ করিয়া দেখিলেন একখানি তাঁহার নামে অপর খানি বীণার স্বামীর।'

শিবচন্দ্রের নামে যে পত্রখানি মাধুরীলতাকে লিখিয়াছে তাহা এই শিবচন্দ্র পাঠ করিতে লাগিলেন—

দাদা! আমাকে যদি ভাল বাসেন, আমার উপর যদি দয়া মমতা থাকে তবে আমি ও বাটী না যাওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার বিবাহ করা বন্ধ রাখিবেন। একজনকে কাঁদাইয়া আর এক-জনকে সুখী করিতে যাওয়া আমার মতে ধৃষ্টতা মাত্র। বৌ নিয়ত কাঁদিবেক আর নূতন বৌ অবশ্যই হাসিবেক, বলুন দেখি ইহাতে কি আপনার সুখ হইবে, না মনের ধৈর্য্য ঠিক থাকিবে? বহু বিবাহই অশেষ অমঙ্গলের নিদান। সে যাহা হউক আমার এমন কি বুদ্ধি আছে যাহাতে আপনার বাসনাকে রদ করিতে পারি। বংশ রক্ষা হইবার হইলে বৌয়ের গর্ভে আপনার পুত্র হইত বা এখন হইতে পারে।

শেষ অনুরোধ আমার কথা না শুনিতে ইচ্ছা হয় শুনিবেন না, কিন্তু স্বামীজির কথাত শুনা উচিত। অন্ততঃ তাঁহার মত লইয়া বিবাহ করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের ভগিনী

মাধুরী—

বীণার স্বামীর পত্র পাঠ—

বৌ! তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। দাদা আবার বিবাহ করিবেন। বেশত নিমন্ত্রণ পাইব। দেখিব তুমি বিয়ের কার্য্য করিতেছ। তোমরা দুই সতিনে যেন এক মায়ের পেটের বোন। তাই সে কথা যাক,—দাদাকে নিবারণ করা বোধ হয়

বড়ই কঠিন হইবে। তবে স্বামীজিকে আনাইয়া দেখ, তাহার কথা অবশ্যই শুনিতে পারেন। আমি যত সত্বর পারি ও বাটী যাইব। তুমি মনের দুঃখে যা হয় একটা যেন করিয়া বস না। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। তোমার ঠাকুর জামাই বাড়ী আসিলেই দুইজনেই যাইব। কোন চিন্তা নাই। যাহাতে বিবাহ না করিয়া একটা পুষ্যিপুত্র লওয়া হয় তাহাই করিতে হইবে।

নিতান্ত জানিও সখী আমি যে তোমারি
ভয় নাইলো বিধুমুখী।

তোমারই সেই—
মাধুরী।

শিবচন্দ্র পত্রিকা দুইখানি পাঠ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমার দোষেই লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছে। বীণা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী। কেন যে আমার মতিচ্ছন্ন ধরিল তাহা বলিতে পারি না। এই লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিলাম। বিধাতা সকলি তোমার ইচ্ছা। অদৃষ্টে কষ্ট থাকিলে কেহই পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে না। ললাট লিপি যাহা আছে তাহাই হইবে। আমার সোণার সংসার একেবারে শ্মশান হইয়া গিয়াছে। সকলি আছে—অথচ কি নাই, কিসের জন্ত যেন সংসারের সে সুধাছবি মিলাইয়া গিয়াছে! সেই সকলি রহিয়াছে কেবল এক বীণার জন্ত সকলির জ্যোতি ম্রিয়মাণ। যে দিকে যাই, সে দিকেই বীণার লাবণ্য-ময়ী ছবি দেখিতে পাই; কিন্তু প্রকৃত বীণা বোধ হয় আর

ইহজগতে নাই। বীণা আর কি তোমাকে এ জগতে যখন দর্শন পাইব না; আর তোমার সেই যত্ন ভাল বাসার তৃপ্তি সুখ পুনরায় পাইব? সেই প্রণয় সেই বিমল ভাল বাসার ছায়ায় শয়ন করিয়া আর কি সুখ স্বপ্ন দেখিতে পাইব না? বীণা এমন কঠিন কার্য্য কেন করিলে? কেন না বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে। আগে যদি জানিতাম আমি বিবাহ করিলে তুমি আর জীবন ধারণ করিবে না তবে কি আর বিবাহ করি? বংশ রক্ষা নাই হইত, জীবনেতে অসুখী হইতাম না। একি সাধে-বাদ ঘটাইলাম।

বীণে! এ বিবাহ সুখী হইতে পারিবে না, এ কথা ঠিক সাধে গরল উঠিবে—অন্তর দহিবে। কেবল তোমার কাথাই মনে পড়িবে।

দেওয়ান জী বলিল।—মহাশয় অন্য কার্য্যে মন দিন আর বিলাপ করিয়া কি হইবে।

শিবচন্দ্র। বিলাপত সঙ্গের সঙ্গি হইলে। আর ত এ জীবনে মন সংযোগ কিছুতেই হইবে না। অন্তঃদাহেই জীবন যাইবে। এখন করি কি?

দেওয়ানজী স্বামীজীর উপদেশ এখন 'অমৃত তুল্য হইবে। অতএব যত শীঘ্র স্বামীজী এখানে আইসেন তাহ র চেষ্টা করিতে হইতেছে।

শিবচন্দ্র। কয়েক দিবসে গত হইল, তবুও স্বামীজী কেন যে আসিতেছেন না বলিতে পারি না। বোধ হয় বীণার নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণে সেই দেব তুল্য সরল ঋষির সরল মনে ক্রোধোদয় হইয়া থাকিবে। আমার উপর রাগ করিয়াই আসি-

ভেছেন না। এ কুলাঙ্গার নর পিশাচের মুখ দর্শনে বোধ হয় তাঁহার আর অভিরুচি নাই। যাই হউক আবার লোক পাঠাও।

দেওয়ানজী! আজ্ঞা হাঁ! আমার অদ্যই লোক যাইবে।

শিবচন্দ্র। আর মেদিনীপুরেও সে লোক কেন আজিও ফিরিল না?

দেওয়ানজী। বোধ হয় অদ্য নাগাইদ আসিতে পারে।

শিবচন্দ্র। ভাল, স্বামীজীর নিকট যে লোক গিয়াছে, সেও কেন বিলম্ব করিতেছে?

দেওয়ানজী। ঠিক জানি না, তবে অনুমান হয়, স্বামীজীর সঙ্গেই আসিবার অপেক্ষা করিতেছে। অথবা স্বামীজী কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশ গিয়া থাকিবেন, তাহাতে ভৃত্যরও দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় আশ্রমেই স্বামীজীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা হউক দুই এক দিনের ভিতর উভয় স্থানেরই লোক ফিরিয়া আসিতে।

শিবচন্দ্র। যে স্থানে এক দিন যাওয়া আসা চলিতে পারে, সেই স্থানে যাইতে আসিতে সপ্তাহ বিলম্ব—এ অতি বিচিত্র কথা।

দেওয়ানজী ভৃত্যদ্বয় না ফিরিলে বুঝিতে পারিতেছি না। কেন বিলম্ব হইল।

শিবচন্দ্র। সে যাহা হউক এখনি আশ্রমে লোক পাঠাও, কল্যই যেন স্বামীজী এদাসের ভবনে পদার্পণ করেন, বিশেষ করিয়া পত্রিকায় লেখ। আর বীণার অনুসন্ধানে লোক পাঠাও আমি এখন নির্জ্জনে গিয়া সুস্থ হইব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীজী।

স্বামীজী আশ্রম সন্নিকটবর্ত্তী নদীতীরে বসিয়া আজি কি ভাবিতেছেন। স্বামীজী বলিলেন; এ আশ্রমের যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই যেন কি এক অভাবনীয় অতুল অনুপম ছবির প্রভা বিকাশ করিতে থাকে! আশ্রম তরুরাজী নিয়ত ফলভরে অবনতমুখী, সুস্বাদু সুরস উপাদেয় ফল মূল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিরা যে আশ্রমকেই সুখ ও শান্তির আস্পদ বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ করিবার কাহার সাধ্য নাই। এখানে কামের ভ্রু-কুটীল বিলা-সভাবের সমাবেশ না—মন্মথের কুসুম আর আশ্রম কুসুম দলে নির্ব্বাপিত—মুনিজন মনলোভা পবিত্র প্রশ্রয়ে নির্জন যোগীগণের নিবাসাশ্রম স্নিগ্ধময়। সংসার রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি মহানিষ্টকর বৃত্তি নিচয় এখানে আসিলে ধ্বংস পায়;—সে কঠোরতা—সে চাকচিক্যময়ী সংসার ছবির মোহনছাদে মানবকে ভুলাইতে পারে না। দস্যুগণও ভীষণ বৃত্তি নিচয় পরিত্যাগ ইন্দ্রিয় সংযমে মন দিয়া থাকে, হিংস্রক পশুগণও হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি সুধা উপভোগ করিতে থাকে।

আহা স্বভাবের কি বিচিত্র লীলাময় দৃশ্য। এদৃশ্য যত

রক্ষিত উপবন, উদ্যানে প্রস্ফুটিত বা প্রতিফলিত হইতে পারে না;—যেখানে রোগ, শোক নাই, যেখানে জরা, বার্দ্ধিক্য নাই, যেখানে ধন গৌরব নাই,—যেখানে দরিদ্রের দরিদ্র যন্ত্রণা স্থান পায় না,—যেখানে কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে পায় না, যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত সেই মুনিজন মনলোভা তপোবনই তাহাদের আদর্শ আশ্রয়। এ আশ্রমে সংসারিক সুখ বিধৌত পার্থিব শান্তি নাই, এখানে অপার্থিব স্বর্গীয় সুখ শান্তির শান্তি নিকেতন! কিন্তু হায়—এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামীজী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিস্তব্ধ থাকার পর আবার বলিলেন—

কিন্তু হায়! আমার মন কেন এত চঞ্চল হইল? কেন পুন সেই কঠোর ভাব ময়, দ্বেষ হিংসা, কাম, ক্রোধ সমাকীর্ণ সংসারের কথা মনে পড়িতেছে? সেই জন্মভূমির কথা আবার মনে জাগিল? বহু দিবস হইল দেশের মায়া, অত্মীয় স্বজনের কথা পাসরিয়া এখানে আসিয়া শান্তিসুধা পান করি-য়াই সুখী ছিলাম, আবার কেন মতিছন্ন হইতেছে? কে আমার সাধে-বাদ সাধিবার জন্য সেই সেই বৃত্তি জাগাইয়া দিয়া গেল যে বৃত্তি নিচয়ের প্রাবল্যাবস্থায় সংসার সুখ অতুল অনুপম বলিয়া বোধ হয় বৃত্তি নিচয়ত অনেক দিন হইতে ধ্বংশ করিয়াছি। না না ধ্বংশ করিতে পারি নাই। মূল ছিল, তাই জল বাতাসে আবার অঙ্কুরিত হইতেছে। একেবারে মূল তুলিয়া না ফেলিলে বিষবৃক্ষ শতবার ছেদন করিলেও পুনঃ অঙ্কুর হইবে, কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ পরিণত হইবেই হইবে।

তবে কি আমি সংসারের ছবি স্মৃতিপথে আনিয়া করালি সেবায় ত্রুটী করিতেছি। মা তারা! তুমিই জান কেন আমার মতি এরূপ হইল? কেন আর সে শাস্ত্রালোচনাপেক্ষা নির্জ্জনে বসিয়া একাকী চিন্তা করিতে যত্নবান হই?

তারা, মা সকলি তোমার ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ী—তুমি কাহাকে কাঁদাইতেছ ও আবার কখন হাসাইতেছে। জগতের সকল কার্য্যই তোমার ইচ্ছাধীনে চালিত। মা, তুমি মনে করিলে পলকে প্রলয় করিতে পার। জগৎ সংসারে মানবের পরীক্ষার স্থান তুমিই করিয়া দিয়াছ! তোমারি খেলা তুমিই খেলিতেছ মা! সংসারে কেহ ধনমদে সুখী—কেহ ধর্ম্মমদে সুখী, কেহ দারিদ্র্য যন্ত্রণায় দুঃখী—কেহ পাপী বলিয়া দুঃখিত। মানবাদৃষ্টে যখন যে দশাই ঘটে সকলি তোমার বাসনাধীন,—মা তারিণী বিপদে তরাও মনের শান্তি প্রদান কর। পরীক্ষার ত যথেষ্ট হইয়াছে। আমার পরীক্ষা—তোমার কার্য্য তুমি করিবে, আমার হাত কি। তোমার ইচ্ছা হয় যদি আবার ভীষণ বিভীষিকাময়ী সংসারে প্রবেশ করিব। নতুবা তাহার সেবাতেই এখানে রহিব। দয়াময়ী দয়া করিয়া সন্তানের তাপিত প্রাণ শীতল কর মা।

স্বামীজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তার পর আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সেই রবি নিত্য যিনি পূর্ব্বাকাশে উদয় হইয়া দিনের কার্য্য শেষ করিয়া পশ্চিমাকাশে নিবিয়া যাইতেছেন, আজিও তিনি সেইরূপ আরক্তিম ছবিতে নিবিয়া যাইতেছেন। কিন্তু অন্য দিন অস্তকালীন পবিত্র হইয়া করালীর আরতির জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম আজ কাল

কেন যে আর সে পবিত্র ভাব নাই। মনে সত্যই কি আবার সংসার পাতাইতে সাধ হয় না কি? ছি ছি মন আশ্বস্ত হও—আর কেন নিরয়ে ডুবিতে চাও? সংসারের সুখ সকলি তো উপভোগ করিয়াছি, আবার কেন, এখন সংসার হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি, এখান হইতে পুন পশ্চাদবর্ত্তী হইলেই ঘোর নরকে পড়িতে হইবে। পবিত্র ভাব আর থাকিবে না। সকলি জানিতেছি সকলি বুঝিতেছি তবু সেই বালকটির কথা! অহো! আমি কি মূঢ় আবার সেই বালকের কথা? সে সুখে থাকুক বা দুঃখে থাকুক, পাপী হউক বা পুণ্যাত্মা হউক আমার তায় কি? সে আমার কে? আমি তার কে? কে কার? পিতা পুত্র সম্বন্ধ ভ্রমান্ধবৎ। গৃহীর ধন ও পুত্র উৎপাদন করা মহাব্রত, সে ব্রত তো উদ্‌যাপন করিয়াছি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই; না পারুন, আমি কিন্তু আপনাকে বেশ চিনিতেছি। আর শরৎ—শরৎ যে আমার প্রাণের প্রাণ ছিল। বাপরে! তোকে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি? এই কি আমার ধর্ম্ম! বলিতে বলিতে স্বামীজীর নেত্র জল বারণ না মানিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

স্বামীজী মনের আবেগে নীরবে অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। আবার নেত্র জল মুছিয়া বলিলেন—শরৎ তুমি জান না, তোমার জননীর মৃত্যুর পরেই তোমাকে মাংস পিণ্ডবৎ অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছি। শরৎ তুমি এস শান্তা তোমারি। আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। শান্তা তোমা বই জানে না,

তোমার সহিত শান্তার বিবাহ দিয়া দিব। সিদ্ধেশ্বর! আজিও আসিতেছে না কেন?

পাঠক! সিদ্ধেশ্বর শান্তিপুরে সেই নারাণ ঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে। স্বামীজী তাই সিদ্ধেশ্বরের উদ্দেশ্য ঐ সকল কথা বলিলেন। স্বামীজী! আপনি যোগ তাপ আরাধনার মর্ম্ম অবগত হও নাই? শান্তি যে তোমায় হৃদয় ফলকে চির বিরাজিত, তবে কেন পার্থিব মানবের ন্যায় মায়ায় মুগ্ধ হইতেছে? স্বামীজী উঠুন—উঠুন আর না, ঐ সূর্য্য ডুবিল—আকাশে নক্ষত্র ফুটিল—স্বভাব অন্ধকারে ঢাকা পড়িল—নদী আধারে ডুবিয়া গেল, এ সময় সাধুজনের মনই কেবল জ্বলিতে থাকে, ধর্ম্মের প্রভায় উজ্জ্বল হয়। স্বামীজী! আপনি ধার্ম্মিক চূড়ামণি হইয়া পার্থিব নরের ন্যায় আর বৃথা রোদন করিবেন না। ঐ আরতির সময় হইল। সন্ধ্যা বন্দনা করিবার সময় অতীত করিবেন না। যে এই স্বর্গ সুখে মুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার তাহা পরিত্যাগ বা ত্রুটি করা ভাল নয়। স্বামীজী কত শত জন্মান্তরের পুণ্য সঞ্চয়ে আজি আপনি স্বামীজী পদবাচ্য দেবতা স্বরূপ হইয়াছেন।

স্বামীজী ধীরে ধীরে উঠিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে শরৎ ছুটিয়া আসিতেছে। পিতা পুত্রের যেন মায়া স্বামীজীর অন্তর্দাহের হেতু। স্বামীজী তারা, তারা, তারা বলিয়া চলি-লেন। মা জগৎজননী নিস্তারিণী নিস্তার কর মা। আর কেন মোহজালে জড়িত কর মা! বিপদে উদ্ধার কর সম্পদে ধৈর্য্য দাও—ধর্ম্মে মতি স্থির কর,—শত্রুর নিকট সাবধানতা

দাও। শরৎ আসিও না, শান্তা এখন তপস্বিনী ভৈরবী; তুমি সেই নরাকৃতি কীট।

শরৎ! তুমি আমার সাধনের শত্রু হইয়াছ? কেন শান্তাকে পাইলাম। কেন তোমার সকল কথা স্মৃতিতে আবার জাগিল শান্তা তোমার জন্য পাগল। মনের কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনুভবে স্পষ্টই বোধগম্য হইয়াছে শান্তা তোমাকে না পাইলে দেহ ত্যাগ করিবে, তুমিই একমাত্র শান্তার অবলম্বন স্থান। শরৎ শান্তার স্বভাবের পরিচয়ে তোমার স্বভাবও যথেষ্ট বোধগম্য হইতেছে। তুমিও যে শান্তার জন্য পাগল হও নাই, এ কথা তো বলিতে পারি না। বোধ হয় তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকিবে। মনের দমন পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী-লোক অধিক করিতে পারে। শান্তাই যখন অধিক তখন তুমি যে একেবারে উন্মাদ না হইয়াই একথা কে বলিবে। তুমিও শান্তাকে ভালবাস। কেন না এক জনের ভালবাসায় এতাদৃশ হইতে পারে না। তুমি আগে মজিয়াছ, শান্তা পরে। যাও শরৎ! ফিরিয়া বাড়ী যাও। এক্ষণে এখানে আশা পূর্ণ হইবে না, বৃথা কেন আমার সঙ্গে আসিবে? আমাদের এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি সাংসারিক বৃত্তি কিছুই নাই।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—•—

হাকিম-শরৎ।

সময় এক ভাবে যায় না। প্রকৃতির কোলে মানব কখন হেলিয়া দুলিয়া, কখন মনস্তাপে—কখন সুখে মগ্ন হইয়া সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সময় কাহার পক্ষে সুখ আবার সেই এক সময়ই কাহার পক্ষে দুঃসহ যন্ত্রণা দায়ক। এক দিনে একই সময়ে দুইজন একই প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ সুখ্যাতি যশঃ ধন লাভ করিতেছে অন্তে অখ্যাতি—অর্থ নষ্ট করিয়া লোকে নিকট—পার্থিব মানবগণের নিকট ঘৃণাই ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া অভিহিত হয়েন।

সময় গুণে পাগল শরৎ—শরৎবাবু হইয়াছেন। আর সে বাতিকগ্রস্থ অধৈর্য্যতা নাই এখন শরতের কথায় বাঁধুনি আছে—কথার অর্থ ও বেশ পরিস্কার রূপে লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। শরৎ সন্তোষিনীকে বিবাহ করিয়াই প্রকৃতিস্থ হইবার অন্যতম কারণ।

বিপিনবাবু পিতৃ মাতৃহীন শরতকেই কন্যারত্ন দান করিয়া সুখী হইলেন। শরৎ ও সন্তোষিনীকে বিবাহ করিয়া সুখী। শরৎ এখন কোন কার্য্যের চেষ্টায় কলিকাতায় রহিয়াছে। কার্য্য হয় হয় হইয়াছে। সন্তোষিনী পৈতৃক আবাসেই রহিলেন।

পাঠক! শরতের ভ্রম ঘুচিল না, শরৎ জানে শান্তাকেই বিবাহ করিলেন সন্তোষিনী জানে—শান্তার পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই হৃদয় মন দান করিয়াছে।

শরৎ কলিকাতায় আসিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবার জন্ম এক আবেদন ও তৎকার্য্য সাধন উপায় অবলম্বন করিলেন। অতি বিলম্বে কার্য্য পাইলেন। মফঃস্বলে যাইবার অর্ডার বাহির হইল। শরৎ এখন হাকিম হইয়া বাঁকুড়ায় যাইবেন। যাইবার সময় একবার সন্তোষিনী, বিপিন বাবুর সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক হওয়ায় তথায় যাইবেন।

বিপিন বাবু শরৎ বাবুর চাকরী হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলেন। বাসায় থাকায় উপযুক্ত জনৈক বিশ্বাসী চাকর দিলেন এবং দ্রব্যাদির প্রয়োজন সমস্তই ক্রয় করিয়া জামাতা শরৎ বাবুকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন।

সন্তোষিনী আহ্লাদে অধীরা, সন্তোষিনীর একান্ত ইচ্ছা প্রাণকান্ত শরতের সঙ্গে যাইবে। কিন্তু শরৎ সহসা একে বারেই স্ত্রী লইয়া বিদেশে যাইতে রাজি নহেন, তায় বিপিন বাবুরও কিছু আপত্তি হইল। বিপিন বাবু বলিলেন, না বাপু! সন্তোষিনীকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়, একে বাঙ্গালীর মেয়ে তার পাড়াগেঁয়ে—তায় শাস্ত্রানুসারে বিদেশে কুলবধূর যাওয়া নিষিদ্ধ আছে। পরন্তু লোকে নিন্দা করিবে, সমাজে থাকিতে হইলে সমাজের শাসনে মান্য করিয়াই চলিতে হয়। এখনি লোকে বলিবে শরৎ বাবুই যেন খৃষ্টান হইয়াছে—বিপিন বাবু কি বলিয়া কন্যাকে বিদেশে পাঠাইলেন ইহার উত্তরে শরৎ বাবুর বলিলেন—

না, মহাশয় স্ত্রী সঙ্গে করিয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া হিন্দু সমাজে নিন্দা হইলেও পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে বড়ই আদরের কথা। স্ত্রী সঙ্গে করিলে পুরুষের স্বভাব ভাল থাকে এবং উভয়ের স্নেহ যত্ন ও দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া স্বর্গীয় প্রভা বিকাশ পায়। পরন্তু খরচ পত্র যথেষ্ট কম হয়। অনেক কারণেই স্ত্রী সঙ্গে থাকাই কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু আমি আপাততঃ লইয়া যাইতে চাই না; তবে পরে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণই আছে। আপনি ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিবেন স্ত্রী সঙ্গে থাকা ভাল কি মন্দ। এক্ষণে অপরিচিত স্থাপন একা যাওয়াই ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি। বিপিন বাবু শরৎ বাবুর কথায় রাজি হইলেন। শরৎ বাবু শ্বশুরের সঙ্গে কথা কহিয় সন্তোষিনীকে বুঝাইতে গেলন। সন্তোষিনী বুঝিবে কেন? সে কাঁদিল—কত দুঃখ করিল। শরৎ বাবু সন্তোষিনীর চক্ষের জল মুছাইয়া সান্তনা করিতে লাগিলেন। স্বামী সোহাগিনী সন্তোষিনীর শোক আর ও প্রবল হইল। সন্তোষিনী বলিল—

আমি একা থাকিতে পারিব না। লোকে ভালই বলুক আর নিন্দাই করুক আমি সঙ্গে যাইব। আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অমত হয় চাকরী করিতে যাইতে পারিবে না বাবা বারণ করেন করুন সে কথা আমি শুনিব না। কেন তিনি অন্যায় বারণ করেন। অন্যায় করিয়া শাসন করিলে কেন তাঁহার শাসনে থাকিব?

শরৎ। তিনি ভালর জন্যই বারণ করেন?

সন্তোষিনী। কিসে ভাল?

শরৎ। লোকে নিন্দা করিবে সেজন্য আমি দোষ মনে

করি না। তবে অপরিচিত স্থানে স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে মহাবিপদ ঘটিতে পারে।

সন্তোষিনী। এ কথা ভুল। বরং পথে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে কষ্ট যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

শরৎ। তা বটে তবে সমাজের ভয়ও তো আছে?

সন্তোষিনী। কিছু না, যে সমাজ ন্যায় অন্যায় না বুঝিয়া দোষী সাব্যস্থ করিবে, সে সমাজের প্রয়োজন কি?

শরৎ। অত করিনে গেলে কি কার্য্য চলে?

সন্তোষিনী। তা নহিলে নাই চলিলে। ফলতঃ আমি সঙ্গে যাইব।

শরৎ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছে, তোমাকে লইয়া যাইব, কিন্তু একটি মাস অপেক্ষা কর। আমি গিয়া দেখি সে স্থানটি ভাল কি মন্দ। খারাপ স্থান হইলে থাকিতে পারিবে না।

সন্তোষিনী। কেন পারিব না? তুমি যে স্থানে থাকিতে পারিবে, আমি আর সেখানে থাকিতে পারিব না, এও আবার কথা? এই কি তবে তোমার ভালবাসা। তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী হইব, এইত বাসনা করিয়াছি।

শরৎ। আচ্ছা! স্থান ভাল মন্দ দেখিবার দরকার নাই। আমি গিয়া এক মাস দেখিব আমার মনে যদি সে স্থানে থাকার পক্ষে মনস্থ হয়, তবে তোমাকেও লইয়া যাইব। আগে গিয়া দেখি আমিই থাকিতে পারি কি না।

সন্তোষিনী। বিদেশে থাকিলে আমার কথা ভুলিয়া যাইবে। তখন ইচ্ছা হইবে না যে আমাকে লইয়া যাইবে।

শরৎ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি। ঠিক এক মাস পরেই

হয় আমি আসিব, না হয় অন্য উপায়ে তোমাকে লইয়া যাইব। এই এক মাস তুমিও প্রত্যহ এক একখানি চিঠি আমাকে লিখিবে, আমিও প্রত্যহ এক একখানি চিঠি লিখিব। তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমারও তদ্রূপ বা তদপেক্ষা বেশী তাহা কি জান না! আমার কি সাধ তোমাকে রাখিয়া যাই, কিন্তু কি করিব সকল দিক দেখিয়া কার্য্য করাই বুদ্ধিমানদিগের কার্য্য। তোমার পিতা মাতার আর মত, তার আমি দেখিতেছি। অপরিচিত নূতন দেশ, সুতরাং গিয়া দেখিয়াই তোমার পিতাকে এ সম্বন্ধে লিখিব। তুমি এই একটি মাস চুপ করিয়া থাক।

সন্তোষিনী অগত্যা স্বামীর কথাই রাখিলেন। শরৎ বাবু ভৃত্যসহ চাকরী স্থানে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিরহে ধৈর্য্য।

শিবচন্দ্র দেখিলেন—বুঝিলেন কাঁদিয়া বা ভাবিয়া চিন্তিয়া আর বীণাকে পাইব না। বীণা এ জগতের মায়া—আমার প্রতি সে ভালবাসা ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে আর এ সংসারে—এ জগতে নাই। স্মৃতি বলিতেছে ধৈর্য্যধারণ কর। পর জন্মে যদি বীণাকে দেখিতে পাও। কাঁদিয়া লাভের ভিতর মনের অশান্তি অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। শোকে অভিভূত থাকিলে শোক জো পাইয়া, পাইয়া

বসিবে, অতএব বিরহে ধৈর্য্য, শোকে ধৈর্য্য হওয়াই বুদ্ধি-মানের কার্য্য। ভুলিলে সব শোকই ভুলা যায় যখন, তখন স্ত্রীর জন্য—সমাজ একটি মেয়ে মানুষের জন্য দেহপাত করিব কেন? স্ত্রী তো নয় বীণা যে আমার লক্ষ্মী। বীণার পরিবর্ত্তে নব-পরিণীতা ভার্য্যা আছে। বীণে তোমার আর কে আছে বল দেখি? আমিত সরোজের প্রেমে অচিরেই তোমাকে ভুলিতে পারিব! আজ কাল যেরূপ দুর্ব্বিসহ ক্লেশ অনুভব করিতেছি দশদিন পরে আর তোমার কথা এত মনে হইবে না। আবার এক বা দুই বৎসর পরে আদৌ তোমার মায়া—ভালবাসা মনে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বল দেখি তোমার সহায় কে হইবেন। বুঝিয়াছি তারা তোমার সহায়! স্বামীজীর মন্ত্রে তুমিও দীক্ষিত হইয়াছ! তারা তোমার মঙ্গল করুন ধর্ম্মই তোমাকে নিয়ত রক্ষা করিবেন। আজিও যদি আত্মহত্যা না করিয়া থাক, আইস পুন ফিরিয়া এ সংসারে আইস, তুমিই সংসারের রাজলক্ষ্মী। বীণা আসিয়া দেখ শিবচন্দ্র তোমাকে কিরূপ চক্ষে দেখে বা কিরূপ যত্ন খাতির করে।

বীণা সরোজ তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী তুমি জ্যেষ্ঠা। দুই বনে এক হইয়া আমাকে সুখী করিলে না? এস এস ফিরিয়া বাটী আইস। দুই জনে একবার শিবচন্দ্রকে আলিঙ্গন কর। দেখি?

শিবচন্দ্র নীরবে রোদন করিয়া উঠিলেন। চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, বলিলেন—

আর ভাবিব না, যাহারা বীণার অনুসন্ধানে গিয়াছে তাহারা আজিও কেহই পুনরায় ফিরিয়া আসিল না। বীণাকে

পাওয়া যাইবে বোধ হয় না। আত্মাভিমানীনি নিশ্চয়ই আত্ম-ঘাতিনী হইয়া থাকিবেন। এদিকে কয়দিন হইয়া গেল স্বামীজীও আসিলেন না কেন, বুঝিতে পারিলাম না। স্বামীজী আসিলে বীণার কথা মত কার্য্য করাইতে হইবে। পান্থনিবাস করিয়া দিব। বীণা তুমি স্থির জানিও তোমার নামীয় বিষয়ের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না। তোমার পত্রানুসারে কার্য্য হইবে, বরং যদি তোমার আয় কম হয় বাকী আমি দিয়া দিব। স্বামীজি আসিয়া পঁহুছিলেই পরামর্শ ঠিক করিব। এবং যত শীঘ্র তোমার প্রস্তাবিত কার্য্য গুলি সম্পন্ন করাইতে পারি করিয়া দিব।

শিবচন্দ্রের মনে হইল মাধুরীর পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। বিলম্বে মাধুরী অসন্তুষ্ট হইবে। তাই কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

মাধুরি! ভগিনী! তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তোমার পত্র পাইবার অগ্রেই আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছি। বিপিন বাবু যদি বাটী থাকেন, তবে তাঁহার মত লইয়া তোমরা শীঘ্র এখানে আসিবে। অনেক কথা আছে, বিপিন বাবু আজিও যেন কোন আপত্তি না করেন তোমার কন্যা সন্তোষিনী জামাতা বাবু কেমন আছেন লিখিবে।

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীশিবচন্দ্র।

শিবচন্দ্র মাধুরিকে পত্র লিখিয়া বর্হিবাটীতে যাইলেন। তথায় জমীদারীর কার্য্য কর্ম্ম কতক কতক দেখিয়া লইলেন, দেওয়ান

জীর সঙ্গে জমীদারী সংক্রান্ত, কথাবার্ত্তা করার পর উপবনে বায়ু সেবন করিবার জন্ত সহচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া চলিলেন।

জমীদার, বড়লোক, ধনী, রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেরই মোসাহেব বা তোষামদকারী সহচর থাকেন মাত্র। উহারা সরকার হইতে সমস্ত খরচ পান। বাবুর সঙ্গে থাকেন মাত্র, কার্য্যের মধ্যে বাবুর চিত্তরঞ্জন করিতে হয়। বাবু বলিলেন, কেমন হে এই স্থানটার জল উচু না? মোসাহেব বলিল আজ্ঞা হাঁ হজুরের নজর ঠিক ধরিয়াছেন, অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের জল উচুতো বটে, এযে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাবু আবার বলিলেন, তাহা না এ স্থানের জল উচু নয় সমান; মোসাহেব হাঁ তাইতো বটে জল আবার উচু নিচু কি সব স্থানেই সমান বাবুর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কিছুই এড়াইবার জো নাই। ঠিক বলেছেন জল সমানই বটে। প্রভৃতি তোষামদ করিয়াই বাবুর প্রিয়পাত্র।

পাঠক! এরূপ তোষামদকারীদের দ্বারা জগতের যে কত মহানিষ্ট সংসাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য মুদির দোকান হইতে বড় বড় মহাজন দিগের গদি, তালুকদার, জমিদার, রাজা মহারাজদিগকেও এই মোসাহেব রোগেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে বা করিতেছে। কিন্তু শিবচন্দ্র একাকী ভ্রমণ করিতেছেন তোষামদকারী নাই।

গুরুমা। কেন হইবে না? তোমরা বৃন্দাবনে যাইবে যাও—যাও আমি লোক জন সঙ্গে দিতেছি তোমাদিগকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসিবে। তবে শাস্তা, শান্তার যাহা ইচ্ছা

এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় এইখানে থাকুক, নতুবা তোমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতে চায় সঙ্গে যাউক।

শান্তা। না মা! তাহার মনে যাহা থাকে তাহাই হইবে। যোগ শিক্ষা করিব যোগিনী হইব। যৌবনে কিরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হয় জগতে দেখাইব। যৌবনে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে কিরূপ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন লোকে তাহা ভাল করিয়া শিক্ষা করুক। মা! আশীর্ব্বাদ করুণ ধর্ম্মেতে যেন মতি হয়, মনের অভীষ্ট যেন অচিরে সিদ্ধ হয়।

গুরুমা। তাহাই হইবে।

ব্রহ্মময়ী। না বৃন্দাবনে না গিয়া এই খানেই থাক। শান্তাকে আর ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চায় না।

গুরুমা। ছাড়িয়া তো এক দিন যাইতেই হইবে, তবে কেন বৃথা মায়া করিয়া নিজের অনিষ্ট করিবে?

ব্রহ্মময়ী। বুঝি, কিন্তু আমার মনতো বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না?

গুরুমা। চাহিবে। ধৈর্য্যধর, সহিষ্ণুতা সিদ্ধ কর।

পাঠক! শান্তা আজি হইতে কৌমারে যোগিনী সাজিল।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

উদাস মনে সংসারে লিপ্ত।

স্বামিজী শিবচন্দ্রকে অনেক উপদেশ দিয়া বীণার কথিত কার্য্য করিবার জন্ত উপদেশ দিয়া আসিলেন। স্বামিজী আরও বলিলেন গত অনুশোচনায় কি প্রয়োজন। যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তাহাতে হাত কি? বিবাহ না করিয়া অগ্রে পরামর্শ লইলে, যাহা ভাল যুক্তিসিদ্ধ হইত তাহাই করিতে বলিতাম। এক্ষণে আর পথ নাই। নব-বধূকে বাড়ীতে লইয়া আইস। মনের শোক তাপ ভুলিয়া নূতন ভাবে আবার সংসারের কার্য্য কর। তারা তোমার মঙ্গল করিবেন। অবশ্যই পুত্র হইবে বোধ হইতেছে।

জমীদারীর অনেক বিশৃঙ্খল হইয়াছে, দেওয়ানজী ঠিক সুশাসন করিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না, সুস্থির হও প্রকৃতিস্থ হইয়া কার্য্য কর। আর বীণার কথা তা আর ভাবিয়া কি করিবে? বীণা যদি জীবিত থাকে তবে একদিন না এক দিন আমার চক্ষে পড়িতেও পারেন, দেখিব সংসারে আসিতে সাধ আছে কি না। যদি বুঝাইয়া বলিয়া দিতে পারি দিব, নচেৎ করালী সেবায় নিযুক্ত রহিবে। গুরুমার প্রসাদে ধর্ম্মে মতি স্থির করিবার চেষ্টা দেখিবে।

শিবচন্দ্র। ভগবানের যা ইচ্ছা। আপনার অমতে কিছুইত

করি না। তবে কিসে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। এই বিবাহ করাই আপনার অনভিজ্ঞত বা অভিপ্রায় ও অনুমতি না লইয়াই করিয়াছি। দেব! স্পষ্ট বলিতেছি তখন ভাবিয়াছিলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিবাহে মত দিবেন না, তাই গোপনে আপনার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়াছি। আমি আপনার শ্রীচরণে যত অপরাধী ক্ষমা করুণ! বলিয়া চরণে পতিত হইলেন।

স্বামীজি! উঠ, উঠ, বৎস! সকলি অদৃষ্টের লিপি শোক করিয়া কি করিবে? আগে বিচার করিতে যদি, তবে কি হইত বলিতে পারি না। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহা হউক আর সে কথায় দরকার নাই।

শিবচন্দ্র। দেব, বীণা যে আমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন এ ঐশ্বর্য্য কি আসিবে?

স্বামীজী। বৎস! ওরূপ করিয়া চিন্তা করিলে মন খারাপ হইয়া যাইবে, আর কখন প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে না। বিপদে ধৈর্য্য চাই, সহ্য করার অকে গুণ। এই উপস্থিত শোক দান করিয়া ধৈর্য্য হও। সংসারে মন দাও। নববধূকে অচিরে আনয়ন কর।

শিবচন্দ্র। আনিতে মন নাই।

স্বামীজী। তবে বিবাহ করিলে কেন?

শিবচন্দ্র। না বুঝিয়া এবং পরের কথায়।

স্বামীজী। এখনও তাই কর। না বুঝিয়াও পরের কথায় শোক মনে ও সংসারে লিপ্ত হও।

শিবচন্দ্র। সুধা হইবে কি ?

স্বামীজী। তাহার ইচ্ছা কে বলিতে পারে।

শিবচন্দ্র। আপনার কথা অমান্য করিতে পারি না জানিব।

স্বামীজী। আমার বিশেষ কার্য্য উপস্থিত আশ্রমে যাইব। সময়ে দেখা করিব। স্বামীজী চলিয়া গেলেন, শিবচন্দ্র নিজ মনে ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সরোজে শিবচন্দ্রে।

সরোজে কুসুমকে পাইয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিল। এখন স্বামী গৃহে আসিয়া কুসুমের জন্য কাঁদে। কুসুমের সঙ্গে আবার উপবনে গিয়া কুসুম চয়নে ইচ্ছা করে। সরোজ নববধূ হইলেও কর্ত্রী গৃহিণী পদ বাচ্য। সরোজ সরল হৃদয়া, দয়া, মায়া একাধারে বিরাজিত। রাগ দ্বেষ নাই, সকলের প্রতি স্নেহ, মায়া, দয়া ও ভক্তি ব্যবহার দেখান আছে। বাটীর দাস দাসীদিগেরও তত্ত্ব লইয়া থাকেন। ফলতঃ আটদিনের মধ্যেই সরোজ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লইয়াছে। ঝগড়া, কলহ, পরনিন্দা সরোজের স্বভাবের বিরুদ্ধ। সরোজ পরিশ্রমী বিনয়ী, দাস দাসী, পাচিকা থাকিলেও সরোজ নিজ হস্তেই সাংসারিক অনেক কার্য্যই নির্ব্বাহ করেন। পরন্তু সমস্ত কার্য্যই নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সরোজ শিবচন্দ্রকে

সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবতী। যে শিবচন্দ্রের প্রতি প্রথমে বিরক্ত হইত—সেই শিবচন্দ্রই এখন সরোজের দেবতা হইয়াছে। সরোজ পতিভক্তিতে অচল কীর্ত্তি রাখিবে? যদি বীণা থাকিত তবে স্বামীর সহিতও সতিনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে? শিবচন্দ্র এই প্রশ্ন করিলেন।

সরোজ মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল—থাকিলে দেখাইতাম। কি বলিব মনের সাধ মনেই রহিল। সতীনের সঙ্গে কেমন করিয়া ঘর করিতে হয়, তাহা একবার দেখাইতাম। ঝগড়া বিবাদ না করিয়া সুখ শান্তিতে সতীনকে বড় ভগিনীর মত গড়িয়া লইতাম। আমি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসী স্বরূপ থাকিতাম। যিনি যতই কেন নিষ্ঠুর ও কঠিন হৃদয় হউক না অনুগত ও খোসামোদ করিয়া থাকিলে পাষাণ হৃদয়কেও গলিতে হইবে—নিষ্ঠুর মনেও দয়া জন্মিবে! সতীনের সঙ্গে কি করিয়া মিলিতে হয়, পরকে কি করিয়া আপনার করিয়া লইতে হয়, তাহা দেখাইতাম। বড়ই সাধ ছিল সতীনের সংসার এ কথা লোককে কখনই বলিতে দিবনা।

শিবচন্দ্র।—সরোজ। হৃদয়েশ্বরি! ক্ষুদ্র কমলকলি! দেখাও দেখি সংসারে নারী জাতির কর্ত্তব্য কার্য্য কি? নারী জীবনে সুখ সচ্ছন্দতা স্থাপিত করিবার মূল মন্ত্র দেখাও; দেখিয়া আমার হৃদয় শীতল হউক। তুমি এই আমাদিগের মধ্যে যেরূপ সকলকে বশ করিয়া লইয়াছ, তাহাতে সকলি শোভা পায়। বীণার বিবাগিনী বা আত্মঘাতিনী হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের সহবাস তো স্ত্রীলোকের বাঞ্ছনীয়। বীণা থাকিলে দেখিত সরোজ কেমন করিয়া বীণাকে বশ

করিয়া লইয়াছে। কেমন করিয়া পরকে আপন করিতে হয় তাহা বীণা তোমার কাছে গিয়া শিখিত।

সরোজ।—আমার এমন কি গুণ আছে যাহাতে সপত্নীকে আপন করিয়া লইব। কার্য্যে কত দূর কি হইত তা বলিতে পারি না। তবে আশা করি আমাদিগের মধ্যে ঝগড়া কলহ হইত না। সতীনকে বড় দিদির ন্যায় যত্ন মান্য করিতাম, সর্ব্বদা তাহার মতে মত করিতাম, সুতরাং মনের মত হইলেও হইতে পারিতাম। দিদি! কেন তুমি এ সংসার ছাড়িয়া গেলে! সত্যই কি আমি তোমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া দিলাম! এস তুমি ফিরে ঘরে এস, আমার জন্য তোমার কোন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। তোমার কার্য্য সকলি করিতে পারিব, সব কষ্ট সহ্য করিব।

হৃদয়েশ্বর! অধিনীর একমাত্র অবলম্বন—আমার অনুরোধ দিদির অনুসন্ধানে লোক পাঠাও। তিনি কোথায় কি করি-তেছেন তাহার সন্ধান লউন। বাটী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করুণ।

শিবচন্দ্র।—তাহা কি করি নাই। লোকত পাঠাইয়া ছিলাম কেহই সন্ধান করিতে পারিল না, তাহাতে বোধ হয় বীণা আমার ইহ জগতে আর নাই। অভিমানিনী—মানিনী আবার মান ভরে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে। স্বামীজীও তো বলিয়া গেলেন সাধ্যমতে বীণার সন্ধোধন করিব, তার ক্রটী হইবে না, কৈ স্বামীজীর নিকট হইতেও কোন আশা জনক সংবাদ ও পাইলাম না। বীণার উইল মত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছি।

সরোজ।—সে খুব ভাল কাজই হইয়াছে। কত লোকের যে তাহাতে উপকার হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ পার্থিব ধনে কি প্রয়োজন? এ বার সৎকার্য্যে ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বর এক জনকে ধনী করিয়া তাঁহার অধীনে সহস্র লোকের প্রতিপালন ভার দিয়া থাকেন। যে ধনী অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত সে কৃপণের অর্থে কোন কাজ হয় না। পাঁচজনের অভাব মোচন জন্যই ধনীকে ধন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। যাক ও কথায় আর দরকার নাই। একদিন বলিয়া ছিলেম তো'মার ছোট ভগিনীর কাছে—তাঁহার নাম মাধুরী, আমার তাঁহাকে দেখিতে বড়ই সাধ হইয়াছে। শুনিয়াছি ঠাকুরঝির সঙ্গে দিদির খুব ভাব ছিল। আমার ইচ্ছা ঠাকুরঝিকে একবার দেখিব। তুমি বলিয়াছিলে তাঁহারা এখানে আসিবেন, তা কবে আসিবেন।

শিবচন্দ্র। শীঘ্রই আসিবেন।

সরোজ। ঠাকুরঝির কি এক কন্যা ভিন্ন আর ছেলে পিলে হয় নাই।

শিবচন্দ্র।—না।

সরোজ।—মেয়েটী কত বড়?

শিবচন্দ্র।—সেয়ানা হয়েছে।

সরোজ।—বিবাহ হইয়াছে কি?

শিবচন্দ্র।—হাঁ, তোমার বিয়ের কিছু দিন আগেই হইয়াছে।

সরোজ।—আমি একবার ঠাকুরঝি তাহার মেয়ে, ঠাকুর জামাই ও জামাই বাবুকে দেখিতে ইচ্ছা করি, আপনার লোক যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিবচন্দ্র।—মাধুরী এখানেতো শীঘ্র আসিবে বলে লিখেছে। তবে জামাতার কথা বলতে পারিনা।

সরোজ।—কেন জামাতার কথা বলতে পারনা?

শিবচন্দ্র।—যদি জামাই বাবু বিপিন বাবুর বাটীতেই থাকেন তাঁহার উহারা ভিন্ন আর কেহই নাই, তথাচ তিনি বিদেশে থাকেন।

সরোজ।—কি করেন।

শিবচন্দ্র। শরৎ হাকিম। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখেন। এইবার লিখিব ছুটীর সময় একবার আমাদের এখানে আসিতে হইবে, কারণ তোমার মামী-শাশুড়ী ঠাকরুণ তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

সরোজ। কেন শেষের ও কথা কয়টী না লিখিলে চলে না দরকার আছে আসিবে বলিলে কি হয় না।

শিবচন্দ্র। আচ্ছা তাই লিখিব! তোমার মামী-শাশুড়ীর কি দরকার আছে তাই—

সরোজ। ছি ছি ওরূপ বিদ্রূপের কথা বলিও না, উহাতে পাপ আছে। যাক অন্য কথা বল। কবে লিখিবে!

শিবচন্দ্র। যখন হুজুরের হুকুম, তখন আমি এই মুহূর্ত্তেই লিখিব। যাই লিখি গিয়া।

সরোজ শিবচন্দ্রের গলা জড়াইয়া মধুরভাবে বলিলেন—মাথা খাও, আমার কথা লিখ না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

শান্তা সন্ন্যাসিনী।

শান্তা সিদ্ধেশ্বরের মুখে শুনিল,—শরৎ সন্তোষিনী নাম্নী কোন কামিনীর সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। শান্তার চক্ষে জল পড়িল, সকল আশা ভরসা নিবিয়া গেল। সুখের ঘর সংসার পাতাইতে যে বালিকা বিব্রত হইতেছিল, বিধাতা তাহায় তাহা করিতে দিলেন না। শান্তা মলিনা হইলেন।

শান্তা দিবা নিশি বসিয়া কি ভাবে, কি ভাবিয়া কাঁদে ও একাকিনী থাকিতে ভালবাসে। রামশঙ্কর ও ব্রহ্মময়ী কত বুঝাইলেন, সকলি বৃথা হইল। গুরুমার কথায় শান্তার নির্ব্বান দীপ ক্ষণে ক্ষণে যেন জ্বলিতে যায়—জ্বলে না। স্বামী-জীর সেই অকপট ভালবাসায় শান্তার শান্তির ছায়া মনে পড়ে কিন্তু পড়ে না।

স্বামীজী আজ দুই দিবস হইল শিবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, শান্তা জানে স্বামীজীর জন্যই সে জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঠাকুরদাদার সঙ্গে দেশে আসিতে শান্তার মন নাই।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শান্তাকে একদিন বলিলেন—চল শান্তা দেশে যাই।

শান্তা বলিল—না দাদা মহাশয় আর দেশে যাইব না। গুরুমা ও স্বামীজীর চরণ সেবা করিয়াই যে কয় দিন মর্ত্ত্যে

থাকিব, করিব। দেশে গিয়া কি করিব। আপনারা দেশে যাইতে চান যাউন—আমি যাইব না।

ব্রহ্মময়ী কত বুঝাইল শান্তা কিন্তু বুঝিবার মেয়ে নয়, সে যে পথ আশ্রয় করিতে যাইতেছে, সে পথের পথিক হইলে লোকে আর সংসারের মায়ায় ডুবিতে চায় না। তাই শান্তা দেশে আসিতে নারাজ। শান্তার এখন একান্ত ইচ্ছা কৌমারী ব্রতে দীক্ষিত হইবে, যৌবনে যোগিনী হইবে—সুখের কোমল প্রাণে যোগসাধনায়—কঠোরতা পরিবে।

মানবের মনসাধ প্রায় পূর্ণ হয় না। কচিৎ কাহার পূর্ণ হয়। জীবনে সকলি আশার দাস। আশা মনের বৃত্তি যতই উত্তেজিত করা যায়, ততই বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অল্পে ভাগ্যবতী হয়, কয় জনের ভাগ্যে। দেবী! আশা করা বড়ই অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর যখন যেরূপ রাখেন সেইরূপ থাকাই উচিত।

শান্তার মনে এখন অন্য ভাব আসিয়া অধিকার করিয়াছে। কথায় কথায় ধর্ম্মের গূঢ়ভাব বিকাশ পায়। শান্তার ভাব শান্তিপ্রদ হইতে লাগিল।

গুরুমা পুনরায় সংসারে যাইতে অনুরোধ করাতে শান্তা কহিল—

মা বৃথা কেন নরকে যাইয়া ডুবিয়া মরিতে আজ্ঞা করেন? এখানে স্থান না দেন, অন্যত্র যাইব—যোগিনী হইব—দেশে যাইব না, ইহা স্থির নিশ্চয়। আর বিবাহ করিতে যাহা বলিতেছেন সে ভুল, ইহজন্মে বিবাহ করিব না, যাহা করিয়াছি—তবে—

শুরুমা বুঝিলেন শরৎকে না পাইলে শান্তা অন্য পুরুষে আত্ম সমর্পণ করিবে না। শুরুমা বলিলেন মা তারা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ভাল এই খানেই থাক; ধর্ম্মালোচনা করা ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও এখন এই খানেই থাকুন দেশে গিয়া কি হইবে? আরত বয়স হইবে না—যে দিন যায় সেই দিনই ভাল, দিন গেলে আর ফিরিয়া আইসে না। যে বয়স কাটিয়া গিয়াছে সে বয়স পুনরায় আর ফিরিয়া পাইবেন না এ বয়সে সংসারে থাকা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে এ সময় ধর্ম্মে মন দিবার সময়। ধর্ম্মালোচনা করিয়া কাটানই উচিত। শাস্ত্র পাঠ, পুজা, আহ্নিক যোগ তপ সাধনের জন্যই বৃদ্ধাবস্থা।

রামশঙ্কর। মা তাই করিব। শান্তা না যায় যদি আমরা গিয়া কি করিব। যে কয়দিন বাঁচি তোমাদের চরণ সেবা করিয়াই মরিব। ভাবিয়াছিলাম শান্তাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া আমরা দুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিব। যে কয় দিন বাচি রাধাকৃষ্ণের চরণ দর্শন করিয়া থাকিব। কিন্তু বোধ হয় তাহা হইল না।

রামশঙ্করের সকল সাধে বিষাদ হইল, শান্তা সন্ন্যাসিনী, সে আর গৃহে যাইতে চাহেনা।

রামশঙ্কর দুঃখে ক্ষোভে সস্ত্রীক বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর সংসার চিন্তা করিবেন না, কিন্তু পোড়া সংসার তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেনা, শান্তার চিন্তায় তিনি জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন, দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ লাগিলেন।

শান্তা এখন পিঞ্জরামুক্ত বিহঙ্গিনী, তাঁর নব যৌবনে রূপে প্রভা বিভাসিত, পরিষ্কার গৈরিক বসনে দেহ আবৃত রুদ্রাক্ষ সুদীর্ঘ মালা গলায় শোভিত, হস্তে ত্রিশূল, কপালে সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দেখিলে যেন কৈলাসবাসিনী ভবানীর ন্যায়। সকলেই তাঁহাকে তারা মন্দিরের স্বয়ং পার্ব্বতী বলিয়া জানে, সবলেই সভক্তিতে সাষ্টাঙ্গে শান্তার পাদমূলে পতিত হয়।

শান্তার দিন নাই রাত নাই স্তব গীতি গাইতে গাইতে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে পথে চলিয়া যায়। কথন কথন গভীর রাত্রে শ্মশানে শোনা যাইত—

"শ্মশানে কেন মা গিরি রাজকুমারী
কেন মা তোমার মলিন বেশ ?"

বলিতে লজ্জা করে শান্তার পবিত্র গীতির সহিত কথন কথন "সাধের প্রেমে হইল বিষাদ" ইহাও শুনা যাইত।

শান্তার হৃদয় ভাব বুঝা বড়ই কঠিন, যদি কবি হইতাম তাঁর মনে ভয়ের আভাস প্রদানে তবু কথঞ্চিত চেষ্টা করিতাম, যদি প্রেমতত্ত্বের ধার ধারিতাম, তবে শান্তা হৃদয়ের অতল স্পর্শ প্রেমসুধা সমুদ্রের তরঙ্গ পাঠকগণ সমীপে ধরিতে চেষ্টা করিতাম।

প্রেমিক কবি হইলেও শান্তাকে চিনিতে পারা যায়।

যথন শান্তার বদন বিনিঃসৃত ধর্ম্মময় উচ্চ কথাগুলি দর্শন মীমাংসা ন্যায় পাতঞ্জল, বেদ বেদান্ত ন্যায় ভাঙ্গা ভক্তি যোগ জ্ঞান কর্ম্ম পূর্ণ সদুপদেশ গুলি সাংসারিক মানবের মর্ম্মে অমৃত-সঞ্চিত হইত তথন সে ভাবের তত্ত্ব বুঝা সিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন কাহার সাধ্য।

তাই বলি শান্তা মানবাকারে দেবী। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমরা দেবী শান্তাকে কি করিয়া ধারণা করিব।

সরল প্রাণই সদ্ভাবের আধার, অল্প বয়সেই পূর্ব্বসংস্কারে শান্তা সরলা, অল্প বয়সেই ভালবাসার নিঃস্বার্থ ভাব নিজেই বুঝিয়াছে। আবার অল্প বয়সেই সংসার বিভাষিকা স্বার্থ মাখা কাণ্ডকারখানা দেখিয়া হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে ঠিক সেই সময়েই স্বামীজী আর গুরুমার অমৃতময় সরল উচ্চ উপদেশ গুলি শান্তার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়া বালিকা শান্তাকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছে। শান্তা ধর্ম্মের উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, মধুর হইতে মধুরতর আনন্দ হইতে আনন্দময় ধর্ম্মজ্যোতি দেখিয়াছি, আর কি সে পাপ পুতি গন্ধময় সংসারের দিকে তাকাইতে পারে, না সংসারী হইতে পারে, কিন্তু নির্জ্জনে শান্তার বাস নহে তাই মধ্যে মধ্যে সংসারের কথা মনে উঠিত, তাই শুনা যাইত—

"সাধের প্রেমে হইল বিষাদ"
সখিরে না পুরিল সাধ?

আবার যখন সংসার ভুলিয়া চারিদিগে আনন্দময়ীর আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিতেন যখন শ্মশানে মশানে মন্দিরে হাটে মাঠে ঘাটে মহামায়ার মায়া দর্শন করিতেন তখন আনন্দে বিভোর হইয়া গাইতেন—

একবার এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ পুঁতলি (গো)
আমি হৃদয় আসন রেখেছি পাতিয়ে বসমা আনন্দময়ী (গো)
জন্মাবধি আছি তোর মুখ চেয়ে,

কত যে যাতনা আছি মাগো সয়ে,
(তাত জানিস মা তুই অন্তরযামী)

আমার হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ আনন্দময়ী গো

শান্তা গীত গাহিতেন, আর দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইত। মুখের অপরূপ লাবণ্য বাহির হইত। সে অপূর্ব্বভাবের কথা আমাদের কোনই সাধ্য নাই যে বর্ণনা করি।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

শেষ।

বিপিন বাবু সপরিবারে মেদিনীপুরে শিবচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়াছেন, শরৎ কর্ম্মস্থানে, কিন্তু মামাশশুরের বিশেষ অনুরোধে, আর সন্তোষিনীর প্রেম আকর্ষণে শরৎ বাবুও ছুটী লইয়া মেদিনীপুরে আসিয়াছেন। শিবচন্দ্র ভগ্নিদের পাইয়া বীণার কতকটা শোক ভুলিয়াছেন। সরোজ দিন কতক বড় মনোসুখে কাটাইল, স্বামীকে অনুরোধ করিয়া বীণার উইলের সমস্ত কার্য্য করাইল। বৎসরের মধ্যে শিবচন্দ্র পুত্রমুখ দেখিলেন।

কিন্তু অভাগিনী জন্মদুঃখিনী সরোজার এ সুখ সহিল না, কি জানি কি মনোকষ্ট সূতিকা গৃহেই অভাগিনী মারা

পড়িল। শিবচন্দ্রের সকল সাধ ফুরাইল। বড় সাধের সংসার পাতিয়াছিলেন, বিধাতা তাহা ভাঙ্গিলেন।

আশা মধ্যে একটি পুত্র সন্তান!

*   *   *

শরতের ভ্রম গিয়াছে, আবার সে, যে পাগল সেই পাগল হইলেন। একদিন গেল শ্মশানে শরৎ দাঁড়াইয়া আছেন ত্রিশূল হস্তে শান্তা গাইতেছেন—

"সংসারে পিরীতি বালির বাধ,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নাথ।"

ত্রিশূল ঘুরাইয়া চাহিয়া চাহিয়া শান্তা চলিয়া গেলেন। শরৎ আর দাঁড়াইতে পারিল না তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন কে অমনি তাহাকে ধরিল যিনি ধরিলেন তিনি স্বামীজী,—স্বামীজী কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন শরৎরে আমিই তোর অভাগা পিতা। উন্মত্ত শরৎ চমকিয়া উঠিল।

ক্ষণপরে স্বামীজীর হাত ছাড়াইয়া বেগে পালাইল, দূরে শুনা গেল।

শান্তা! স্বর্গে আমায় ত্যাগ করিও না; পিতা নির্ব্বোধ সন্তানকে ক্ষমা করিবেন। জলে একটা ভয়ানক শব্দ হইল, স্বামীজী দৌড়িয়া গেলেন, দেখিলেন অনন্ত সমুদ্রের একটা স্থলে বুদ্ বুদ্ উঠিতেছে।

স্বামীজী কি ভাবিয়া হাসিয়া বলিলেন অনন্ত সংসার সমুদ্রেরও এইভাব, আত্মহারা মানব সংসার সমুদ্রে জীয়স্তে এ ভাবে ডোবে।

আর অনন্ত ভাবসমুদ্রে জীব এই ভাবে লীন হয়। করযোড়ে স্বামীজী উর্দ্ধ দিগে চাহিয়া বলিলেন—

মা! বারবার সংসার দেখিলাম, আর যেন পদস্খলিত না হয়।

সম্পূর্ণ।